শেষ খেয়া

১

সংসারে যেটা অতি-বড় কষ্টকর ঘটনা, সেইটাই সংসারের কাছে সহানুভূতি পায় না। নবীনের ৪৮ বৎসর বয়সে বিশ্বটা অর্থহীন করিয়া দিয়া, পার্ব্বতী যখন চলিয়া গেল, তাহার সমস্ত হৃদয়টা মন্থন করিয়া অশ্রুবন্যা উদ্যত হইয়া উঠিবার প্রথম প্রয়াসেই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের উদ্যত চক্ষুর সম্মুখে, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই ভিতরে জমাট বাঁধিয়া রহিয়া যায়; এবং তাহার বুক-ফাটা বেদনাটাও অনুচ্চারিত থাকিতে বাধ্য হয়। সে কেবল বামহস্তে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল,—পার্ব্বতীর উদ্দেশে এক ফোঁটা চোখের জলও উৎসর্গ করিতে পারে নাই! সেটা যে কত বড় কাপুরুষতা,—কত বড় লজ্জার কথা,—৪৮ বৎসর সে তাহার বহু প্রমাণ পাইয়া আসিয়াছে। সকলে তখন ইহাই বলিয়াছিল—"পার্ব্বতী সতীলক্ষ্মী ছিল,—ঠিক্ সময়েই গিয়াছে,—খুব গিয়াছে,—বেশ গিয়াছে। চিরকালই কি থাকবে;—নবীন, তুমি এখন ছেলে-বউ নিয়ে আনন্দে

সার কর, আর ভগবানের নাম কর।" নবীন তাহাতে তথাস্তু" বলিয়াছিল কি না জানিনা, তবে আত্মীয়-স্বজনের নিকট ঐ পরম সান্ত্বনাটুকুর অতিরিক্ত আর-কিছু না পাইতে হয়, সে-বিষয়ে তাহাকে খুবই সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল ;—চারিদিক না চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাসটুকু ফেলিতেও তাহার সাহস হইতনা।

২

নবীন পালের পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই,—বরানগর পালপাড়ায় তাহার পিতার একখানি বাতাসার দোকান ছিল। নবীন পিতার একমাত্র পুত্র। পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া নবীন বাপের দোকানেই যোগ দেয় ও অল্পদিনের মধ্যেই বাতাসা কাটায় বিশেষত্ব দেখাইয়া সুখ্যাতি লাভ করে ;—তাহাতে দোকানের আয়ও কিছু বাড়িয়া গেল, সুনামও হইল। নবীনের মন কিন্তু লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকিয়া থাকায়, সে সন্ধ্যার পর পাড়ার মনোহর পালের পুত্রের কাছে ইংরাজি পড়িতে যাইত। বিপিন ছিল তার সমবয়সী, সুতরাং উভয়ের বেশ বন্ধুত্বও জন্মিয়া গেল।

মনোহর পাল বিষয়ী লোক ; তিনি অল্প দিনেই বুঝিলেন—নবীন সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র এবং উন্নতিকামী। কলিকাতা চীনাবাজারে তাঁহার কাচের বাসনের ও এক্স্‌চেঞ্জের নীলামে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া বিক্রয়ের একখানি দোকান ছিল ; এবং

ঐ দোকানের জন্য ঐরূপ একটি লোকের আবশ্যকও হইয়াছিল। তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া নবীনকে তাঁহার চীনাবাজারের দোকানে কুড়ি টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। তাহাতে নবীনের বাপ মনোহর পালকে বলিয়াছিল—"কলকেতায় চাকরী হ'ল—এর পর আমাকে 'বাবা' বলতে লজ্জা পাবেনা তো!" মনোহর পাল হাসিয়া বলেন—"না, তত ইংরিজি শেখে নাই!"

সেই বৎসরেই নবীনের বিবাহ হইয়া যায়। পার্ব্বতীকে ঘরে আনিয়া বাড়ীর যেন শ্রী ফিরিয়া গেল;—কষ্টের সংসারের ছোটবড় অভাব-অভিযোগ ও অশান্তি, অল্পদিনেই অন্তর্হিত হইল। সেই অবজ্ঞাত চালাঘর কয়খানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অনেকেরি লোভনীয় হইয়া উঠিল। বধূর কোন দোষ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কেহ কেহ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"বয়স ভাঁড়িয়ে বে দিয়েছে!" কেহ বলিলেন—"বেম্ম-টেম্মর ঘরের মেয়ে হবে—তা-নাতো ও-বাড়ীর কা'কেও আর ময়লা কাপড় প'রতে দেখ্‌তে পাস্ কি!" ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সঙ্গে নিত্য তুলসীমঞ্চ মার্জ্জন, তথায় দীপদানান্তে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম, প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় ব্যবহারগুলা অন্তরায়-রূপে উপস্থিত থাকায়, অত-বড় পাকা অনুমানটা ভাল করিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই।

তাহার পর যে দশটা বৎসর আসিল, তাহারা নবীনকে দুইটি পুত্র দিয়া, মনোহর পালের দোকানের দুই আনা অংশীদার করিয়া গেল। ঐ সঙ্গে তিনখানি পাকা কোঠার ও বৈঠকখানার

পত্তনও দেওয়াইল, এবং নবীনের পিতাকে পৌত্রমুখ দে
স্বর্গের অধিকারী করিয়া লইয়া গেল।

পিতা যে কেন বড়,—শাস্ত্রে, সমাজে কি সংসারে ত
প্রমাণ খুঁজিতে হয় না। তাঁহাদের কৃত পুত্রাদির নামকর
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরর্থক বা অসার্থক হইত না। এখন
সন্তানের নামকরণটা বাপকে করিতে হয় না—উপন্যাস
অভিধানই সে কাজটা করিয়া দেয়; তাই আমরা পথে
"অমল-ধবল," "কষিত-কাঞ্চন" প্রভৃতি দেখিয়া দেখিয়া, কথা
প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যাইতেছি। নবীনের বাপ কিন্তু
নাতীদের নামকরণ করিয়া গিয়াছিলেন—গণেশ ও কা
তাহারাও রূপে-গুণে, আকৃতিতে-প্রকৃতিতে, পিতামহ-দত্ত
মর্য্যাদা বড় একটা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই।

গণেশ প্রবাদানুরূপ বিদ্যার দিকে না বাড়িলেও, বুদ্ধি
সত্বর অতিরিক্ত বাড়াইয়া সে-অভাব পূরণ করিয়া লইয়া
ধীর ও অল্পভাষী ত ছিলই, তা-ছাড়া তাহার প্রকৃত মনে
বুঝিতে পারিয়াছে—এতটা বুদ্ধির স্পর্দ্ধা কেহ কখনো ক
পারে নাই;—অপর পক্ষে, চুলের পারিপাট্য, পোষাক-প
ও গীতবাদ্যে, পার্শ্বস্থ পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে কার্ত্তিক
অদ্বিতীয়। সে "রেণাল্ডের্" নভেলের ভাবটা বুঝিবার
ইংরাজি শিখিয়াই, বিদ্যাচর্চ্চার আর আবশ্যক দেখে
কেহ কেহ বলেন—বঙ্গদেশে কার্ত্তিকচন্দ্রই ছিলেন
চশমার প্রথম প্রচলনকর্ত্তা।

বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেছে। কবে আমার হাজার টাকা দেবে দাদা?”

নগে। আচ্ছা, শীগ্‌গিরই আমি তার উপায় কর্‌ছি। খুব সাবধান—খুড়ো মহাশয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে বিষয় ভাগ ক তোরই বেশী জেদ, তোকে এই কথা বল্‌তে হবে। তখন পেছু-পাঁও হওনা ভাই।

খগে। তাতে কোন দোষ নেই দাদা?

নগে। যথার্থ নেহ্য বিষয় ভাগ করে নেবো—এতে দোষ কি?

খগে। তবে সেই চেষ্টা একটু শীগ্‌গির কর দাদা। গিয়ে ব্যবসা কর্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছে—এতো হয়েছে যে, একদিন দেরিও আমার যেন সহ্য হচ্ছে না। ক পরে, তা হলে, আমি বর্ম্মায় যেতে পার্‌বো দাদা?

নগে। আচ্ছা, এক মাসের মধ্যেই তোকে বর্ম্মায় দেবো।

দাদার এই কথায় খগেন তাহার সেই প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিল,—“এক মাস!”

“আচ্ছা, তারও পূর্ব্বে যাতে হয়, আমি তার চেষ্টা এখন তুই ঠিক থাকিস্‌। কারু কথাতে একবারে গলে ভাই। তোর যে ঐ একটা বড় দোষ। মা ত ছেলে মরে গেছেন, তার পর বাবাও মরে গেলেন, এখন আমার তোর আপনার লোক আর কে আছে?”

বিস্মিতনেত্রে খগেন দাদার মুখের প্রতি চাহিয়া ক “কেন খুড়ো আর খুড়ী-মা।”

বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেছে। কবে আমার দশ হাজার টাকা দেবে দাদা?”

নগে। আচ্ছা, শীগ্‌গিরই আমি তার উপায় কর্‌ছি। কিন্তু খুব সাবধান—খুড়ো মহাশয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে বিষয় ভাগ করা যে তোরই বেশী জেদ, তোকে এই কথা বল্‌তে হবে। তখন যেন পেছু-পাঁও হওনা ভাই।

খগে। তাতে কোন দোষ নেই দাদা?

নগে। যথার্থ নেহ্য বিষয় ভাগ করে নেবো—এতে আর দোষ কি?

খগে। তবে সেই চেষ্টা একটু শীগ্‌গির কর দাদা। বর্ম্মায় গিয়ে ব্যবসা কর্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছে—এতো ইচ্ছে হয়েছে যে, একদিন দেরিও আমার যেন সহ্য হচ্ছে না। কতদিন পরে, তা হলে, আমি বর্ম্মায় যেতে পার্‌বো দাদা?

নগে। আচ্ছা, এক মাসের মধ্যেই তোকে বর্ম্মায় পাঠিয়ে দেবো।

দাদার এই কথায় খগেন তাহার সেই প্রফুল্ল মুখ একটু বিষণ্ণ করিয়া কহিল,—“এক মাস!”

“আচ্ছা, তারও পূর্ব্বে যাতে হয়, আমি তার চেষ্টা কর্‌ছি এখন তুই ঠিক থাকিস্। কারু কথাতে একবারে গলে যেওনা ভাই। তোর যে ঐ একটা বড় দোষ। মা ত ছেলে বেলায় মরে গেছেন, তার পর বাবাও মরে গেলেন, এখন আমার চে তোর আপনার লোক আর কে আছে?”

বিস্মিতনেত্রে খগেন দাদার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—“কেন খুড়ো আর খুড়ী-মা।”

নগেন্দ্র তখন একটু বিরক্তভাবে কহিলেন,—“ও আপনার লোক বটে, কিন্তু খুড়ো-খুড়ী বইত আর আমাদের বাপ নন ? আর তাঁরাও ত নিঃসন্তান নন, তাঁদেরও ছেলে রয়েছে। আমি হলুম তোর মায়ের পেটের ভাই—সেই আমিই তোর সকলের চেয়ে আপনার।”

খগেন কিন্তু দাদার এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে ' না। তা বুঝিবে কি করিয়া ? খগেন যে একবারে গণ্ড মূর্খ, নগেন্দ্রনাথ যে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, উপাধি নব্য উকিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপড়পুর গ্রামের শ্যামকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন একজন সম্ভ্রান্ত লোক। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমীদারী, বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য রকমে বাৎসরিক আয় প্রায় একলক্ষ টাকা। গ্রামের মধ্যস্থলে ১৪।১৫ বিঘা জমী জুড়িয়া তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী। পূর্ব্বে সে ভিটায় কেবল অতি জীর্ণ সদর বাড়ী ও অন্দর বাড়ী ছিল, কিন্তু এখন তৎসংলগ্ন জমী খরিদ করিয়া, নূতন সদরবাড়ী, পূজার দালান, প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে। কলিকাতাতেও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক খানি সুন্দর বাসোপযোগী অট্টালিকা, এবং আরো ৭।৮ খানি বাড়ী আছে। শেষোক্ত বাড়ীগুলি ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে। সে সকল বাড়ীর মাসিক ভাড়ার আয়ও বৎসরে প্রায় চারি হাজার টাকা। গ্রামে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীর সুখ্যাতি ধরে না। গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী 'ক'নে বউ' সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তবে এখন গ্রামের প্রবীণদিগের মুখেই তাঁহার 'ক'নে বউ' নাম শুনিতে পাওয়া যায়, নচেৎ অন্যান্য সকলে গ্রামসম্পর্ক অনুযায়ী কেহ ছোট-খুড়ী

কেহ ছোট-মা, কেহ মুখুর্য্যে-খুড়ী, কেহ মুখুর্য্যে-জ্যেঠাই, কেহ মুখুর্য্যে-মামী প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি কন্যা, ও দুইটি ভাই-পো ও একটি ভাই-পো বধূ। পুত্রের নাম—দুর্গাদাস, বয়স বারো বৎসর মাত্র। কন্যার নাম—পদ্মাবতী, সবে মাত্র সাত বৎসরে পড়িয়াছে। বড় ভাই-পোর নাম—নগেন্দ্র নাথ, বয়ঃক্রম প্রায় চব্বিশ বৎসর। ছোট ভাইপোর নাম—খগেন্দ্র নাথ—বয়স একুশ বৎসর।

এখন আশ্বিন মাস—কিন্তু এ বৎসর কার্ত্তিক মাসে শারদীয়া পূজা। বেলা দেড় প্রহরের সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া, সদর বাড়ীর দালানে বসিয়া অধ্যাপক ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের 'বার্ষিকবৃত্তি' বিতরণ করিতেছেন। যাঁহাদিগের বার্ষিক বৃত্তি পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত ছিল, তাঁহারা আসিবা-মাত্র বৃত্তি, পাথেয় ও সিদা পাইতেছেন। যাঁহারা নবাগত, তাঁহারা পরীক্ষা দিলে পর, তবে বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। সে পরীক্ষা মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিরূপ কৌশলে সে পরীক্ষা তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

একজন নূতন অধ্যাপকের পদার্পণ হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয়ে জানিলেন—অধ্যাপকের নাম গদাধর ন্যায়ালঙ্কার। হুগলী জেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁহার একটি টোল আছে। টোলে ত্রিশটি ছাত্রকে তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সে পরিচয় পাইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা,

্যায়ালঙ্কার মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমার একটা সন্দেহ নিরাসন করে দিন না। ন্যায় ও বৈশেষিক—এই দুই দর্শনশাস্ত্রে পদার্থের সংখ্যা কি সমান নয়? বৈশেষিকেরা যে ভাবে পদার্থের সংখ্যা করেন, প্রাচীন ন্যায় কি সে ভাবে করেন না?"

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "না সমান নয়। বৈশেষিকেরা সপ্ত পদার্থবাদী। যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। প্রাচীন ন্যায় সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে ষোড়শ পদার্থবাদী। যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।"

উত্তর শুনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার বাৎসরিক ১০৲ টাকা বৃত্তি ও ১৲ টাকা পাথেয়, এবং সেই দিনের সিদার বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। তার পর, আবার যখন একজন নবাগত অধ্যাপক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় তাঁহাকেও নমস্কার করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তবে তিনি যে তাঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, তাহা অধ্যাপকগণও টের পাইতেন না। তাঁহার প্রশ্নের প্রনালি দেখিয়াই সে কৌশল বুঝিতে পারা যায়। এই নবাগত দ্বিতীয় অধ্যাপকের নাম—মহেশচন্দ্র শিরোমণি। কাপড়পুর হইতে আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী জয়রামপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ও টোল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পরিচয় পাইয়া, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"শিরোমণি মহাশয়, আপনার টোলের ছাত্র সংখ্যা কতগুলি?"

শিরোমণি। আজ্ঞে, পূর্ব্বে আট দশটি ছিল, কিন্তু সম্প্রতি দুটি মাত্র আছে।

মুখো। ছাত্রসংখ্যা এত কম কেন?

শিরো। আজ কাল ইংরেজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, পুত্রকে সকলেই স্কুলে দেয়—টোলে দিতে চায় না। ছাত্রেরাও টোলে থাকিয়া আহারাদির কষ্ট সহ্য করিতে ইচ্ছুক নয়। আর আমিও সাংসারিক অবস্থাবৈগুণ্যে টোলে অধিক সংখ্যক ছাত্র রাখিতে অক্ষম।

মুখো। আপনি ছাত্রগণকে কি শিক্ষা দেন?

শিরো। স্মৃতির অধ্যাপনা করি।

মুখো। আচ্ছা, শিরোমণি মহাশয়, আপনারা ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লোক। আমরা ত গণ্ডমূর্খ, একবারেই শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য। আমার একটি সংশয় আপনাকে ভঞ্জন করতে হবে। কোন লোক শ্যালককে দত্তক গ্রহণ করেছেন, তাঁহার সে কার্য্য শাস্ত্রসম্মত হয়েছে কি না?

শিরো। শাস্ত্রসম্মতই হইয়াছে।

মুখো। কেন শাস্ত্রসম্মত হইল—আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন কি? পূর্ব্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি—আমি মুখ্যু।

শিরো। আজ্ঞে, আজ্ঞে—বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, তবে স্মৃতির সেই ব্যবস্থাটা এখন আমার স্মরণ হইতেছে না।

মুখো। দেখুন—আমি আপনাদিগের মত আরো কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে এ কথা প্রশ্ন করেছিনুম। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, পুত্রের ছায়াবহ হলেই, দত্তকগ্রহণে কোন আপত্তি থাকে না। অর্থাৎ শ্যালকের মাতা শাশুড়ী না হলে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে কোন বাধা নাই—পিণ্ডেও বাধে না। সে কারণ, শ্যালককে পুত্রের ছায়াবহ বলা যাইতে পারে। তাহাকে

গ্রহণও করা যায়। আচ্ছা, শিরোমণি মহাশয়, তাঁদের এ
্যা কি শাস্ত্রসম্মত কথা?

শিরো। আজ্ঞে, হাঁ—এ ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত বটে। মহা-
র সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। কিন্তু আমি অনেক
াপকের মুখে শুনিয়াছি যে, আপনিও একজন সর্ব্ব-
ুজ্ঞ মহাপণ্ডিত। আপনি নিজেই—

শিরোমণি মহাশয় আরো কি কথা বলিতে যাইতে ছিলেন,
ন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপকদিগের এরূপ চাটুকারিতা
াল বাসিতেন না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ শিরোমণি মহাশয়ের
থায় বাধা দিয়া, তাঁহার বাৎসরিক বৃত্তি ৫৲ টাকা, পাথেয় ২৲
াকা ও সেই দিনের সিদার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ
ূবে তিনি বৃত্তি ও পাথেয়ের তারতম্য করিতেন বটে, কিন্তু
সিদার ব্যবস্থা সকলকেই সমান করিতেন। তিনি আরো
কয়েকজন অধ্যাপককে বিদায় করিয়া গাত্রোত্থান করিবার
উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অপর একজন নবাগত ব্রাহ্মণ
বিদায়ার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে
ব্রাহ্মণকেও নমস্কার করিয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ পরিচয়ে কহিলেন,—"আমার নাম নটবর ভট্টাচার্য্য।
আমি রূপপুরের তর্কভূষণ মহাশয়ের টোলের একজন প্রধান
ছাত্র। মহাশয়ের নাম শ্রুত আছি, আপনি একজন অসাধারণ
দাতা, অনেককেই বার্ষিক দিয়া থাকেন। সেই জন্যে আপনার
কাছে বার্ষিক প্রার্থী হয়ে এসেছি।"

এই 'প্রধান ছাত্রের' মুখখানি একবার দেখিয়াই, মুখো-
পাধ্যায়ের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। তিনি রূপ-

পুরের তর্কভূষণ মহাশয়কে চিনিতেন, তাঁহার প্রধান ছাত্রটি কেমন জানিবার জন্য তাঁহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। তিনি কহিলেন,—"আচ্ছা ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি তর্কভূষণ মহাশয়ের টোলে কি অধ্যয়ন করেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন দুই তিনবার—'আজ্ঞে—আজ্ঞে' করিয়া কহিলেন,—"আমি এখন ব্যাকরণ পড়ছি।"

মুখো। তবে সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি এখন কিছুই আপনার পড়া হয় নাই। কিছু মনে করবেন না—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রধান ছাত্র বলে কি করে পরিচয় দিচ্ছেন?

ভট্টা। আজ্ঞে, তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করেন।

মুখো। তবে তিনি আপনাকে বিশেষ স্নেহ করেন বলেই, আপনি তাঁর প্রধান ছাত্র বলে পরিচয় দিয়া থাকেন। আচ্ছা, তর্কভূষণ মহাশয়ের টোলে আপনি কি ব্যাকরণ শিক্ষা করেন?

ভট্টা। আজ্ঞে, তিনি সব ভাল ভাল ব্যাকরণই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

মুখো। সে ভাল ভাল ব্যাকরণের নাম আপনি কি জানেন না?

ভট্টা। আজ্ঞে জানি বই কি। তবে স্মরণ শক্তিটা বড় কম, সে ব্যাকরণ গুলোর নাম ছাই মনে আস্‌ছে না।

মুখো। আর গুলোর কাজ নাই। মুগ্ধবোধ, কলাপ, আর পাণিনি—এই তিন খানির মধ্যে কোন খানি পাঠ করা হয়েছে কি?

ভট্টা। আজ্ঞে, এখন আমার স্মরণ হয়েছে। মুগ্ধবোধ পাঠ করা হয়েছে। না, না, সে [illegible] বুঝি পাণিনি। হাঁ, এই মুগ্ধবোধই হ'ক, আর পাণিনিই হ'ক—মশাই, দু'খানার মধ্যে একখানা হবে।

মুখো। ঠাকুর, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে, মিথ্যে কথা কয়ে প্রবঞ্চনা কর্‌তে এসেছেন ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন একেবারে অধোবদন হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কি বল্‌বো আপনি ব্রাহ্মণ, তা নইলে এখনই আপ্‌নাকে [illegible] দিতুম। এখন যখন ধরা পড়েছেন, তখন আপ্‌নার যথার্থ পরিচয় না পেলে, আপ্‌নাকে কখনই ছেড়ে দেবো না। এবার একটু মিথ্যে কথা বল্‌লেই, কিন্তু আপ্‌নি আবার ধরা পড়ে যাবেন।"

ব্রাহ্মণ সেইরূপ অধোবদনে কহিলেন,—"আমার যথার্থ নাম নটবর চট্টোপাধ্যায়। আম্‌রা পাটুলের চাটুর্য্যে, কুলের সন্তান। আমি এখনও স্বভাবেই আছি। রূপপুর গ্রামেই আমার নিবাস বটে, তবে কখন তর্কভূষণ মহাশয়ের টোলে পড়ি নাই। লেখাপড়ার মধ্যে ঐ গ্রামের নিধিরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়াশুনা করি। পাঠশালার পরে, জগৎবল্লভপুরের বাঙ্গালা স্কুলেও কিছু দিন পড়ে ছিলুম। সেখানে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের 'প্রথম ভাগ' ও 'দ্বিতীয় ভাগ' শেষ করি। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই আমার মাথা খেয়ে গিয়েছেন। তাঁর সেই 'দ্বিতীয় ভাগই' শেষে আমার লেখাপড়ার কাল হয়ে দাঁড়াল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রকম ?"

বটেশ্বর। আজ্ঞে দ্বিতীয় ভাগখানা কিছু দিন পড়েই জানতে পারলুম—যে যাদব নামে একটি বালক বিদ্যালয়ে যাই বলিয়া যাইত না, পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত। বিদ্যালয়ের সকল ছেলে যখন বাড়ী যাইত, সেও সেই সময় বাড়ী যাইত। এই পর্য্যন্ত পড়েই, আমারও বিদ্যে হয়ে গেল, আমিও যাদবের মত পথে পথে খেলিয়ে বেড়ানর পথ অবলম্বন করলুম। একদিন স্কুলে না গিয়ে বই হাতে করে, কত্তালীর জাৎ দেখতে যাই, সেই জাতে বাবার সঙ্গে দেখা হয়। এই অপরাধে বাবা খুব প্রহার দিলেন—আমিও সেইদিন থেকে রাগে একেবারে লেখাপড়া ছেড়ে দিলুম। তার পর, বড় হলে বাবা মারা গেলেন, তখন আমার পয়সার দরকার হলো, কাজেই চাকরীর চেষ্টা করি। অন্য চাকরী আর কি হবে? শেষে রাঁধুনী বামুনের কাজ পাই। তর্কভূষণ মশাইয়ের বাড়ীতেও রাঁধুনী বামুনের কাজ এক বৎসর করেছি। আজ কাপড়পুরের বাজারে এসে, একজন দোকানদারের মুখে শুনলুম যে, কোন অধ্যাপক বা টোলের ছাত্র হলেই, এই পূজার সময় আপনি বার্ষিক দেন, আমার হাতে একটিও পয়সা নাই, এমন কি দেশে যাবার খরচ পর্য্যন্ত নাই। তাই মশাই, টোলের ছাত্র সেজে আপনার কাছে বিদায় আদায় করতে এসেছি। আমি সব কথা সত্যই বল্লম. এখন আপনার বিচারে যা হয় করুন।

বুধো। আচ্ছা, আপনার নেশাটেশা করা অভ্যাস আছে কি?

বটেশ্বর। আজ্ঞে; নেশার মধ্যে বড় তামাক টামাক পেলেই খেয়ে থাকি।

মুখো। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে কি—আমার কথা বুঝ-
লে ?

নটবর অমনি কর্ণে আঙুলি দিয়া কহিল,—"সে কি মশাই ! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে মদ খাবো ?"

মুখো। সন্ধ্যাহ্নিক করাটা অভ্যাস আছে কি ?

নটবর। আজ্ঞে, ছেলে বেলায় সে অভ্যাসটা ছিল, এখন ন্তু সন্ধে-আহ্নিক প্রায় ভুলেই গেছি। তবে গায়ত্রী জপ রাটা অভ্যাস আছে বটে।

মুখো। চুরি করাটা অভ্যাস হয়েছে কি ?

নটবর। রাধামাধব ! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে, চুরি করবো ক মশাই ? নটবর চাটুর্য্যেকে কোন বেটা চোর বল্‌তে ারবে না।

মুখো। আচ্ছা চাটুর্য্যে মশাই, চাক্‌রী পেলে করবেন্ ক ?

নটবর। কি চাক্‌রী মশাই ?

মুখো। পাচক ব্রাহ্মণের চাক্‌রী।

নটবর। আজ্ঞে হাঁ, সে চাক্‌রী পেলে খুব পারি। সে াজে কোন বিষ্ণুপুরে বামুনও আমার সঙ্গে পারবে না।

মুখো। আচ্ছা দেখুন, তবে আমি আপ্‌নাদের গ্রামের র্কভূষণ মহাশয়কে পত্র লিখি—তিনি ত আপ্‌নাকে বেশ ানেন। আপ্‌নি যে সকল পরিচয় দিলেন, সে সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার বাড়ীতেই আপ্‌নার সেই চাক্‌রী হবে। মিথ্যে হলে কিন্তু আমি আপনাকে চাকরী দিতে পারবো না।

নটবর। স্বচ্ছন্দে লিখ্‌তে পারেন। তবে আমার আসল নাম লিখ্‌বেন।

মুখো। আপনার আসল নামটা ত নটবর চট্টোপাধ্যায় ?

নটবর। আজ্ঞে, চট্টোপাধ্যায় নয়—চট্টরাজ। আম্‌রা চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু সকলেই আমায় চট্টরাজ বলেই ডাকে। এমন কি চট্টরাজ বল্লে—কেবল আমাকেই বোঝায়।

"তবে আজ থেকে আমারাও আপ্‌নাকে চট্টরাজ বলেই ডাক্‌বো।"—এই কথা বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া নটবরের আহারাদি ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। চট্টরাজ সেই দিন হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈকালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় সেই দালানে বসিয়া আছেন। সপ্তম বৎসরের কন্যা পদ্মাবতী, অতি সুমধুর ও সুললিতকণ্ঠে কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে সাবিত্রী উপাখ্যানের নিম্নলিখিত ংশ, তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া পাঠ করিতেছিল :—

"এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি সেই কথা॥
বিশেষ করিল ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইল এ চারি বর তাহার কারণে॥
দ্বিতীয় সুকর্ম্ম তব কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা মৈলে প্রাণ পায়॥
লও এই তব পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥"

এমন সময় দেওয়ান নফরচন্দ্র ঘোষ তথায় আসিয়া উপস্থি হইলেন। পদ্মাবতীর মহাভারত পাঠ অমনি বন্ধ হইয়া গেল খোপাধ্যায় মহাশয় দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কো শ্যা আছে কি?"

ঘোষজ উত্তর করিল—"আজ্ঞে, বিশেষ কথাই আছে, আর সে বিষয়টাও বড় গুরুতর।"

মুখো। কোন্ বিষয় আমায় খুলে বল।

"গোপনে বল্‌তে হবে।"—এই কথা কয়েকটি বলিয়া নফরচন্দ্র পদ্মাবতীকে কহিল,—"যাও ত দিদি, এখন বাড়ীর ভিতর গিয়ে খেলা করগে যাও।"

পদ্মাবতী তখন ধীরে ধীরে মহাভারত খানি বন্ধ করিল, এবং সেই পুস্তকখানিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। তার পর ঘোষজ আরম্ভ করিল,—"বাবা, বড়বাবু আর মেজবাবুতে একটা পরামর্শ হয়ে গেছে যে, তাঁরা বিষয় ভাগ করে নেবেন।"

মুখো। কে তোমায় এ কথা বল্‌লে?

নফর। আমি গোপনে দাঁড়িয়ে তাঁদের কতক পরামর্শ স্বকর্ণে শুনেছি।

মুখো। কি শুনেছ?

নফর। বড়বাবুরই বিষয় ভাগ করে নেবার মত। তিনিই মেজবাবুকে জেদ্ করে ধরেন। মেজবাবু তাতে বল্‌লেন—খুড়া মহাশয়ের মত হলে তাঁর অমত নাই। এই বিষয় ভাগ হলে, তিনি নাকি ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা নিয়ে কি একটা ব্যবসা কর্‌বেন।

মুখো। কে—খগেন্দ্র ব্যবসা কর্‌বে? তার ব্যবসা-বুদ্ধি কি আছে?

এমন সময় নগেন্দ্র নাথ দুর্গাদাসকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং তাঁহাদের সে কথাবার্ত্তা

হইয়া গেল। দুর্গাদাস আসিয়াই কহিল,—"বাবা, 'ভট্টি-
া' শেষ হয়েছে, পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন—এইবার 'কুমার-
ব' পড়াবেন। বড় দাদার কাছে যে কুমারসম্ভব খানা আছে,
ই খানা আমায় দিতে বলুন না।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা বাবা, আগে
া আমার কাছে 'ভট্টিকাব্যের' পরীক্ষা দাও, তার পর
ারসম্ভব' পড়্বে।"

এই সময় নগেন্দ্র নাথ কহিলেন,—"খুড়া মহাশয়, দুর্গাদাসকে
বার ইংরেজী পড়ান, কেন বৃথা সময় নষ্ট কর্‌ছেন?"

মুখো। কেন বাবা—কি অন্যায় কাজটা কর্‌ছি? তোমার
রজী সাহিত্য পড়লেই কি বিদ্যে হয়, আর সংস্কৃত সাহিত্য
লে বিদ্যে হয় না?

নগেন্দ্র। সংস্কৃত শেখায় এখন কি লাভ বলুন? আজ কাল
রজী না শিখ্‌লে উন্নতির আশা কি আছে দেখুন।

মুখো। ইংরেজী সাহিত্যের আমি বিরোধী নই। তবে
জদের সাহিত্য কিছু না পড়ে, অপরের সাহিত্য শেখার
মি ঘোরতর বিরোধী বটে। তার পর, লাভালাভের কথা
লছ বাবা, সে বিষয়েও আমার মত ভিন্নরূপ। আমার
াস—শিক্ষার সঙ্গে অর্থের কোন সম্বন্ধই নাই। শিক্ষার
া উদ্দেশ্য যে অর্থোপার্জ্জন—এ কথা আমি একেবারেই
কার করি না।

নগেন্দ্র। কেবল কি অর্থোপার্জ্জন? সম্মানের কথাটা ও
বার ভেবে দেখ্‌বেন না? ইংরেজী না শিখ্‌লে অর্থোপার্জ্জন
য়ই না, সম্মানও হয় না। আর এখন আমাদের যা কিছু

উন্নতি হয়েছে, সে কেবল ইংরেজী শিক্ষার ফল—এটা নিশ্চয় জানবে।

মুখো। আমি বাবা, সবই উল্টা বুঝি। আমার বিশ্বাস ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের কোন উন্নতিই হয় নাই, বরং বিশেষ অবনতি হয়েছে। সেটা অবশ্য ইংরেজী ভাষার দোষে নয়, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির দোষে।

নগে। আপনার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আমার তর্ক করা ভাল দেখায় না। থাক্ সে কথা—এখন আপনার সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে।

এই কথা বলিয়াই নগেন্দ্র নাথ নফরচন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"নফরদাদা, তুমি দুর্গাকে নিয়ে একবার অন্যত্র যাও, খুড়ামহাশয়ের সঙ্গে আমার কোন গোপনীয় কথা আছে।"

দেওয়ানজী তখন দুর্গাদাসকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নগেন্দ্রনাথ এইবার আরম্ভ করিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আমি অনেক চেষ্টা করে—অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কিছুতেই ঐ ভাইটেকে স্থির করতে পারলুম না। তার একান্ত ইচ্ছা—আমাদের বিষয় সম্পত্তি একত্রে না রেখে, ভাগ করে—"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"এটা কি কেবল তারই—না তোমারও ইচ্ছা?"

নগে। কি করি বলুন—সে যখন কিছুতেই বুঝছে না, তখন আমি আর কি করবো?

মুখো। সেটা ত মূর্খ, তার কথা আমি ধরি না, এখন তোমার কি ইচ্ছা আমায় স্পষ্ট করে বল বাবা।

নগে। আজ্ঞে, কাজেই আমারও সেই ইচ্ছা।

মুখো। ভাগটা কি রকম হবে?

নগে। আমাদের দুই জনার অর্দ্ধেক, আর আপনার অর্দ্ধেক।

মুখো। অর্দ্ধেক তাত জানি। কিন্তু ভাগটা কি রকম হবে? চুল চিরে হবে—না অম্‌নি মোটামুটি হবে?

নগে। আপ্‌নি যেরূপ অনুমতি কর্‌বেন।

মুখো। আমার অনুমতির কথা ছেড়ে দাও; এখন তোমার মনের ভাব কি আমায় খুলে বল। তুমিত জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান হয়েছ বাবা, কিরূপ ভাগ হলে তুমি সন্তুষ্ট হও, আমায় বল।

নগে। নগদ টাকা আর কোম্পানির কাগজ যা কিছু আছে, তা সহজেই অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভাগ হতে পারে।

মুখো। তার পর?

নগে। কাপড়পুরের এই ভদ্রাসন বাড়ী আপ্‌নি নিন্, আর কলিকাতার বাসা-বাড়ীখানা আমাদের দিন্।

মুখো। তার পর?

নগে। কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাড়ী কয়খানা আমাদের, আর সমস্ত জমীদারী আপ্‌নার।

হঠাৎ এরূপ প্রস্তাবে খুড়া মহাশয়ও চিন্তিত হইলেন। অনেকক্ষণ তিনি নীরবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তার পর কহিলেন,—"তোমার মনোগত ইচ্ছা আমি সমস্ত বুঝেছি। তবে এরূপ গুরুতর বিষয়ের উত্তর আমি হঠাৎ তোমায় এখনই দিতে পার্‌বো না। আমায় দুই এক দিন সময় দাও,

কিছু সময় না পেলে, আমি এ বিষয়ের কোন মীমাংসা করতে পারবো না। তবে একটা কথা তোমায় বলে রাখি—বিষয় ভাগ হবার পূর্ব্বে এই সকল ক্রিয়াকর্ম্ম, দেবসেবা প্রভৃতি বজায় রাখার ব্যবস্থাটা করলে ভাল হয়।

নগে। আপনি যে ভাবে এখন ঐ সকল ব্যয় করছেন, সে ভাবে বজায় রাখা অসম্ভব। আপনার বিষয়ের অর্দ্ধেক আয় ত ঐ সকল কাজে ব্যয় হয়।

মুখো। এই দেখ বাবা, এখন তোমরা দুই ভাই যদি সেই অর্দ্ধেক আয় বার করে নাও, তবে আমি এ ব্যয় কি করে কুলানি করি? আর সে ব্যয়টাকে তুমি কি অপব্যয় মনে কর?

নগেন্দ্র এবার মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন। তার পর কহিলেন,—"অবশ্য দুঃখীকাঙ্গালীকে দান করা অপব্যয় নয়, কিন্তু তারও একটা সীমা থাকা উচিত। কিন্তু আপনার দান ত কেবল দুঃখীকাঙ্গালীকে নয়, আপনি যত অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দান করে, বৃথা অপব্যয় করছেন। অবশ্য আমাদের বিষয় ভাগ হয়ে গেলে, আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কিন্তু বিষয়সম্পত্তি যখন আপনার একলার নয়, তখন আপনি এরূপ অন্যায় ব্যয় করলে—

মুখো। আচ্ছা, সবই বুঝেছি। এখন আর এ কথার আলোচনার কাজ নেই। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই তোমার এ প্রস্তাবের উত্তর দিব।

খুড়া মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

——:০:——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় নটবরকে ডাকাইলেন। নটবর ভয়ে ভয়ে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ভয়—পাছে এই নূতন চাকুরীর কোন ব্যাঘাত হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে বসিতে বলিলেন।

নটবর তখন একটু দূরে অন্য আসনে গিয়া বসিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"আপনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন স্বচ্ছন্দে আমার আসনেই বস্তে পারেন।"

নটবর বিনীতভাবে কহিল,—"আজ্ঞে, আমি ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু আপনি প্রভু, আর আমি দাস।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—"তা হ'লে [illegible] আপনাকে আমার আসনেই বস্তে হবে। অন্য জাতি হ'লে আমি কখনই এখানে বস্তে দিতাম না। আপনি ব্রাহ্মণ ঠিক ত?"

নট। আজ্ঞে, যাবৎ চন্দ্র দিবাকর।

মুখো। আচ্ছা, তবে আমার আসনেই আপনাকে বস্তে হবে।

"প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্যে অবশ্য বস্‌বো।"—এই কথা বলিয়া চট্টরাজ প্রভুর আসনের এক প্রান্তে আসিয়া উপবেশন করিল। তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চট্টরাজ, আপনার বিবাহ হয়েছে?"

নটবর সে প্রশ্নের কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিল। কিছুক্ষণ পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় দীপালোকে দেখিলেন যে চট্টরাজের মুখ আরক্তবর্ণ হইয়াছে! লজ্জাই এই বর্ণ পরিবর্ত্তনের কারণ অনুমান করিয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন,—"লজ্জা কি? আপ্‌নার বিবাহ হয়েছে কি না বলুন না।"

নটবর চট্টরাজ এইবার যেন বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল,—"না মহাশয়, আমার আর এখানে চাকুরী করা হলো না। আপ্‌নি যে আমায় চিনেছেন, সে কথা আমি জানতুম না, তাই চাকুরী কর্‌তে স্বীকার হয়ে ছিলুম্।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"আপ্‌নার কথা ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, চট্টরাজ মহাশয়।"

চট্ট। যে কথা বলেছেন, তাতে বুঝ্‌বার আর কি বাকি রেখেছেন মহাশয়?

মুখো। বাস্তবিক আমি সরলভাবেই আপ্‌নাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি—আমার কোন কু-মৎলব নাই।

চট্ট। কু-মৎলব আর কি থাক্‌বে—কেবল খেপাবার মৎলব আছে। কেন এ ব্রাহ্মণের ছেলেটাকে পাগল কর্‌বেন? আমি জুয়াচুরি কর্‌তে আপনার কাছে এসেছিলুম—আমায় পুলিশে দিতে পারেন, না হয়, নিজেও অন্য কোন শাস্তি দিতে

পারেন—কিন্তু ও কথা বলে, আমায় পাগল করবেন না মশাই।

মুখো। না চট্টরাজ, আপনি ভুল বুঝেছেন,—আপনাকে খেপাবার মৎলবে আমি এ কথা উত্থাপন করি নাই, কেবল আপনার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করবো বলে এ কথাটি পেড়েছি।

চট্ট। তবে সেটা আমার অদৃষ্টক্রমেই ঘটেছে। ত নইলে আলাপ-পরিচয় করবার কি আর কোন কথা ছিল না মশাই?

মুখো। ব্যাপারটা কি—আমায় খুলেই বলুন না। আপনার বিয়ে তবে হয় নাই?

চট্ট। আজ্ঞে, একবার হয়েছিল, সেটা শেষে জাল-বিয়ে হয়ে গেল।

মুখো। জাল-বিয়ে কি রকম?

চট্ট। সত্যের বিয়ের মতন সবই হলো—শেষে দেখি-সবই সত্য, কেবল মেয়েটি জাল, একটা ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বিয়ে হয়েছে! তার পর সেই কথা শুনে আমার এক মাসী-আমার জন্যে একটা সম্বন্ধ স্থির করেন। সব কথাবার্তা মিটিয়ে দিনস্থির পর্য্যন্ত হলো, এমনি অদৃষ্ট যে গায়ে হলুদের আগের দিনে সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল।

মুখো। কেন ভেঙ্গে গেল?

চট্ট। ভেঙ্গে যাবে না কেন মশাই? এখন কি আর কুলীনের সে মান আছে? এখন বিদ্যা আর টাকা থাকলে কুলীন, আবার আমার মতন স্বভাব কুল ঠাকুরের সন্তান হলে

বংশজের অধম। আমার যে বিদ্যেও নাই—টাকাও নাই; সুতরাং আমার বিয়ে ভেঙ্গে যাবে না ত, কার বিয়ে ভেঙ্গে যাবে বলুন।

মুখো। দেখুন চট্টরাজ মহাশয়, যদি আপনি আমার এখানে ঠিক্ থাক্‌তে পারেন, তা হ'লে আমি একবার আপনার বিয়ে দেবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।

নট। আপ্‌নি ও কথা বল্‌লে কেমন করে ঠিক হয়ে থাকি বলুন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ কথায় একটু বিস্মিতভাবে একবার নটবরের মুখের দিকে চাহিলেন। তার পর মনে মনে কি চিন্তা করিয়া কহিলেন—"কেন?"

চট্টরাজ এইবার অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল—আজ্ঞে, ঐ লোক দেখিয়েইত সীতাপুরের হরিহর ঘোষ আমার তের মাসের মাইনে ফাঁকি দিয়েছে মশাই। আর কেবল কি মাইনে ফাঁকি দিয়েছে—আমায় একবার নাকে দড়ি দিয়ে রাঁধুনী বামুন, খান্‌সামা, এমন কি চাকরের কায পর্য্যন্ত করিয়ে নিয়েছে। বাবুর ছেলেগুলো আমায় দিয়ে পা পর্য্যন্ত টিপিয়ে নিয়েছে মশাই।"

সে কথায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবারে শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"সে কি! তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের পা টিপেছ!"

নট। সাধে কি টিপিছি মশাই? তারা আমার বিয়ের কথা আরম্ভ করে দিয়ে, একবারে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এ দিকে কর্ত্তা আমার বিয়ের জন্যে মাইনের টাকা জমিয়ে রাখ্‌ছেন, একটা পয়সা চাইলেই বল্‌তেন—'তবে তোমার বিয়ের

াগ্রী আর আমি নই।' আত্মীয় বন্ধুর কাছেও বল্‌তেন—'এ ব্রাহ্মণের ছেলের একটি বিয়ে দিতে পার্‌লে বাঁচি।' আর ছেলে বাবুরা আমার বিয়েতে কিরূপ ঘটা হবে—কত লোক বরযাত্রী যাবে—বউভাতে বেশী ঘটা হবে, কি গায়ে হলুদে বেশী ঘটা হবে—এই রকম গল্প করে মশাই, আমার খান্‌সামার কাজ, আবার গা-টেপা, পা-টেপা, তেল-মাখান কাজগুলো পর্য্যন্ত করিয়ে নিতো। আর মা-ঠাক্‌রুণদেরও গুণে, ঘাট নাই, আমায় বল্‌তেন—'ঠাকুর, তুমি বাট্‌না-বাটা কুট্‌নো-কোটার কাজ না জান্‌লে, বউ এসে তোমায় যত্ন কর্‌বে না।' কাজেই সে কাজ-গুলো প্রায়ই আমি কর্‌তুম। শেষে আমার বাসী-মা যখন বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক কর্‌লেন, আমি মাইনের টাকার জন্তে পীড়া-পীড়ি করে ধর্‌লুম, তখন আর কি আমায় একবারে কথার দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। আমার সেই ভয় আছে মশাই। যেখানে চাক্‌রী কর্‌বো, সেখানে বিয়ের লোভ দেখালেই—আমার সেই হরিহর ঘোষের কথা মনে পড়ে। শাস্ত্রে আছে—'বিয়ে কড়ু নেই কড়ি।' টাকা হলে কি আমার বিয়ে হয় না? টাকা হলে আমারও বিয়ে হয়। তবে এর উপর যদি বিদ্যে থাক্‌তো, তবে সোণায় সোহাগা হতো।

নটবরের শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহাস্যে কহিলেন—"আচ্ছা, কত টাকা হলে আপনার বিয়ে হয় ঠাকুর?"

নট। আমাকে ত আর কিনে বিয়ে কর্‌তে হবে না? কিছু গহনা আর বরখরচের যোগাড় হলেই বিয়ে হয়।

মুখো। সে কত টাকা?

নটবর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—"আজ্ঞে, বড় জোর দু-শো টাকা। এই দেড়-শো টাকার গহনা আর পঞ্চাশ টাকা খর-খরচ।"

বুখো। এই দু-শো টাকা হলে যদি আপনার বিয়ে হয়, তা বরং আমি দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মেয়ের বাপ যদি বিদ্যে চায়, তা ত আর আমি দিতে পার্‌বো না?

নট। আজ্ঞে, বিদ্যে যে আমার একবারেই নেই, তাত নয়। রামনিধি গুরু মশায়ের পাঠশালায় কলাপাত পর্য্যন্ত লিখেছি, তার পর অমরতপুরের স্কুলেও দু-একখানা বই পড়েছি। নামটাও লিখ্‌তে পারি—কত আকাট মুখ্যুরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আর আমার একটা বিশেষ বিদ্যে আছে—সেটা কালই আপনি পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পারেন।

বুখো। সে বিশেষ বিদ্যেটা কি চট্টরাজ?

নট। কেন—আমি রাঁধ্‌তে খুব ভাল পারি। গানবাজনা যদি বিদ্যে হয়, তবে রান্নাটাও একটা বিদ্যের শামিল হতে পারে না কি মশাই? কালই আপনি সে পরীক্ষা করে দেখুন।

বুখো। তোমার সে পরীক্ষা নেবার আমার অধিকার নাই চট্টরাজ।

নট। কেন মশাই? আপনি আহার করেন না?

বুখো। আহার করি বটে, কিন্তু যার তার হাতে খাই না। তোমার হাতে ত আমি খেতে পারি না।

নটবর একবারে বিস্মিত হইয়া কহিল—"সে কি মশাই! তবে আমার চাকরী এখানে কি করে হবে? আমার মতন কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে—"

নটবরের কথায় বাধা দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"কুলীনের কি লক্ষণ তা কি জানেন চট্টরাজ মশাই?"

নট। তা খুব জানি—বাবা ছেলে বেলায় সে সব মুখস্থ করিয়ে ছিলেন। "আচারো বিনয়ো বিত্তা—"

মুখো। থাক্ থাক্। আর বল্তে হবে না। এই প্রথমেই দেখুন—আচার। তা কুলীনের সে আচার কি আপনার আছে? আপ্‌নি ত আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে আপ্‌নি সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না, আমি ত তাঁর হাতে খাই না।

নটবর এই কথায় কিছুক্ষণ যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পর কহিল—"যদি আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌তে আরম্ভ করি?"

মুখো। তা হলে আমিও আপ্‌নার সে বিয়ের পরীক্ষা নিতে পারি।

নট। কিন্তু এখন আমি যে সব ভুলে গেছি, আমায় কে শিখিয়ে দেবে?

মুখো। আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। তবে আর এক কথা—আপ্‌নার অদৃষ্টে যদি বিয়ে থাকে, তবেই বিয়ে দিতে পার্‌বো। আপ্‌নি অদৃষ্ট মানেন ত?

নট। খুব মানি মশাই—খুব মানি। আপ্‌নার করকোষ্ঠী দেখা আসে কি? আমার অদৃষ্টে বিয়ে আছে কি না একবার দেখুন না।

এই কথা বলিয়া নটবর আপ্‌নার দক্ষিণ হস্তখানি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"আমার সে সকল বিদ্যা

মাথা নাই। তবে আমি একজন জ্যোতিষীকে দিয়ে তোমার করকোষ্ঠীটাও একবার দেখাব।"

"যে আজ্ঞা—যে আজ্ঞা"—বলিতে বলিতে নটবর চন্দ্র একবারে আহ্লাদে অধীর হইয়া পড়িল। তার পর কহিল—"আমি আপনার কাছে একবারে মাইনে চাই না। আপনার ন্যায় লোকের কথায় আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে। আপনি সে ভাবের কথা কহেন্ না বলেই আমার বিশ্বাস।"

মুখো। না—আপনার সে বিশ্বাসে কাজ নাই। আমি মাইনে আপনাকে মাসে মাসে দেবো।

চট্ট। না মশাই, মাইনের, টাকা কড়ি আমার হাতে দেবেন না। এ সংসারে অর্থই যত অনর্থের মূল।

এই সময় হঠাৎ একটা কথা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে উদয় হইয়া গেল। যেন একটা জলমগ্ন পদার্থ হঠাৎ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। যে কথা ভুলিয়া যাইবার জন্য তিনি এই ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত এই সকল বাজে কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করিতে ছিলেন, হঠাৎ সেই কথাই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। এই সময় নটবর চন্দ্র কহিলেন—"এখানে পাঁজি আছে কি? এ মাসে বিয়ের-দিন আছে কিনা একবার দেখ্‌লে হতো না?"

"আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কি কখন বিয়ে হয়?"—এই কথা বলিয়া তিনি নটবরকে বিদায় করিয়া দিলেন। নটবরের আহ্লাদ সাগরে তখন যেন অকস্মাৎ ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া কহিলেন—"চট্টরাজ ঠিক কথা বলিয়াছে—অর্থই এ সংসারে যত অনর্থের মূল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দেড় প্রহরের পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় খটাং খট্ খড়মের শব্দ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তার খড়মের সেই শব্দ পাইয়া অন্তঃপুরচারিণী মাত্রেই একবারে শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সেই খটাখট্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে মহলের হাসির ধ্বনি, বালকবালিকাগণের কান্নাকাটি ও ঝি মহলের গজ্ গজানি প্রভৃতি যেন এক যাদুমন্ত্রবলে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কর্ত্তা এখন একবারে নিরূপিত আহারের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিতে না করিতেই গৃহিণী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন এক একে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে আহারের এক বিরাট আয়োজন তাঁহার সম্মুখে সজ্জিত হইল। সে আয়োজনের মধ্যে কালিবাড়ীর মহাপ্রসাদ হইতে অন্নপূর্ণা পুষ্করিণীর রোহিত মৎস্যের মুড়াও শোভা পাইতে ছিল। উক্ত উত্তম অধিকাংশ আহারীয় দ্রব্য সকল গৃহিণীর স্বহস্তেই প্রস্তুত। কারণ, গৃহিণীর মনে কেমন একটা সুপক্ক সংস্কার যে তিনি ভিন্ন কর্ত্তার মনোমত ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে

এ পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। কোন দিন যদি কোন রূপ ঘটনাবশতঃ গৃহিণী কর্ত্তার জন্ত রন্ধন করিতে না পারিত, তবে সে দিন আদৌ কর্ত্তার আহার হয় নাই বলিয়া কেমন একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস গৃহিণীর মনে দৃঢ়মূল হইয়া যাইত। গৃহিণী অন্ত কেহ নহেন, আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিতা 'কনে বউ'।

সমস্ত আয়োজন একত্রে সাজাইয়া দিবার কারণ এই—কর্ত্তা কোন দ্রব্য জগদম্বাকে নিবেদন না করিয়া কখনই আহার করিতেন না। নিবেদন করিবার পূর্ব্বে পাত্রান্তরে দেব-দেবীর প্রসাদ থাকিলে অবশ্ত অগ্রেই তাহা গ্রহণ করিতেন। আহারের সময় মৌনী থাকা তাঁহার নিয়ম ছিল। আর আহারের ব্যবস্থা তাঁহার তিথি অনুসারে হইত। কোন তিথিতে হবিষ্যান্ন নিরামিষ। কোন তিথিতে দুগ্ধ বা ফলাহার, আর কোন তিথিতে বা মৎস্ত মাংস প্রভৃতি চব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের প্রাচুর্য্য। কোন্ তিথিতে তিনি কি আহার করিয়া থাকেন, তাহা গৃহিণীই জানিতেন, সুতরাং কর্ত্তার আহার সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম না থাকিলে, কর্ত্তার আহার আর কি রূপে হইবে?

কর্ত্তা যতক্ষণ আহার করিতে লাগিলেন, গৃহিণী ততক্ষণ একটু অদূরে অন্তরে কর্ত্তার অপেক্ষায় রহিলেন। কর্ত্তা যখন আহার সমাপন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, গৃহিণী অমনি আচমনের ব্যবস্থা স্বহস্তে সম্মুখে রাখিলেন, এবং আচমন কার্য্যেও সাহায্য করিতে লাগিলেন। আচমনের পর তাম্বূলের ডিবা গৃহিণী কর্ত্তার সম্মুখে ধরিলেন, কর্ত্তা আবশ্তকীয় পান তাহা হইতে গ্রহণ করিলেন। এইবার কর্ত্তা একবারে সুকোমল শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। গৃহিণী অমনি খট্টার

তামাকু সাজিয়া দিয়া নলটি কর্ত্তার হাতে দিলেন। কর্ত্তা আজ যেন কেমন অন্যমনস্কভাবে সেই তামাকু টানিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহিণী এই অবসরে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়া কর্ত্তার ভোজনাবশিষ্ট হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তার পর শয্যায় আসিয়া পদ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। আমাদের নবীনা পাঠিকারা হাসিবেন না—অসংখ্য দাসদাসী সত্ত্বেও গৃহিণী স্বহস্তে এই ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর এইরূপে সেবা করিতেন। আমরা কি করিব—গৃহিণীর সবই কু-সংস্কার!

পদসেবা করিতে করিতে কর্ত্তার আজিকার [illegible] দেখিয়া গৃহিণীর মনে কেমন হঠাৎ একটা খট্‌কা [illegible]। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া গৃহিণী ধীরে ধীরে কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ তোমাকে কেমন-কেমন দেখ্‌ছি কেন? তোমার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে যে তোমার মনের মধ্যে কি একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে।"

কর্ত্তার গড়গড়ার নলটি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"তোমার অনুমান ঠিক্, একটা ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়েছি।"

গৃহিণী অমনি সাগ্রহে মুখের দিকে চাহিয়া [illegible] কহিলেন—"আমার বল্‌বার যদি কোন বাধা থাকে, তবে আমি সে কথা শুন্‌তে চাই না।"

কর্ত্তা। না—তোমার বল্‌বার আর বাধা কি? বিশেষতঃ আমি এ বিষয়ে কেবল তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করবো স্থির করেছি। পরামর্শ কেন—তুমি যা বলবে, তাই করাই আমার সঙ্কল্প।

প্রাপ্ত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর দিন অতি প্রত্যূষে কর্ত্তা শয্যা ত্যাগ করিলেন। আবার তাঁহার সেই খড়মের খটাখট্ শব্দে অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে শব্দ অর্থহীন নহে, সে শব্দ যেন সকলকে শয্যাত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছে—যেন কেবল সেই উদ্দেশ্যে সকলের দ্বারে দ্বারে সেই খটাখট্ শব্দ হইতেছে।

শয্যাত্যাগের পর, তিনি শৌচাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। শৌচাদির পর প্রাতঃস্নান। প্রাতঃস্নানের পর সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিতে বেলা হইয়া গেল। এই সকল কার্য্য অন্তঃপুরেই তিনি সম্পন্ন করিতেন, এবং গৃহিণী আন্তরিক ভক্তির সহিত সে সকল কার্য্যেও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। এ সকল কার্য্যে অন্য কোন দাসদাসীর সাহায্য তাঁহার আবশ্যক হইত না।

তার পর তিনি সেই শুভ্র বস্ত্র পরিধান ও নামাবলী খানি গায়ে দিয়া সেইরূপ খট্খট্ খড়মের শব্দ করিতে করিতে বহির্বাটীতে আসিলেন। আসিয়াই কোথায় কি হইতেছে—কে কি করিতেছে—মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। সে সময়

যাহাকে যাহা বলিবার ছিল, তাহাকে তাহা বলিয়াই বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই আদ্যাদেবী কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

কালিবাড়ীর সম্মুখেই একটী বড় পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর অপর পারে গ্রামের সরকারী রাস্তা। কালিবাড়ীর সদর দরজার পরেই পুষ্করিণীর বিস্তৃত চাতাল। চাতালের দুই পার্শ্বে দুইটা সুদীর্ঘ বেলগাছ। চাতাল হইতে সোপানশ্রেণী আসিয়া পুষ্করিণীর সেই কাকচক্ষুনিভ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। কালিবাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেই প্রথমে কালীর নাট মন্দির সম্মুখে আসিয়া পড়ে। নাট মন্দিরের পরেই কালীর প্রকাণ্ড মন্দির। সেই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত অপর একটি ছোট মন্দিরে শিবস্থাপন করা হইয়াছিল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে সেই শিবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নির্দ্ধারিত পূজারী ব্রাহ্মণ পূজার সমস্ত উদ্যোগ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক আসনে উপবিষ্ট হইয়া শিবপূজা আরম্ভ করিয়াদিলেন। পূজা সাঙ্গ হইলে পর, তিনি কালীর মন্দিরে আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। প্রণামের পর, চরণামৃত পান করিয়া তিনি কালিবাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা বাড়ীর দিকে চলিলেন। একটি পুষ্পোদ্যান পার হইয়া কালিবাড়ী হইতে অন্নপূর্ণাবাড়ী যাইতে হয়। অন্নপূর্ণাবাড়ী কালিবাড়ী অপেক্ষা আরো প্রকাণ্ড। চারিদিকে চকমিলান এবং মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড গৃহে জগন্মাতা অন্নপূর্ণাদেবী প্রতিষ্ঠিতা। এই দেবালয়ের পূর্ব্বাংশেই অতিথিশালা, এবং

ভোজনভবন-গৃহ, দেবালয়ের ভাণ্ডারী, পূজারীব্রাহ্মণ ও ভৃত্যদিগের গৃহ প্রভৃতি আরো অনেকগুলি গৃহ আছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমেই অন্নপূর্ণার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তার পর জগদম্বার চরণামৃত পান করিয়া তিনি অতিথিশালা প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সেখানে কতজন অতিথি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতগুলি স্বপাক করিবেন, আর কতগুলি বা অন্নপূর্ণার প্রসাদ পাইবেন—সে সংবাদ লইলেন। তার পর সে দিন কতগুলি কাঙ্গালী হওয়া সম্ভব, তাহাদের জন্যই বা কি ব্যবস্থা হইতেছে—সে সকল কথা নির্দ্ধারিত কর্ম্মচারীকে তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যেরূপ উত্তর পাইলেন—সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলেন।

এই সময় অনেক সন্ন্যাসীফকীর আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, অপর কেহ বা পরিধেয় বস্ত্র, লোটা, ছাতা প্রভৃতির জন্য ভিক্ষার্থী হইল। তিনি তাহাদের অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া একে একে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু যে সকল সন্ন্যাসী গাঁজার জন্য আবদার ধরিল, কেবল তাহাদেরই প্রার্থনা অপূর্ণ রহিয়া গেল। তবে মিষ্ট কথায় সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাটী ফিরিয়া যাইবার সময় অন্য রাস্তা দিয়া চলিলেন। পথে শিরোমণি মহাশয়ের টোল। এই টোলের সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে বহন করিয়া থাকেন। টোলে প্রায় পঞ্চাশটি ছাত্রের

আহারাদি ও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অনেক দূর দেশ হইতে এই টোলে ছাত্র সকল অধ্যয়ন করিতে আসিত। এখানে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। টোলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি অধ্যাপক ও ছাত্রগণের কুশল সংবাদ লইলেন। এই সময় ছাত্রগণের অধীত শাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব ত্রুটি করিলেন না।

এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। রাস্তায় যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতেছিল, তাহাকেই কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যে যেরূপ লোক তাহার সহিত সেইভাবে আলাপ করিতে ছিলেন। কাহারও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইতেছিল, কাহাকেও বা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। সুতরাং মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সে গমনে মধ্যে মধ্যে বাধা পড়িতেছিল। সে গ্রামের শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ দেখিলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া থাকে, কাজেই অন্ততঃ অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া সে প্রণাম গ্রহণ না করিয়া আর তিনি যাইতে পারেন না। আবার ছোট ছোট বালকবালিকার দল খেলা ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া কর্ত্তার চারিদিক ঘেরিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছিল; সুতরাং তাঁহার বাড়ী প্রত্যাগমনে বাধা না পড়িবে কেন?

বেলা দেড় প্রহরের সময় তিনি প্রায় সমস্ত গ্রামখানা প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক্ষণে আবার [illegible] কোন [illegible] তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ [illegible] অনুমতিতে সে গৃহে কাহারও প্রবেশের [illegible] স্বর্ণ উপার্জ্জন করাও [illegible]

মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি খগেন্দ্রকে ডাকাইলেন। খগেন্দ্র আসিয়া খুল্লতাতকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি তাহাকে বসিতে অনুমতি করিলেন। খগেন্দ্র বসিল। কর্ত্তা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—"খগেন, তুমি নাকি পৃথক হতে ইচ্ছুক হয়েছ?"

প্রশ্ন শুনিয়া খগেনের মুখ শুকাইয়া গেল। অপরাধীর ন্যায় তাহার বুকের ভিতর কেমন একটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর খগেন ধীরে ধীরে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিল—"আজ্ঞে, আমার কিছু টাকার বিশেষ আবশ্যক, তা দাদা বলেন—পৃথক হলে সেই টাকা তিনি আমায় দেবেন।"

খুড়। সে টাকা ত তোমার অংশের বিষয় বন্ধক রেখে তিনি দেবেন?

খগে। সে কথা তিনিই জানেন—আমার টাকা পেলেই হলো।

খুড়। কি করে টাকাটা পাবে, সে বিষয় একবার ভেবে দেখবে না?

খগে। আজ্ঞে, সে বিষয় আমার ভাব্‌বার দরকার কি খুড়ো মহাশয়?

খুড়। আপনার ইষ্টানিষ্ট?

খগে। সে টাকা পেলেই আমার ইষ্ট হবে। আপনি আমায় এ টাকা দিতে পার্‌বেন না কি?

বাকী কিঞ্চিৎ আমি তোমায় এক পয়সাও দিতে পারবো যে শিরোমণি নই।

নি নিজে বহন করিয়া [illegible] বিষয়ই ভাগ করে দিন্‌।

ভ্রাতুষ্পুত্রের এ কথায় খুল্লতাত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তার পর একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"দেখ বাবা, ধীর হয়ে আমার কথাগুলি শোন। তোমার দাদা ইংরেজী শিখে, একবারে ইংরেজীনবীশ হয়ে পড়েছে—শিক্ষিত বলে তার মনে মনেও একটা অহঙ্কার হয়েছে। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপকারিতাগুণ সে কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারবে না। এ অবস্থায় তাকে ক্ষান্ত করা আমার সাধ্য নয়। বিষয় রক্ষা করতে পারুক আর না পারুক, সে এখন বিষয় বুঝে নিতে পারবে। তার অংশ সে নিতে পারে, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তোমার অংশের বিষয় আপাতত্ব আমার কাছে থাকলেই তোমার পক্ষে ভাল হয়। তুমি আর কল্‌কেতায় না থেকে, আমার কাছে কিছুদিন থাক। তোমার স্বর্গীয় পিতার বুদ্ধির দোষে তোমার কোন শিক্ষাই হয় নাই। তিনি আমার অগ্রজ বলে, তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌তে তখন আমি সাহসী হই নাই। এখন সকল বিষয়েই তোমায় কিছু কিছু শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। যখন বুঝ্‌বো—তোমার বিষয় রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা হয়েছে, তখন তোমার বিষয় তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। এতে তোমার মত কি?"

খগেন্দ্র অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—"আমার একটা ব্যবসা কর্‌বার বড় সাধ। আপনি আমায় সে ব্যবসা করতে টাকা দিলে, বিষয় আপনার কাছে রাখতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

খুড়। দেখ, কোন ব্যবসা করে অর্থ উপার্জ্জন করাত বড়

সহজ কথা নয়। তার জন্যও শিক্ষার আবশ্যক। আগে কারু কাছে শিক্ষানবীশ হয়ে, সে ব্যবসা শেখ, তার পর নিজে ব্যবসা কর।

খগে। সে ব্যবসা শিখ্‌তে হয় না খুড়ো মশাই। আপ্‌নি টাকা দিন্‌, টাকা পেলেই আমি সে ব্যবসা চালাতে পার্‌বো। আমার দশহাজার টাকা চাই।

খুড়। আমি জেনে শুনে তোমায় এত টাকা নষ্ট কর্‌তে দিতে পারি না।

"তা হলে খুড়ো মশাই, আপ্‌নার পায়ে পড়ি, আপ্‌নি বিষয়ই ভাগ করে দিন্‌।"—এই কথা বলিতে বলিতে খগেন্দ্র নাথ খুল্লতাতের পদদ্বয় একবারে জড়াইয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ ভ্রাতুষ্পুত্রের অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন—"আচ্ছা তাই হবে। তবে আমার কর্ত্তব্য আমি করি। তোমার দাদা এক্কে কেবল ইংরেজী শিখেছে, তার আবার ইংরেজের আদালতের উকিল। আমার ভ্রম হতে পারে—কিন্তু আমার মনে কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে সে তোমায় ফাঁকি দেবে। তুমি সে বিষয়ে খুব সাবধান হবে।"

খগেন্দ্র তখন আহ্লাদের সহিত উত্তর করিল—"তা দাদা ফাঁকি দেন দিন, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই। কিন্তু দশ হাজার টাকা আমায় না দিলে তিনি আর ফাঁকি দিতে পাচ্ছেন না। আর দশ হাজার টাকা পেলে, আমি সেগুণ কাঠের ব্যবসা করে একবারে বড় মানুষ হয়ে যেতে পার্‌বো।"

"আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তাই হও।"—এই কথা বলিয়া তিনি খগেন্দ্রকে বিদায় দিলেন। তার পর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা [illegible]

তিনি নফরচন্দ্রকে ডাকাইলেন। সেই সুচতুর ও প্রখরবুদ্ধি বালক নফর একদিন সামান্য ভৃত্যরূপে এ সংসারে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। নফরচন্দ্র তখন একবারে বর্ণজ্ঞানহীন ছিল, কিন্তু আজ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার সহধর্মিণীর অনুগ্রহে শিক্ষিত হইয়া এই সংসারেরই দাওয়ানের পদে উন্নীত হইয়াছে। দাওয়ান নফরচন্দ্র উপস্থিত হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে এক পৃথক আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। নফরচন্দ্র উপবিষ্ট হইলে পর, তিনি কহিলেন—"তুমি কাল যা বল্‌তে ছিলে, সে সকল কথাই সত্য। এরা বিষয় ভাগ করে নেবে বলে, একবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। তবে নগেনের জন্যই আমার ভাব্‌না, নগেন শেষে ছোঁড়াটাকে পথের ভিখারী কর্‌বে দেখ্‌ছি।"

নফরচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিল—"বাবা, তবে কি আপনি বিষয় ভাগ করে দিতে প্রস্তুত হয়েছেন?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর করিলেন—"না হলে আর উপায় কি? সহজে না হই, আদালত থেকে আমায় বাধ্য কর্‌তে পারে।"

নফর। ভাগটা কি রকম হবে বাবা?

মুখো। অর্দ্ধেক আমার থাক্‌বে, আর অর্দ্ধেক ওরা দুই ভাই পাবে।

নফর। তা হলে কিন্তু অন্যায় হয় বাবা। বিষয় কর্‌লে কে? আমি ত সব জানি।

মুখো। তা যেই করুক—হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের নিয়মই এই। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌বো বলে

ভেবেছি। নগেন কলিকাতার বাড়ীগুলি পেলে, এই ভদ্রাসন বাড়ী আর জমীদারী আমায় ছেড়ে দিতে রাজী আছে। এতে ওরা ঠক্‌বে না ত?

নফর। এতে আর ওদের কিসে ঠকা হবে বাবা—বরং জিতই হবে। কল্‌কেতার বাড়ীর দর যে ক্রমেই বাড়্‌ছে।

মুখো। ওদের যদি এতে ঠকা না হয়, তবে ওরা যা চায়, তাই দেওয়া ভাল। কি বল?

নফর। আজ্ঞে, কল্‌কেতায় একখানা বাড়ীও আপ্‌নি নিজের জন্য রাখ্‌বেন না বাবা? গঙ্গাস্নানেও কখন কখন যেতে হবে ত।

মুখো। তার জন্য, এ পারে গঙ্গার উপর একখানা ছোট-বাড়ী পরে কিনে নিলে চল্‌বে। যখন আমার মনের বাসনা সব নষ্ট হয়ে গেল, তখন সামান্য বিষয়ের জন্য আমি ওদের অসন্তুষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা করি না। ওরা যা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, তাই দেবো। তবে আমার এক ভাব্‌না—এই ক্রিয়াকর্ম্ম আর দেবতা ব্রাহ্মণের সেবা। আমি প্রথমে মনে করে ছিলাম—সে সকলের জন্য সাধারণ বিষয় থেকে আগে কিছু রেখে, তার পর ভাগ কর্‌বো। কিন্তু আমার বড় বাবাজিটী তাতে রাজী নয়। সে বলে—ও সকল দেশের কাজকর্ম্ম, যিনি দেশে থাক্‌বেন, তাঁকেই সে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। দূর হক—জগদম্বার মনে যা আছে—তাই হবে। আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক—আমি তাই কর্‌বো।

নফর। কিন্তু কল্‌কেতায় একখানা বাড়ীও আপনি নিজে রাখ্‌বেন না?

মুখো। তাতে আমার ক্ষোভ নাই। জগদম্বা যা করেন

সবই তাদের জন্য কচ্ছেন। কল্‌কেতা এখন আর সে কল্‌কেতা নাই। কোন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এখন আর সেখানে গিয়ে বাস কর্‌তে পারেন না। আমার রাজধানী যাথায় থাকু, আমি আর কল্‌কেতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই না। তোমায় যে জন্য ডেকেছি শোন। তুমি সমস্ত কাগজ পত্র প্রস্তুত কর। দেনা পাওনা যেখানে যা কিছু আছে, সমস্তই যেন ঠিক হয়। পূজার ছুটিতে আদালত বন্ধ হলেই, ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘরে আস্‌বেন। গ্রামে এমন উপযুক্ত উকিল থাক্‌তে অন্য উকিলের আবশ্যক নাই। আমি তাঁর দ্বারাই এ কার্য্য শেষ কর্‌বো। তুমি এ কথা [illegible] ও [illegible]।

[illegible] তিনি [illegible]

[illegible]

[illegible]

পূর্ব্বের ন্যায় [illegible]

করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজার আর এক পক্ষ মাত্র বিলম্ব আছে। ইহারই মধ্যে গোবর্দ্ধন সূত্রধর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিমা নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। গোবর্দ্ধন একবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। কারণ, কর্ত্তা মহাশয় বলিয়াছেন যে গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও যেন দূরদেশ হইতে মালাকার আসিয়া প্রতিমার অলঙ্কার না বসিয়া থাকে। এ কার্য্যে গোবর্দ্ধনের একমাত্র সাহায্যকারী তাহারই চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্ক এক পৌত্র—নাম [illegible]। তবে গোবর্দ্ধনের অবৈতনিক সাহায্যকারীর অভাব ছিল না। পল্লীর বালকগণ গোবর্দ্ধনকে প্রাণপণে সাহায্য করিত। আজ প্রতিমার 'খোলেটে' কার্য্য শেষ হইবে—আজ গণেশের কলেবরে মুণ্ড বসিবে। দশভুজার দশ হস্তের দশটি অঙ্গুলি আজই প্রথম দর্শন দিবে। [illegible] অব-[illegible]রও আজ প্রথম দিন। সুতরাং পল্লীর বালকদিগের আর আনন্দের সীমা নাই। তাহারা পাঠশালার গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া এখানে কেহ কাদা প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বা কাদা হইতে কাঁকর বাছিতেছে—আবার কেহ

গোবর্দ্ধনকে তামাকু সাজিয়া দিতেছে। এই সকল বালকগণ কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত ধারণ করে নাই—গোবর্দ্ধনের দ্বারা ছোট ছোট ঠাকুর বা পুতুল গড়াইয়া লইবার উদ্দেশ্যেই বালকগণ তাহার এইরূপ তোষামোদ করিত। একটি বালকের একখানি কার্ত্তিক ঠাকুর অর্দ্ধ নির্ম্মিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সাজ তাহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, প্রতিমার রংয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও রং হইয়া যায়। এই কারণ, সে বালক আগ্রহের সহিত কহিল—"গোব্‌রা দাদা, আমার কার্ত্তিকের মুণ্ডু করে দাও।"

আমাদের গোবর্দ্ধন সূত্রধর গ্রামে "গোব্‌রা ছুঁতর" নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু অসাক্ষাতে যিনি যাহাই বলুন না কেন—কেহ মুখের উপর 'গোব্‌রা' নাম গ্রহণ করিলে, মেধবের-পো হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইত। সেই বালকের উপরোক্ত সম্বোধনে গোবর্দ্ধন চটিয়া কহিল—"হাঁরে নিমে, তার বাপ্‌কে আমি হতে দেখেছি, আর তুই আমায় 'গোব্‌রা' বলিস্?"

বালক নিমাই চরণ তখন ভয়ে থতমত খাইয়া কহিল—"না—গোবর্দ্ধন দাদা, তুমি রাগ করো না, আমি অতটা ভুলে বলে ফেলেছি।"

গোবর্দ্ধন মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল—"আচ্ছা তোর কার্ত্তিকের মুণ্ডু দিতে ভুলে যাবো?"

এই ঘটনায় অন্যান্য বালকগণের আর আনন্দের সীমা নাই। তাহারা সুযোগ পাইয়া নিমাই চরণের নামে আরো অনেক দোষারোপ আরম্ভ করিয়া দিল। নিমাই গোবর্দ্ধনের প্রতিমা-

গঠনের সুখ্যাতি করে না, নিমাই গোবর্দ্ধনেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হারাধনের প্রতিমাগঠনের প্রশংসা করে—ইত্যাদি, নানারূপ অভিযোগ তাহার উপর পড়িল। গোবর্দ্ধন সে কথা শুনিয়া ক্রোধে একবারে অধীর হইয়া কহিল—"বটে, তবে তোমরাও মুণ্ডুপাৎ করছি।"

সে কথা শুনিয়া প্রথমে নিমাইয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। তার পর তার চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শেষে নিমাই একবারেই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালকেরা আহ্লাদে একটা কোলাহল করিয়া উঠিল। তখন সে বালকের ক্রোন্দন ক্রমে সে কোলাহলও ছাপাইয়া উচ্চে উঠিল। বালককে এইরূপ কাঁদিতে দেখিয়া কিন্তু তৎক্ষণাৎ গোবর্দ্ধনের ক্রোধ কোথায় অদৃশ্য হইল। গোবর্দ্ধন কহিল—"আচ্ছা, এবার মাপ কর্‌লুম, তুই এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়; আমি তোর ঠাকুরের মুণ্ডু করে দিচ্ছি।"

সে কথা শুনিয়া বালক যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। তাহার কান্না তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তামাকু সাজিয়া আনিতে দৌড়িল। বালক অবিলম্বে তামাকু সাজিয়া আনিয়া হুকাটি সবে মাত্র গোবর্দ্ধনের হস্তে দিয়াছে, এমন সময় একটা খটাখট্ খড়মের শব্দ হইল। সে খড়মের শব্দেরও একটা বিশেষত্ব ছিল, সুতরাং সে শব্দ যে কাহার খড়মের সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না। সে শব্দ শুনিবামাত্রই বালকের দল, সে স্থান হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। কেহ প্রতিমার পশ্চাতে গিয়া লুকাইল, কেহ বা

ছুতার বাগানের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ কুঠারীর মধ্যে দৌড়িয়া প্রবেশ করিল। গোবর্দ্ধনেরও আর তামাক সেবন হইল না। সে তাড়াতাড়ি থামের গায়ে হুকাটি রাখিতে গিয়া ফেলিয়া দিল। তখন এক দিকে হুকা, আর অন্য দিকে কলিকা গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। ঠিক এই সময় স্বয়ং মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবর্দ্ধন কর্ত্তাকে দেখিয়া কুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। কর্ত্তা সহাস্যবদনে কহিলেন—"দেখ গোবর্দ্ধন, তোমার একটি অন্যায় কাজ দেখে, সাবধান করে দিতে এসেছি।"

বৃদ্ধ গোবর্দ্ধন কর্ত্তামহাশয়ের এই কথায় ভয়ে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে গললগ্নবাসে করযোড়ে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কর্ত্তা মহাশয় পুনরায় কহিলেন—"এই মাত্র যে ছেলেটি তোমায় তামাক সেজে দিয়ে গেল, ওটি কার ছেলে তুমি জান কি?"

গোবর্দ্ধন ভয়কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আজ্ঞে, জানি বই কি কর্ত্তা মশাই। ওটি রাঘব চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের ছেলে।"

কর্ত্তা। আচ্ছা—তবে জেনে শুনে ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে তামাক সাজানটা কি তোমার ভাল হয়েছে?

গোব। আজ্ঞে— আজ্ঞে, ছেলে মানুষ বলে, [illegible] —আজ্ঞে।

কর্ত্তা। দেখ, বাছা [illegible]?

গোব। আজ্ঞে—তা আজ্ঞে বই কি।

কর্ত্তা। সেই জন্য বলি—তুমি রাঘবের [illegible] হলেও, তাকে দিয়ে তুমি তামাক সাজিতে দিও না।

সে শূদ্র বালক হলেও তোমার অন্নাদের অধিকারী। ব্রাহ্মণ হয়ে তার পিতামহকে তুমি যে সম্মান কর, ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে তাঁকেও তোমার সেই সম্মান করতে হবে।

গোবর্দ্ধন অপ্রস্তুত হইয়া কর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কর্তা সন্তুষ্ট হইয়া আবার খটাখট্ খড়মের শব্দ করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনার পর, গোবর্দ্ধনকে আরো পাঁচ দিবস প্রতিমার রংএর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু গোবর্দ্ধন আর কোন ব্রাহ্মণসন্তানকে প্রাণান্তে কখন তামাকু সাজিতে বলিত না। সেই হইতে ব্রাহ্মণবালকেরা খড়ি ও রং ঘষিত, কাঁটার ভয় না করিয়া বেল গাছ হইতে বেল পাড়িয়া আনিত, ঘরের পয়সা দিয়া দুলেপাড়া হইতে হাঁসের ডিম কিনিয়া আনিত, তথাপি ইচ্ছা থাকিলেও কোন ব্রাহ্মণ-বালক আর গোবর্দ্ধনের তামাকু সাজিতে যাইত না। তার পর মালাকার আসিয়া প্রতিমা সাজাইতে আরম্ভ করিল। তখন বালকদিগের আর আনন্দের সীমা নাই। তাহারা একবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মালাকারের উমেদারী আরম্ভ করিয়া দিল। কাহার একটু রাংতার আবশ্যক, কাহার একটু চুলের দরকার, কাহার একটু রঙ্গিন বস্ত্র চাই—এইরূপ যাহার যাহা প্রয়োজন ছিল, সে তাহার জন্য মালাকারের উমেদারী করিত। যাহার আশা মিটিল, সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, আর যাহার আশা মিটিল না, সে প্রতিমার সাজের নিন্দা করিয়া মনের আশা মিটাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

পূজার দুই তিন দিন থাকিতে [illegible] মিঠাইওয়ালার দলে [illegible] প্রচুর খাবার হইয়াছে। এখানকার [illegible] —কারণ নটবর চট্টোরাজের উপর। কোনো [illegible] দ্রব্য চুরি বা খায়—চট্টোরাজের কেবল এই দিকেই দৃষ্টি। মিঠায়ের গন্ধ পাইয়া এখানেও দলে দলে বালকবালিকাগণ আসিয়া জুটিতেছিল। কোন মিঠাই ঘটনাক্রমে মাটিতে বা পায়ে পড়িয়া গেলেই তাহাদের অধিকার, কিন্তু সে দিকেও নটবরের প্রখর দৃষ্টি! সুতরাং এ বৎসর তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছিল। নটবর একবার কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে, তাহাদের সুবিধা হয়, কিন্তু এই কার্য্যের ভার পাইয়া, সে যে একবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল!

দেওয়ান নফর চন্দ্র এখন বস্ত্রবিক্রেতাদিগকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। তাহারা পর্ব্বত সমান কাপড়ের গাঁটরী আনিয়া জমা করিয়াছে, আর নফর চন্দ্র তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কাপড় স্তূপাকার করিতেছেন। আবার এই সময় দর লইয়াও বিক্রেতাদের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বকাবকিও চলিতেছে। কেবল এই কার্য্যের জন্য তাঁহারও তিল মাত্র অবকাশ ছিল না, কারণ কর্ত্তা নিজ পরিবার ও আত্মীয়কুটুম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রামস্থ সমস্ত লোককেই পূজার সময় নূতন বস্ত্র দিয়া থাকেন। সুতরাং কত বস্ত্র যে তাঁহাকে খরিদ করিতে হইবে—ইহা হইতেই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অনেক কষ্টে পঞ্চমীর দিন রাত্রে তাঁহার সববস্ত্র খরিদ শেষ হইয়া গেল। ষষ্ঠীর দিনও দেওয়ানজীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বালক বালিকাগণেরই দৌড়াদৌড়ি ও হুটোপাটির ধুম লাগিয়া গিয়াছে। যেমন দলে দলে প্রতিমাদর্শনে চলিয়াছিল, সেইরূপ দর্শনান্তে দলে দলে আবার ফিরিতেও ছিল, তবে ফিরিবার সময় কাহাকেও রিক্তহস্তে দেখিলাম না—মিঠাই, ও মুড়িমুড়কীর এক এক পুঁটুলী হস্তে সকলেই চলিয়াছিল।

দুই প্রহর অতীত হইলে দূর ও দূরান্তর হইতে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শুভাগমন হইতে লাগিল। তাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেই, তিনি সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। প্রথমেই পাদপ্রক্ষালণের ব্যবস্থা ছিল। কয়েকজন ভৃত্য কেবল এই কার্য্যেই নিযুক্ত। পাদপ্রক্ষালণের পর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যে যাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া উপবেশন করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ পাড়ার ব্রাহ্মণগণ আজ প্রায় সকলেই এই পূজাবাড়ীতেই উপস্থিত। তাঁহারা এখানে নানা কার্য্যে ব্যস্ত—নিজের কার্য্যের ন্যায় সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন। ভোগের পর আরতির বাজনার শব্দ পাইয়া গ্রামস্থ অপর পাড়ার ব্রাহ্মণগণও একে একে ও দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বেলা আড়াই প্রহরের সময় ব্রাহ্মণভোজন আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ভোজনের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র স্থানে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

একবারে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছেন। কর্ত্তা মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভক্তিভরে 'মা-মা' করিয়া কেবল জগদম্বাকে ডাকিতেছেন। নয়নাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে। কিসে ব্রাহ্মণগণের পরিতোষের সহিত ভোজন হয়, নিজের , বিরাট আয়োজনের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস

না করিয়া তিনি একবারে জগদম্বার শরণাগত হইয়াছেন। মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস—জগদম্বার দয়া হইলেই তাঁহার কোন দ্রব্যের অকুলান হইবে না। এরূপ ভক্তিমান্ লোকের ব্রাহ্মণ-ভোজনে কোনরূপ গোলযোগ হইবে কেন? ব্রাহ্মণগণ পরিতোষের সহিত আহার করিলেন। অনেকেই এবং বিশেষতঃ বালকবালিকাগণ আহার ব্যতীত নানাবিধ মিষ্টান্ন গৃহে লইয়া যাইবার জন্য সংগ্রহ করিতেও ত্রুটি করে নাই। যিনি যত পারিলেন, আহার করিলেন। আহারান্তে যিনি যত পারিলেন, কাপড়ে মিষ্টান্ন বাঁধিলেন। যখন কেহ আর কোন রূপ মিষ্টান্নের প্রত্যাশী নহেন, তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভোজনের স্থলে উপস্থিত হইয়া যোড়হস্তে প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে আর কাহার কি আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন চারিদিক হইতেই 'আর না—আর না—যথেষ্ট হয়েছে'—কেবল এই রব উত্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে পূজার প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মণভোজন সম্পন্ন হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণভোজনের পর ব্রাহ্মণদিগের ভোজনাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট পাতেই শূদ্রগণ মহাহ্লাদে প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। কিন্তু শূদ্রের সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র, সুতরাং সকলের অদৃষ্টে আর ব্রাহ্মণের ভোজনাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট পাত ঘটিল না। যাহার অদৃষ্টে ঘটিল, সে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিল। অপর শূদ্রদিগের জন্য নূতন পাতের ব্যবস্থা করা হইল। অবশ্য তাহাদিগের জাতি অনুযায়ী পৃথক পৃথক বসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। শূদ্রগণকেও বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত ভোজন করান হইতে লাগিল।

এ দিকে সদর বাড়ীতে খুবজোরসে চলিতেছে, আর অন্ত দিকে অন্দরের মধ্যে এই সময় মেয়ে ভোজের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। খিড়কী দরজা দিয়া দলে দলে অসংখ্য প্রায়ই স্ত্রীলোকগণ আসিয়া একবারে অন্দর বাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েদের দিকে কর্ত্তার দেখিবার কোন আবশ্যকই নাই। মেয়ে খাওয়ানর সমস্ত ভার গৃহিণীর উপর নির্ভর। তিনিও অতি যত্নের সহিত সকলকে আহার করাইতে লাগিলেন। যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারেরও কোন ত্রুটি হইতেছিল না।

এই সকল নিমন্ত্রিত লোকের আহারের পর, রবাহুত কাঙ্গালীদিগের ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল। প্রায় পাঁচ সহস্র কাঙ্গালী এই পূজা বাড়ীতে একত্রিত হইয়াছিল। বাড়ীর সম্মুখস্থ মাঠে তাহাদের ভোজনের স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। তখন সন্ধ্যা হইবার আর অধিক বিলম্ব ছিল না, সুতরাং তথায় আলোর বন্দোবস্তও করা হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! একত্রে পাঁচ সহস্র লোক আহারে বসিয়াছে! যে যত পারিতেছে—খাইতেছে, আবার যে যত পারিতেছে—বাঁধিয়া লইতেছে। সর্ব্বাগ্রের ব্রাহ্মণ ভোজনের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, এই সর্ব্ব শেষের কাঙ্গালী ভোজনেরও ব্যবস্থা সেইরূপ—কোনরূপে ইতর-বিশেষ ছিল না। আয়োজন এত প্রচুর হইয়াছিল যে কোন ব্যঞ্জনাদি বা মিষ্টান্নের অকুলান হয় নাই। কাঙ্গালীদিগেরও পরিতোষের সহিত আহার হইয়া গেল। তখন তাহারা মহা আহ্লাদে হরিবোল দিয়া উঠিল।

এইরূপ মহাসমারোহে তিন দিন পূজার ব্যাপার চলিল।

দিনের বেলায় [illegible] তাড়, আর বিকালে [illegible] মন্দল এবং [illegible] সুন্দর মিঠাইয়ের ফোয়াড়ি [illegible] তিন দিন ধরিয়া কৌশল আয়োজন, লুচি, সন্দেশ ও মিঠাইয়ের 'বারকোষ' 'বারকোষ' ত্যাগের রাশিকৃত [illegible] ধীর মধ্যে একবারে ফুরাইয়া গেল। তবে পূজা-বাড়ীতে দুই বেলা বসিয়া আহারের কথা অনেকে না থাকিলেও, [illegible] লুচি, সন্দেশ ও মিঠাই এতকিত 'ভারা' হইতে কেহ [illegible] না। ক্রমে প্রত্যেক গৃহস্থের যে সকল লুচি প্রভৃতি [illegible] যে, তাহাদের দুর্গন্ধে কেহ গৃহে তিষ্ঠিতে পারিত না। [illegible] রন্ধনশালার চুলা ধরাইয়া দিয়া সেই সকল লুচি [illegible] লীলার অবসান করিল।

বিজয়ার দিন অপরাহ্ণে বাঁধ বেলায় পুরুষেরা [illegible] পূজার দালান হইতে প্রাঙ্গণে নামান হইয়াছে। যে [illegible] জগন্মাতা আজ তিন দিন আলো করিয়াছিলেন, সে [illegible] দিকে এখন আর চাওয়া যায় না। সেই [illegible], [illegible] গহনা সকল ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বিসর্জনের [illegible] বিষাদময় বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে [illegible] শুনিয়াই সকলের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিন দিন বাপ পিত্রালয়ে বাস করিয়া মা আজ শ্বশুরালয়ে চলিয়াছেন। প্রতিমা [illegible] স্ত্রীলোকদিগকে বার বার ডাকা হইতেছিল, কিন্তু তাহাদের এ কার্য্যে যেন আদৌ উৎসাহ নাই। কেমন [illegible] মাকে বৎসর কালের মত বিদায় দিবে—এই ভাবিয়া [illegible] হৃদিকায় বিষাদপূর্ণ কণ্ঠেই বিহ্বল হইতেছে। পুরুষেরা [illegible] পুরস্ত্রীগণের সঙ্গে লইয়া প্রতিমা বরণ করিতে সেই প্রাঙ্গণে

কাঁদিয়া উঠিয়া হইতেন। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেখি,—মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা আজও সেই রকম বেশ দেখিয়া ঠিকঠিক তেমনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া আবার পুরনারীগণও কাঁদিয়া আকুল হইল। এ কি এক বিষাদময়ী দৃশ্য! কেহ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে মাতার পদধূলি গ্রহণ করিতেছে, আবার কেহ বা বাৎসল্যভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মাতার চিবুক ধরিয়া চুম্বন লইতেছে—আবার কেহ বা সেই আদ্যাশক্তি জগদম্বীকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার হস্তে সন্দেশ দিতেছে!

এই বিদায়ের অভিনয়ের পর চব্বিশজন বেহারার স্কন্ধে প্রতিমা উঠিল। তখন আকুলপ্রাণে সকলে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল—বাস্তবিকই যেন মা কাঁদিতেছেন। "কেন কাঁদিস্ মা—আবার বৎসরান্তে আসিস্ মা"—বলিতে বলিতে আর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে চলিয়া গেল, আর পুরুষেরা প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এইবার বীররসের পালা আরম্ভ হইল। বিসর্জ্জনের বাজনা জোরে কাটিতে বাজিতে আরম্ভ করিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাইকগণ লম্বা লম্বা লাঠিহস্তে বীরত্ব দেখাইতে দেখাইতে প্রতিমার অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহাদের—'ওরে—রে রে'—আনন্দধ্বনি ও ঢাকের শব্দে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্রামের অসংখ্য লোক প্রতিমার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছিল। তাহাদের বিষাদমুখে এখন শোকের চিহ্ন স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল, সুতরাং তাহারা ধীরে ধীরেই চলিয়াছিল। এইরূপে প্রতিমা নদীতীরে বিসর্জ্জনের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে যাদের উপর লম্বা লম্বা লগ্, বা বাইচ পাতা হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়...

[illegible] সেই আসরে উপস্থিত [illegible]। [illegible] রহিল।

[illegible] এখনে ঢুলীর বিদ্যা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। [illegible] ঢুলী [illegible] পারিতোষিক পাইবে, তখন সেই বিদ্যার ভার এই [illegible] ঢক্কীর উপর ন্যস্ত হইল। এইবার ঢুলীতে ঢুলীতে বাজনার লড়াই লাগিয়া গেল। যে জিতিল, সে এক জোড়া পুরাতন শাল পারিতোষিক পাইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সে পারিতোষি-কের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তার পর ঢাকীতে ঢাকীতে লড়াই। তাহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। ঢাকের পর কাড়া নাগড়া, সানাই প্রভৃতি অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রেরও একে একে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত গুণবান লোককে পুরস্কার প্রদত্ত হইতে লাগিল।

এইবার পাইকগণের খেলা। লাটি, সড়কী, ঢাল, তলোয়ার প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। তখন তাহাদের সেই বীররসের অভিনয় চরম সীমায় উঠিল। বাঙ্গালী যে নিতান্ত হীনবল নহে, এই সকল পাইকগণের প্রকৃত অভিনয়ে তাহা প্রমাণীকৃত হইল। এ কি! অসুরনাশিনী রণ-রঙ্গিনী আদ্যাশক্তির সম্মুখে সেই বীরত্বের অভিনয়ে জগন্মাতা জগদম্বার অধরোষ্ঠে যেন ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল যে! ছল্ছল্-নেত্রের নিয়স্থিত বিম্বাধরে, অন্ধকারের পর আলোর মতন এ হাসি কেন মা? বল্ মা—কেন হাসিলি মা? তোর এ হাসি ত সামান্য হাসি নয় মা! তোর এ হাসির প্রভাবে বাঙ্গালার লাটির প্রতাপ কি আবার ফিরিয়া আসিবে মা? বাঙ্গালীর সে সুখ স্বপ্ন কি সফল হইবে না মা?

পাইকদলের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিরাও যথোচিত পুরস্কার পাইল। তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। সে রব আকাশে মিলাইতে মিলাইতে [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] উঠিল। [illegible] নদীগর্ভে সেই সোণার প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া গেল। সব ফুরাইল—ঢাকী, ঢুলী প্রভৃতি বাদকেরা এইবার একটা হৃদয়বিদারক [illegible]র বাজনা বাজাইতে বাজাইতে গৃহে ফিরিল। আর আনন্দের না নাই! মা, বৎসরান্তে আবার ত আসিবি মা?

নবম পরিচ্ছেদ।

পূজার দুই সপ্তাহ পরে, একদিন বৈকালে গৃহিণী মনোরমাকে কহিলেন—"বউ-মা, তোমায় একটি কথা বল্‌বো।"

মনোরমা নগেন্দ্র নাথের স্ত্রী—বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র। গৃহিণীর কথা শুনিয়া মনোরমা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা খুড়ী-মা?"

খুড়ী-মা। নগেন তোমায় এইবার কল্‌কেতায় নিয়ে যাবে। এখন থেকে তোমায় সেই খানেই থাক্‌তে হবে। সেখানকার সংসার তোমার ঘাড়েই পড়্‌বে। তোমার বাছা, আর ছেলে-মানুষী কর্‌লে চল্‌বে না। একটু বুঝেসুজে চল্‌তে হবে।

মনোরমা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সে কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। কথাটা বুঝিতে না পারিয়াই কি মনোরমা এইভাবে চাহিয়া রহিয়াছে? না, কথাটা বুঝিতে পারিয়াই মনোরমা একবারে বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে? খুড়ী-মা কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া পুনরায় কহিলেন—"আমার কথাটা কি বুঝ্‌তে পেরেছ বউ-মা?"

মনোরমা। আমি কল্‌কেতায় গেলে, তুমিও ত সঙ্গে যাবে খুড়ী-মা?

খুড়ী। না, মা। আমি এ ঘরসংসার ফেলে কল্‌কেতায় গিয়ে কি থাক্‌তে পারি?

মনো। তবে আমি কেমন করে কল্‌কেতায় গিয়ে থাক্‌বো?

খুড়ী। কেন? আমি যেমন এ সংসারের গিন্নী, তুই ও সে সংসারের গিন্নী হয়ে থাক্‌বি।

মনো। তোমার পায়ে পড়ি খুড়ীমা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বো না।

খুড়ী। এ কথাটা ত ভাল বল্‌লে না বাছা। স্বামীর কাছে থাক্‌বে—এর চেয়ে মেয়েমানুষের সৌভাগ্য আর কি আছে?

মনোরমা আর কোন কথা বলিল না—চুপটি করিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নীরবে টস্ টস্ করিয়া তাহার চক্ষের জল মাটিতে পড়িতে লাগিল। খুড়ীমা তাহা দেখিলেন। দেখিয়াই কহিলেন—"তুই বড় পাগ্‌লী মেয়ে বাছা। স্বামীর কাছে থাক্‌তে হবে শুনে যে কাঁদে, তাকে পাগ্‌লী ভিন্ন আর কি বল্‌বো বল? তোর পক্ষেত সে আহ্লাদের কথা। তবে দুঃখ আমার বটে—এ ঘটনায়, আমারই কাঁদা উচিত। কাঁদ্‌তে হবেও আমাকে। অল্প বয়সে তোর মা মরে গেছে, আমিইত তোকে মানুষ করেছি। আমার পদ্মাও যে, তুই ও সে। এখনও পদ্মার সঙ্গে তোকেও আমার পাতের ভাত খাইয়ে না দিলে, তোর পেট ভরে না—তা আমি জানি। কষ্ট আমারই —তোর ত এ আহ্লাদের কথা বউ-মা।"

বলিতে বলিতে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর কেমন বে-সুরা হইয়া গেল। সে ঘরে হঠাৎ করুণরসের মাত্রাধিক্য দৃষ্ট হইল। এই সময় আবার হৃদয় ব্যথিত মেহনীর বেল মর্ম্মস্থলে গিয়া দর্শন দিল। গৃহিণী অল্পক্ষণ মস্তক অবনত করিয়া রহি-লেন ; তার পর কি মনে করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিলেন। দেখিলেন—শ্রাবণের ধারার ন্যায় অজস্র অশ্রুবিন্দু তাঁহার বধূ-মাতার গণ্ডস্থল হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে! আপনার বস্ত্রাঞ্চলে তাহার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"দেখ বউমা, মানুষ চিরকাল বাঁচে না। আমি যদি কাল্ মরে যাই, তখন কি হবে মা? তোরা এইবেলা তোদের ঘরসংসার বুঝে নিবি না? আমি কি চিরকাল বেঁচে থাক্‌বো—মনে করেছিস্ না কি?"

অল্পক্ষণ পরে মনোরমা ধীরে ধীরে কহিল—"তা যত দিন বেঁচে থাক্‌বে, আমায় কাছ-ছাড়া করো না খুড়ী-মা।"

খুড়ী। নগেনের কাছে থাক্‌বি না? তা হলে নগেন কি মনে কর্‌বে?

মনো। তবে তুমিও আমার সঙ্গে চল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—খুড়ী-মা।

খুড়ী। এমন পাগ্‌লী মেয়ে ত ব্রহ্মাণ্ডেও নাই গা! এ ঘর-সংসার সব ভাসিয়ে দিয়ে, আমি কি তোর সঙ্গে কল্‌কেতায় গিয়ে থাক্‌তে পারি?

মনো। তবে কি আমি একলা গিয়ে থাক্‌বো? আমি ঘরসংসারের কি জানি—কি বুঝি!

খুড়ী। তার একটা ব্যবস্থা আমি এইখানে থেকে করে

দেবো। আমি তোর সঙ্গে চপলাকে পাঠাবো। তুই যেমন বোকা—যেমন হাবা; সে তেম্‌নি চতুর, তেম্‌নি বুদ্ধিমতী। আর তোমাকে ত ঘরসংসারের সব কাজকর্ম্ম শিখিয়েছি মা। রাঁধ্‌তে-বাড়্‌তে, আর আর সংসারের যা কিছু কাজকর্ম্ম আছে—সে সব কাজই ত তুমি জান। এ দিকে তুমি কুঁড়েও নও—তোমার দোষের মধ্যে তুমি বড় ভাল মানুষ। দেখ বউ-মা, সংসারের কাজকর্ম্ম জান্‌লেই পাকা গিন্নী হয় না। গিন্নী হতে গেলে অনেক ভেবেচিন্তে বিবেচনা করে—চল্‌তে হয়। সংসারের মধ্যে যে যেমন, তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার কর্‌তে হয়। যিনি ভক্তির পাত্র, তাঁকে ভক্তি কর্‌তে হয়, আর যিনি স্নেহের পাত্র, তাকে স্নেহ কর্‌তে হয়। দাসদাসীদেরও আদরযত্ন না কর্‌লে, তাদের দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না। আদরযত্ন কর্‌লে বনের পশু-পক্ষীও বশীভূত হয়। তোমার সংসার ত খুব সুখের সংসার হবে মা। সে সংসারে তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে থাক্‌বে। সংসারের মধ্যে এক দেবর আর স্বামী। খগেনকে পেটের ছেলের মত যত্ন কর্‌বে, আর নগেনকে ভক্তি কর্‌বার কথাও কি আমায় বলে দিতে হবে? একটু বুঝেসুঝে চলো বউ-মা, তোমার সব ভাল হবে।

মনো। আবার কত দিন পরে আস্‌বো খুড়ী-মা?

একটু চিন্তা করিয়া খুড়ী-মা কহিলেন—"আবার পূজার সময় আমি তোদের নিয়ে আস্‌বো।"

মনোরমা সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"এক বৎসরের মধ্যে আর আস্‌তে পার্‌বো না?"

খুড়ী-মা। কেন আসতে পার্‌বে না মা? ইচ্ছে কর্‌লেই আস্‌তে পার্‌বে। তবে নগেনের মত করে ত আস্‌তে হবে?

এই সময় চঞ্চলা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চঞ্চলা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞাতি-কন্যা—পিতৃমাতৃহীনা—বালবিধবা। পিতৃকুলেও কেহ নাই, শ্বশুরকুলেও কেহ নাই। সে দশম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে গৃহিণীর আশ্রয়ে প্রতিপালিতা। চঞ্চলার বয়ঃক্রম এখন অষ্টাদশ বৎসর, সুতরাং চঞ্চলা যুবতী। কেবল যুবতী নয়—চঞ্চলা রূপবতীও বটে। কিন্তু বালবিধবার রূপের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। চঞ্চলার গুণের কথা শুনিবে? চঞ্চলা রন্ধনে দ্রৌপদী, পরিবেশনে অন্নপূর্ণা, বিদ্যায় সরস্বতী, সতিধর্ম্মে সাবিত্রী। এমন কাজ নাই যে চঞ্চলা জানে না। চঞ্চলার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই, কেবল কাজই করে, কিন্তু সে কাজ নিজের জন্য নহে—কারণ, এ পৃথিবীতে চঞ্চলার নিজের ত কেহই নাই। সে কাজ কেবল পরের জন্য। কি সম্পদে, কি বিপদে, চঞ্চলা না হইলে কাপড়পুর গ্রামের কাহার এক দিনও চলে না। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, সাধ-ভক্ষণ—গ্রামের কাহার কাজে চঞ্চলা নাই? আবার অসহায় দরিদ্রের রোগের সেবায়, স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কারে, ঔষধ সেবনে, পথ্য রন্ধনে, চঞ্চলাকে কখন ডাকিতেও হয় না। চঞ্চলা মর্ত্তলোকে দেবী। এ দেবীর পরোপকারের উপমাস্বরূপ পুরাণাদি বর্ণিত কোন দেবীকে কিন্তু আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

চঞ্চলা আসিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলি মা?"

চঞ্চলা। ওমা, ভট্টাচার্য্যিদের জামাই এসেছে, তাই জলখাবার তৈয়ের করতে আমায় ডেকেনিয়ে গিয়েছিল। অনেক রকম খাবার, তাই দেরী হয়ে গেল।

গৃহি। তা বেশ করেছ মা। এখন এখানে একবার বস দেখি। তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা আছে।

চঞ্চলা গৃহিণীকে 'মা' সম্বোধন করিত। গৃহিণীর কি কথা আছে—জানিবার জন্ত চঞ্চলা ধীরে ধীরে সেই খানে উপবেশন করিল। তখন গৃহিণী আরম্ভ করিলেন—"দেখ মা, তোমার একটি কাজ করতে হবে। নগেন বউমাকে এবার কল্‌কেতায় নিয়ে গিয়ে, সেখানে নূতন সংসার পাত্‌বে। তা বউমা, ছেলে মানুষ—সংসারের কি জানে বল? তুমিও ছেলে মানুষ হলেও, তুমি কাজকর্ম্মে সকল রকমে ভাল, আর তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও খুব ভাল। তুমি বউমার কাছে থাক্‌লে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

চঞ্চলা স্থির হইয়া গৃহিণীর উপরোক্ত কথাগুলি শুনিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল—"হাঁ মা, আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি মা?"

গৃহি। না বাছা, তুমি ত কোন অপরাধ কর-নি

চঞ্চলা। তবে তোমার আশ্রয় থেকে আমি বঞ্চিত হবো কেন?

গৃহি। বালাই! সে কি কথা চঞ্চলা? এমন কথা কখন মুখে আনিস্‌নে। তোদের দুটিতে ত খুব ভাব—তোরা দুটিতে একত্রে থাক্‌বি—এত সুখের কথা। এখানেই থাকিস্, আর কল্‌কেতাতেই থাকিস্—তোরা ত আমারই—আমার পেটের মেয়ের মতন। তোকে ছেড়ে দিতে কি আমার কষ্ট হবে না? কিন্তু কি কর্‌বো? বউ-মাটি একলা থাক্‌বে—তুই তার কাছে থাক্‌লে, সে আমারই উপকার করা হবে।

চঞ্চলা। তুমি যদি এ কথা বল মা, তাহ'লে কল্‌কেতা কেন—আমি পুলিপোলাও যেতে রাজি আছি।

গৃহি। এইবার চঞ্চলার মত কথা হয়েছে বটে। তা মা, নগেন আস্‌ছে সোমবার কল্‌কেতায় যাবে। এ কয়দিন তোম্‌রা এক দণ্ড বিশ্রাম করতে পার্‌বে না। সেখানকার সংসারের যা কিছু দরকার, সব তো এইখান থেকেই গুচি-দিতে হবে। এখানে যে সকল বাসন, কোসন, শাল, রুমাল আর ঘরসংসারের অন্যান্য জিনিষ আছে—তার অর্দ্ধেক তোম্‌রা নিয়ে যাও, আর অর্দ্ধেক এখানে থাক্‌।

গৃহিণীর উপরোক্ত কথা শুনিয়া বিস্মিতকণ্ঠে মনোরমা কহিল—"আমরা অর্দ্ধেক নিয়ে—কি কর্‌বো খুড়ী-মা?"

খুড়ী-মা। ভাল পাগ্‌লী মেয়ে তুই যা হ'স্‌। ঘরসংসার কর্‌তে গেলে, কখন কোন্ জিনিষের কত দরকার হয়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে? সব বেশী করেই রাখ্‌তে হয়। এখানে থাক্‌লেও যা, সেখানে থাক্‌লেও তাই।

এই সময় গদার মা সেইখানে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কহিল—"বউঠাক্‌রোণ, আমার নাতীটার কাল থেকে বড় ব্যামো লেগেছে। গায়ে হাত দেয়—কার সাদ্ধি, গা যেন কুল-কাঠের আঁংরা। আর সর্দ্দীতে যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। কি হবে বউ-ঠাক্‌রোণ, তুমি আর বারকার মতন একটু অষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাবে। তোমার অষুধ যেন ধন্বন্তরী।

গৃহি। তার জন্ত আর ভাবনা কি? আমি এখনই অষুধ দিচ্ছি।

এই কথা বলিয়া গৃহিণী গদার মাকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি

সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। মনোরমা আর চঞ্চলাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে নগেন্দ্র নাথের সহিত মনোরমার নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল :—

নগেন্দ্র। মনোরমা, তুমি বোধ হয়, শুনেছ—আমরা পৃথক হয়েছি।

মনোরমা। পৃথক হয়েছ!—কি রকম?

নগেন্দ্র। কেন—আমার বিষয়সম্পত্তি সব আমি [illegible] করে নিয়ে, আমরা খুড়ো মহাশয়ের সংসার থেকে আলাহিদ [illegible]ছি।

মনো। খুড়ী-মা ত আমায় তা বলেন নাই। [illegible]ী-মা বলেন—তুমি আমায় কলকেতায় নিয়ে গিয়ে রাখবে।

খগেন্দ্র। হাঁ, সে কথাটাও ঠিক্। কারণ, ক[illegible]তার সমস্ত সম্পত্তিই এখন আমার হলো, আর এখানকার বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তি, আমি খুড়ো মহাশয়কে ছেড়ে দিলাম। এখানকার সঙ্গে আর আমাদের কোন সম্পর্কই নাই।

মনো। সে কি কথা! এ কাজটা কি ভাল হলো? আমি স্বপ্নেও কখন এমন সর্ব্বনেশে কথা ভাবি নাই যে!

খগে। সে ভালমন্দ বোঝ্‌বার ক্ষমতা তোমার নাই। মন্দ হচ্ছে দেখেই—আর ভাল হবে বলেই—আমি এ কাজ করেছি—সে সব পরামর্শ আমি তোমার সঙ্গে কর্‌ছি না। এখন যা বলি, তাই শোন। আগামী সোমবারে তোমায় আমার সঙ্গে কলকেতায় যেতে হবে।

মনো। তা যাবো, কিন্তু খুড়োর সঙ্গে পৃথক হয়ে যাবো কেন? তুমি বারমাস কলকেতায় থাক বলেই, আমিও তোমার

কাছে গিয়ে থাক্‌বো। দেখ, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, কিন্তু যে টুকু আছে, তাতেই যেন বুঝ্‌তে পাচ্ছি—তুমি পৃথক হলে, তোমার ভাল হবে না। আর তুমি এত বিদ্বান, এত বুদ্ধিমান হয়ে এ সামান্য কথটা বুঝ্‌তে পার্‌ছো না?

নগে। আচ্ছা কি করে—তুমি বুঝ্‌লে? আগে আমায় সেইটা বুঝিয়ে দাও দেখি।

মনো। তোমার কথাটা শুনেই, আমার প্রাণের ভেতর এমন করে কেন—আমি তাতেই বুঝেছি যে, পৃথক হলে, আমাদের পক্ষে ভাল হবে না।

নগে। খুব বুদ্ধিমতী বটে! আর বুদ্ধির পরিচয়ে কাজ নাই—এখন ঘুমাও।

এই কথা বলিয়া নগেন্দ্র নাথ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মনোরমার আর সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। মনোরমা সমস্ত রাত্রি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাটাইল, আর স্বামীর ভবিষ্যৎ বিপদ আশঙ্কা করিয়া মনে মনে কেবল ঠাকুর দেবতাকে ডাকিতে লাগিল।

প্রাপ্ত

দশম পরিচ্ছেদ।

আজ ৫ই অগ্রহায়ণ—সোমবার। আজই নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র, মনোরমা আর চঞ্চলাকে লইয়া কলিকাতায় রহনা হইবে। প্রাতঃকাল হইতেই সেই সকল উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। গৃহিণীর মনে তিলমাত্র সুখ নাই, তবে সে মনোকষ্ট মনেতেই চাপিয়া রাখিয়া তাঁহাকে ইহাদের কলিকাতা যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইতেছে। কর্ত্তা আজ আর অন্দরের বাহিরে আসিয়া কাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেছেন না। পূজার ঘরে গিয়া সেই যে প্রাতঃস্নানের পর সন্ধ্যাহ্নিকে বসিয়াছিলেন, বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সে গৃহ হইতে আর বাহির হন নাই।

বিষয়সম্পত্তি বিভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে। পাছে পরে কোনরূপ কথা জন্মায়, সেই কারণ গ্রামের একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উকিল শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা এই বাটোয়ারাকার্য্য শেষ করিয়াছেন। নগেন্দ্র কোম্পানির কাগজ ব্যতীত প্রায় ষোল হাজার টাকা নগদ পাইয়াছেন। আর তাহারই ইচ্ছানুরূপ কলিকাতার নরখানি বাড়ী এখন তাহারই হইয়াছে। অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তিও যথাবিধি বিভাগ হইয়া

য়াছে। নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র সে বাঁটোয়ারায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হই-ছে। খগেনের এখন দাদার মতেই মত। সে যে এইবার ' হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে পারিবে, সেই আহ্লাদে আটখানা। এই সকল ভাগবাঁটোয়ারা বুঝিবার ক্ষমতা াহার নাই, আর বুঝিবার চেষ্টাও সে একবারও করে নাই। ত কল্য খগেনের দাদার সহিত তাহার নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা য়াছিল। খগেন কহিল—"দাদা, এইবার আমাকে সেই দশ জার টাকা দাও।"

নগেন্দ্র নাথ উত্তর করিলেন—"এখানে নয় ভাই, কল্‌কেতায় য়ে দেবো। এখানে ত তোমার টাকার কোন দরকার ই ?"

খগে। কিন্তু কল্‌কেতায় পৌছিয়েই আমার টাকা দিতে ব। আমি শিরোমণি মহাশয়কে দিয়ে ভাল দিন দেখিয়ে েখছি। ৮ই তারিখে খুব ভাল দিন, আমি সেই দিনই ায় রহনা হবো। প্রতি শুক্রবার বর্ম্মার জাহাজ যায়—নয় না ?

নগে। আমি সে খবর জানি-নে। তোকে আর একটা খাপড়ায় সই দিতে হবে, তার পর টাকা পাবি। তাতেই দেরী, তা নইলে টাকা আমার মজুতই আছে।

খগে। তা সই আমি ত এখনই দিতে প্রস্তুত রয়েছি া। তুমি নিজে দেরী করে আমার মন-খারাপ করে দাও ন ? টাকা যে মজুত আছে—সে কথা ও আমি জানি। ঢ়া মহাশয় ত তোমায় কাল ষোল হাজার টাকা দিয়েছেন।

নগে। এ কথা তোকে কে বল্‌লে ?

খগে। কেন—নফর দাদা আমার বলেছেন। আরো বলেছেন, ষোল হাজারের আট হাজার টাকা আমার, আর আট হাজার টাকা তোমার। তা আমি ত আট হাজার নেবো না দাদা। আমার দশ হাজার টাকা চাই, আর তুমিত আমার দশ হাজার টাকাই দেবো বলেছ।

নগে। আচ্ছা, দশ হাজার টাকাই দেবো। কল্‌কেতায় গেলেই, সে টাকা তুমি পাবে। দেখ খগেন, এই নফর দাদার কোন কথা শুনিস্‌নে, সে তোকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

খগে। সে কি! নফর দাদা কুমন্ত্রণা দেবেন! এ কথা ত দাদা, আমার বিশ্বাস হয় না।

নগে। সাধে কি তোকে আকাট্ মূর্খ বলি? এইটে বুঝ্‌তে পার্‌লে না ভাই, যে এখন আমরা খুড়ো মহাশয়ের সঙ্গে পৃথক হয়েছি। তোমার নফর দাদা ত খুড়ো মহাশয়েরই লোক। এই বিষয় ভাগ করে লওয়াতে, তারই ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছে। সেইত কর্ত্তাত্ব করে বেড়াতো, আর খুড়ো মহাশয় ত পূজা-আহ্নিক আর ঠাকুর-ব্রাহ্মণের সেবা নিয়েই আছেন। এখন তার হাত থেকে অর্দ্ধেক বিষয়সম্পত্তি বেরিয়ে যাওয়ায়, এখন সে আমাদের শত্রুতাই ত কর্‌বে। আমার কাছে সে ঘেঁস্‌তে পারবে না—আমার কেবল তোমার জন্ত ভয়। রাতটা একবার পোহালে বাঁচি। এ শত্রুপুরীতে আর আমার তিলার্দ্ধ থাক্‌তে ইচ্ছে হবে না। তুই এখন যা, কাল দুই প্রহরের পরেই আমাদের কল্‌কেতায় রহনা হতে হবে, তুই এখন সেই উদ্যোগেই থাক্‌গে যা।

এই কথা বলিয়া নগেন্দ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতায় গিয়া যে টাকা পাইব, সেই আহলাদে খগেন্দ্র নাথ আর অন্য কথা ভাবিবার অবকাশ পাইল না। যাহার মাথার উপর এমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান দাদা রহিয়াছেন, আর নিজেকে যে মূর্খ ও বুদ্ধিহীন বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার আর অন্য কথা ভাবিবার আবশ্যক কি?

দুই প্রহরের পর যাত্রা করিবার দিন স্থির করা হয়, কিন্তু শিক্ষিত নগেন্দ্র নাথ পঞ্জিকার দিনক্ষণ বড় মানিতেন না, সুতরাং আহারাদির পরেই তিনি রহনা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ দিকে যাত্রাকালে কর্ত্তাকে প্রণাম না করিয়া খগেন্দ্র, মনোরমা ও চঞ্চলা কিরূপে যাত্রা করিবে? কর্ত্তা কিন্তু এখনও সেই পূজার ঘরের মধ্যেই আছেন, সেখানে যাইতেও কাহার আর সাহসে কুলায় না। এ দিকে অন্যান্য দ্রব্যাদি পূর্ব্বেই গরুর গাড়ীতে রহনা হইয়া গিয়াছে। কেবল তাঁহাদের জন্য দুই খানি ঘোড়ার গাড়ী খিড়কীর দরজায় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। শেষে শুভক্ষণ অতীত হয় দেখিয়া, গৃহিণীই ভরসা করিয়া গৃহের মধ্যে গেলেন এবং কর্ত্তাকে সে কথা জানাইলেন। কর্ত্তা তখন সে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং খগেন্দ্র, মনোরমা ও চঞ্চলা প্রভৃতির প্রণাম গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময় গৃহিণী নগেন্দ্র নাথের জন্য ব্যস্ত হইলেন। একজন দাসীকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিলেন। কর্ত্তাও নগেন্দ্র নাথের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রহিলেন, কিন্তু কই? [illegible] ও প্রণাম করিতে আসিল না। এই ত অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র [illegible] জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল, এ সময় কোথায় [illegible] এ দিকে দুর্দিন[illegible] [illegible] ও [illegible]

প্রভৃতি—যাত্রাকালীন মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া গৃহিণী প্রস্তুত রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্নেহের নগেন্দ্র এই শুভ মুহূর্তে কোথায় গেল! এ শুভযাত্রার সময় এরূপ অদ্ভুত ঘটনা ত ভাল নয়। কর্ত্তা অগত্যা পূজার ঘরে পুনরায় প্রবেশ করিলেন, গৃহিণী বিষণ্ণমনে খগেন্দ্র, বধূমাতা ও চঞ্চলার শুভ-যাত্রা কার্য্য কোন রকমে সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। এই সময় গৃহিণী মনে করিলেন—হয়ত তাঁহার নগেন্দ্র কালিবাড়ী ও অন্নপূর্ণা বাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিতে গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সেখানে প্রণাম করিতে গিয়া ত নগেন্দ্র নাথকে দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিলেন—নগেন্দ্র সেখানে প্রণাম করিতে আদৌ আইসে নাই। কি সর্ব্বনাশ! তবে গৃহিণীর নগেন্দ্র গেল কোথায়?

ঠাকুর প্রণামের পর যখন খিড়কীর দরজায় গাড়ীর নিকট সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন কোথা হইতে ব্যস্তভাবে নগেন্দ্র নাথ আসিয়া উপস্থিত এবং আসিয়াই মনোরমা, চঞ্চলা ও দুই জন দাসীকে অপর গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি অন্য গাড়ীতে নিজে উঠিলেন, এবং খগেন্দ্রকে সেই গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। তাঁহার খুড়ী-মা, এবং গ্রামের অন্যান্য পূজনীয় স্ত্রীলোকগণ সাশ্রুনয়নে সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র কাহাকেও একটা প্রণাম করিলেন না—কাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না! এ দিকে গাড়ীতে উঠিবার সময় পুনরায় প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের ধুম পড়িয়া গেল—আর কান্নাকাটির কথা আর কি বলিব? সেই বিদায়ের দৃশ্য দেখিয়া ভদ্র অভদ্র প্রায় স্ত্রীলোকগণ অজস্রধারে তখন কাঁদিতেছিল কিন্তু

হেমের মত বড়দাদার একটী কথা শুনিলেন না, উঁহার মনে— অহঙ্কার নাই! বরং এই সকল প্রণামাদির পাট দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই কথার প্রতিবাদ তবেই নগেন্দ্র নাম কোথায় লুকাইয়াছিলেন না কি? হেমাঙ্গিনী ও পদ্মাবতী এই সময় তাহাদের বড় দাদাকে প্রণাম করিতে গেল; কিন্তু তাহাদের সে প্রণাম গ্রহণেও নগেন্দ্র বিশেষ বিরক্তভাব প্রকাশ করিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল—সকলে সজলনয়নে আকুল প্রাণে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী অদৃশ্য হইল—গৃহিণী তখন একবারে অধীর হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গৃহিণীর ঐ একটা দোষ—প্রাণটা বড়ই কোমল। কেহ কেহ গৃহিণীকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া আকুল হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কিন্তু গৃহিণী শান্ত হইলেন। তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কয়েকজন স্ত্রীলোক অন্দরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোক সেইখানে একটা বিরাট সভা করিয়া নগেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিল।

কমলা কহিল—"তা হ'ক্ বিদ্বান, এত অহঙ্কার কিন্তু ভাল নয়। খুড়োর সঙ্গে পৃথক হয়ে চলে গেল, তা যাবার সময় খুড়ো-খুড়ীকেও একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করলে না! তার চেয়ে মূর্খ খগেন বরং ভাল—সে প্রাতঃবাক্যে চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাকুক—কেবল খুড়ো-খুড়ী কেন? আমাদের সকলকে সে প্রণাম করেছে।"

তাহারই টীকা করিতে গিয়া প্রমদা কহিল—"নগেনের দোষ কি? এ কালের ধর্ম্ম—এ যে কলিকাল। ইংরিজী

লেখাপড়া শিখে, কেউ কি আর গুরুজনকে মানে—মা ঠাকুর দেবতাকে মানে ?"

এ সে কথা শুনিয়া খোকার-মা কহিল—"অমন কথা বলো না, প্রমদা দিদি। নগেন কাকাও চারটে পাশ করেছে বইত নয় ? ভুবন ঠাকুর-দার ছেলে অতুল কাকার যে পাঁচটা পাশ, কিন্তু কেমন অমায়িক স্বভাব—যেন মাটির মানুষ, অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই—যে যেমন লোক, তার তেমনি মান রাখতে জানেন। কেবল ইংরিজী লেখাপড়ার দোষ দিলে চলবে কেন দিদি ?"

তখন নিস্তারিণী ঠান্‌-দিদি আপনার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন—"আমার ঐ বউ ছুঁড়িটার জন্যে প্রাণটা বড়ই ধড়্‌ফড়্‌ করছে। আহা ! ছুঁড়ী কেবল কেঁদেই খুন—যেন রামের সঙ্গে সীতার বনবাস হয়ে গেল।"

সে কথা শুনিয়া কমলা পুনরায় কহিল—"ঠিক্ বলেছ দিদি। সঙ্গে লক্ষ্মণ দেওরও রয়েছে। তবে সে রামে আর এ রামে—কি তুলনা হয় ? এ যে হনুমানের যোগ্যও নয়।"

এই সময় সৌদামিনী কহিল—"আচ্ছা ভাই, তোরা ত রামায়ণের পালা আরম্ভ করে দিলি—কিন্তু এদের সঙ্গে যে চপলা গেল—চপলা এ রামায়ণের কে ?"

তখন খোকার মা এক দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ করিয়া কহিল—চপলা কে ? চপলা স্বয়ং লক্ষ্মী। তোমরা দেখে-নিও আমার কথা—যতদিন চপলা ওদের সংসারে থাকবে, ততদিন ওদের ঘরে লক্ষ্মী থাকবে। আর চপলা যদি চলে আসে, তবে যত টাকারই মানুষ হ'ক্, একবারে লক্ষ্মী-ছাড়া হয়ে যাবে।"

নিন্তারিণী ঠান্‌দিদি তৎক্ষণাৎ বলিল—"খোকার মা সতী-লক্ষ্মী—তোরা দেখিস্—ওর কথা কখনই মিথ্যে হয় না। চঞ্চলা চঞ্চলাই বটে। চঞ্চলা চলে গেছে—না কাপড়পুরের শ্রী গেছে।"

এইবার প্রমদাও একসুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"কি ঘোর কলিকাল দেখ—ভালর কখন ভাল হয় না। তাই চঞ্চলার তিন কূলে কেউ নেই—ভগবানের কি বিচার দেখ।"

প্রমদার কথা শেষ হইতে না হইতে সৌদামিনী কহিল—"আচ্ছা ভাই, দেশ শুদ্ধ লোক যে ক'নে খুড়ীর এত সুখ্যেৎ করে, তা ক'নে খুড়ীরই বা কি আক্কেল! এমন ঘরের লক্ষ্মীকে পা দিয়ে ঠেলে দিলে?"

সে কথার উত্তরে ঠান্‌দিদি কহিল—"সে কেবল ঐ বউ ছুঁড়িটার জন্যে। মনোরমা এ কালের মেয়ে বটে, কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। সে ত এই গ্রামেরই মেয়ে—আমরা তাকে ছেলে বেলা থেকে দেখ্‌ছি—এমন ভাল মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নেই। খাটতে বল—প্রাণপণে খাট্‌তে পারে—তবে সাতেও নেই—পাঁচেও নেই?"

এমন সময় গৃহিণী খিড়কী দরজা দিয়া পুনরায় বাহির হইলেন। গৃহিণীকে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের সে সভা ভঙ্গ হইয়া গেল—যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিল। এবার খিড়কীর পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গৃহিণী বাহির হইয়াছেন। বেলা আড়াই প্রহর বাজিয়া গিয়াছে, আজ এখনও গৃহিণীর স্নান পর্য্যন্ত হয় নাই। স্নানের পর পূজা আহ্নিকও কোন রকমে হইবে, কিন্তু আজিকার এই মর্ম্মান্তিক মনোকষ্টের দরুণ গৃহিণীর আহার আর হইবে না।

খুড়ী-মা

প্রায়শ্চিত্ত।

["ক'নে-বউ"এর উপসংহার]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

১০শে অগ্রহায়ণ সন ১৩১৩ সাল।

ভাল কাগজে ১॥০ দেড় টাকা হইবে।

Calcutta:

PRINTED BY PURNO CHUNDRA

AT THE

MAKHODA PRESS

6, Ram Hurry Ghose's Lane, Cham

AND

PUBLISHED BY GURUDASS CHATT

201, Cornwallis Street.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ফলার্পণ।

পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত.......................

শ্রীচরণেষু—

গুরুদেব,

মরুভূমে বীজবপন আপনিই করিয়াছেন। অপাত্রে উপদেশ আপনিই দিয়াছেন। আপনার সাধনেরই এই প্রথম ফল। আপনাকেই ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম। ইতি—

কলিকাতা
৩০ শে অগ্রহায়ণ,
সন ১৩১৩ সাল।

সেবকানুসেবক,
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কলকেতায় মানুষ নাই কি লো?"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া চঞ্চলা কহিল—"কলকেতায় মানুষ নাই কি লো?"

মনোরমা তখন একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"না ঠাকুর-ঝি, আমি সে ভাবে কথাটা বলি-নি। একবারেই মানুষ নাই নয়, তবে বোধ হয়, বেশী মানুষ নাই।"

চঞ্চলা। খুব বেশী মানুষ আছে—এত মানুষ আর এ দেশের কোন সহরে নাই। তবে মানুষের মতন মানুষ আছে কি না—সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ আছে।

মনোরমা। অনেক মানুষ যদি আছে—তবে কেউ আমাদের বাড়ী আসে না কেন?

চঞ্চলা। এখানকার সে রীতি নাই—আমরাও কি কার বাড়ী যাই?

মনোরমা। আমরা ত নূতন এসেছি—কাকে জানি—কাকে চিনি?

চঞ্চলা। এখানে নূতন পুরাতন নাই। এখানে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা কেউ কারু সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখেন না। যা'ক ও কথা—হাঁ বউ দিদি, তোর কল্‌কেতা কেমন লাগ্‌ছে বল্‌ দেখি।

চঞ্চলার এই প্রশ্নে মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—কোন উত্তর দিল না। চঞ্চলাও কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষায় রহিল। তার পর পুনরায় কহিল—"আমার কথা কি শুনতে পেলে-নি বউ দিদি?"

মনোরমা তখন উত্তর করিল—"আমার আদৌ ভাল লাগে না ঠাকুর-ঝি। আমার মনে হয়—আমি যেন বনবাসে এসেছি।"

চঞ্চলা। তুই তো এখনও কল্‌কেতার কিছুই দেখিস্‌-নি—তা ভাল লাগ্‌বে কি করে? দেখ্‌বার মধ্যে তোর শ্বশুর এই বাড়ী খানিই দেখেছিস্‌।

মনো। তা বাড়ী ছাড়া কল্‌কেতার আর দেখ্‌বার কি আছে—ঠাকুর-ঝি? আমি সে দিন ছাদের উপর উঠে চারিদিক চেয়ে দেখলুম—কেবল বাড়ী। দোতালা, তেতালা, চৌতালা—কেবল বাড়ী। আমার ত মনে হয়—এ সহরে কেবল বাড়ীই আছে। আচ্ছা, এখানে কি সব বড় মানুষ—দুঃখী গরীব কেউ নেই?

চঞ্চলা। বড় মানুষও যেমন আছে, দুঃখীগরীবও তেমনি আছে।

মনো। কই? ভিক্ষে করতে ত কেউ আসে না?

চঞ্চলা। আসে বই কি? তবে তারা কি একবারে অন্দরের ভেতর আসতে পারে? তোর দেউড়ীতে দারোয়ান আছে—তারা এখানে আসতে দেবে কেন? সেখানকার পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে ত অত দরোয়ানের কড়াকড়ী নাই—তাই তারা বাড়ীর মধ্যে আসতো। তা রাতদিন এই পিঁজরের ভেতর আবদ্ধ থাকিস্, আমি কাল্ তোকে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাবো। কল্‌কেতায় মানুষ আছে কি না দেখতে পাবি—খুব বেশী করে পয়সা নিস্—কত ভিখারী আছে, তাও দেখাবো।

মনো। আমি পয়সা কোথা পাবো?

চঞ্চলা। কেন দাদার কাছ থেকে চেয়ে নিবি।

মনো। না ঠাকুর-ঝি, আমি তা পারবো না—আমি কারু কাছে পয়সা চাইতে পারবো না—আমার বড় লজ্জা করে।

চঞ্চলা। স্বামীর কাছে পয়সা চাইতে লজ্জা কি না? আর পয়সাই বা কেন চাইবি? একবারে বেশী করে টাকা চেয়ে নিবি।

মনো। না, ঠাকুর-ঝি আমি চাইতে পারবো না, তুমি বরং চেয়ে নিও।

চঞ্চলা। আচ্ছা, আমি টাকা চেয়ে নেবো। তুই গঙ্গাস্নানে যাবার কথা দাদার কাছে বলতে পারবি তো?

মনোরমা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াই কহিল—"না ঠাকুর-ঝি, আমি তাও পারবো না।"

চপলা। আচ্ছা, তাও আমি বল্‌বো। এই যে—দাদা এই দিকে আস্‌ছেন, আমি এখনই সে কথা বল্‌ছি।

এই সময় এক দিক দিয়া নগেন্দ্র নাথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আর অপর দিক দিয়া মনোরমা আসিয়া [illegible] পদার্পণ করিল। নগেন্দ্র নাথ আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"তোমার বউ দিদি, আমায় দেখে, অমন করে ছুটে [illegible] কেন চপলা? আমি বাঘ না ভালুক?"

চপলা উত্তর করিল—"ছেলে মানুষ—এখনও লজ্জা ভাঙ্গে নাই, তাই পালায় দাদা।"

নগেন্দ্র। এখন আর ছেলে মানুষ কিসে? আর এখন ত আর বউ নয়—এখন ঐ যে গিন্নী।

চপলা। সেখানে ত দিনের বেলায় তোমার সাম্‌নে কখন বেরুত না দাদা, আর আমাদের দেশে সে চাল নেই।

নগে। সে পাড়াগেঁয়ে চালের কথা ছেড়ে দাও। আর বিশেষতঃ তোমাদের দেশটা একবারে সৃষ্টি-ছাড়া দেশ, যতদূর পাড়াগাঁ হতে হয়। অনেক পাড়া-গাঁ এখন ক্রমেই সভ্য হচ্ছে—কিন্তু তোমাদের গ্রামে সব সেকেলে চাল, এ কালের সভ্যতা কিছুমাত্র প্রবেশ করে-নি। তাই দেখে শুনেইত আমি দেশের মায়া একবারে ত্যাগ কর্‌লুম্‌। এটি কেবল আমার খুড়োখুড়ী হতেই হয়েছে। গ্রাম শুদ্ধ লোককে যেন একবারে যাদু করে রেখেছেন। কেবল সন্ধ্যে-আহ্নিক কর, আর হিঁদু হও—এই ছাড়াত আর কথা নাই। ওঁরা বেঁচে থাক্‌তে গ্রামের দফারফা। আবার ছেলেটিকেও সেই রকম তৈয়ের কর্‌চেন, তাকে ভবিষ্যতেও উন্নতির আর আশাভরসা নাই। আবার সে

...কল কথা—আমি বল্‌ছিলাম কি, তোমার বউ দিদিকে লেখা পড়া আমার কর্ম নয়—তবে তুমি যদি পার। এ সকল পাড়া-গেঁয়ে চাল্‌-চলন আগে সব ছাড়াও—ওগুলো আমার বড়ই চক্ষুশূল হয়েছে।

কতক অবনত করিয়া ধীরে অতি ধীরে চঞ্চলা কহিল—"পাড়াগেঁয়ে চাল-চলন কি ভাল নয় দাদা।"

নগেন্দ্র। কিসে ভাল বোল? তবে সব সেকেলে—সেই মান্ধাতার আমলের। এখনকার বর্ত্তমান সমাজে কি তা চলে?

চঞ্চলা। না চালালে আর কি কয় চল্‌বে দাদা? এখন যে সবাই সোণা ফেলে রাং কুড়িয়ে নিচ্ছে।

নগেন্দ্র। বটে! তা তুমি এ কথা বল্‌বে বই কি—তুমি যে সেই খুড়ী-মারই চেলা। না, তোমার দ্বারা মনোরমার শিক্ষা হবে না—আমি একজন ভাল মেম-সাহেব নিযুক্ত কর্‌বো।

এই কথা বলিয়া নগেন্দ্র যে দিকে মনোরমা চলিয়া গিয়াছে, সেই দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় চঞ্চলা কহিল—"দাদা, একটা কথা আছে।"

নগেন্দ্র চলিতে চলিতে থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"কি কথা চঞ্চলা?"

চঞ্চলা। কাল ভোরে আমরা গঙ্গাস্নানে যেতে পারি কি?

নগেন্দ্রনাথ ঈষৎ বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন—"আরে ছি! ছি! গঙ্গাস্নানে কি আর ভদ্রলোকের মেয়েরা যায়? কেন—তোমাদের এমন সুন্দর স্নানের ঘর রয়েছে—সে ঘরেও ত আয়না, চিরুণী, বুরুশ, সুগন্ধী তেল, এমন কি দাঁতের মাজনটী

পর্য্যন্ত দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি। সেখানে স্নান করতে ইচ্ছে করে না?

চঞ্চলা এবারও অবনতমস্তকে অতি কুণ্ঠিতভাবে কহিল—"অনেক ভদ্রলোকের মেয়েরাও ত গঙ্গাস্নানে যায় দাদা।"

নগেন্দ্র। সে কেবল বুড়ো মাগীরা যায়।

চঞ্চলা। কেন দাদা—আমি সেবার খুড়ীমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে এসে দেখেছি—কেবল বুড়ো মাগীরা কেন—অনেক ভদ্রলোকের ঝি-বউও গঙ্গাস্নানে যায়।

নগেন্দ্র। সে হয় ত বেশ্যাদের দেখে, ভদ্রলোকের মেয়ে ভ্রান্ত হয়। আচ্ছা, তুমি ত শিক্ষিতা আর খুব বুদ্ধিমতী, তুমিই বল দেখি—অমন প্রকাশ্য স্থানে যুবতী স্ত্রীলোকদের স্নান করা উচিত কি?

প্রশ্ন শুনিয়া চঞ্চলা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না—তার পর ধীরে ধীরে কহিল—"যেখানে ধর্ম্মের সম্পর্ক, সেখানে অন্য আর কোন দিক দেখা উচিত নয় দাদা। যখন গঙ্গাস্নানে গেলে পাপ ক্ষয় হয়, এ বিশ্বাস আমার আছে, তখন আমি বলি—ভদ্রলোকের মেয়েদের সেখানে যাওয়ায় কোন দোষ নাই দাদা।"

নগেন্দ্র। হাঁ—পাপক্ষয় হয়—গঙ্গাস্নান করলেই অমনি সশরীরে সব স্বর্গে যায়! তবে গঙ্গাস্নানে একটা উপকার আছে—নদীর স্রোতের জলে স্নান করলে শরীর ভাল থাকে। তাই গঙ্গাস্নানের বিধি হয়েছে—পাপক্ষয় ও পুণ্য হয়—এ সকল কবির কল্পনা মাত্র। মেয়েলী শাস্ত্রে—অজ্ঞলোককে এক রকম করে বোকা বুঝিয়ে গেছে।

চঞ্চলা। না না—শরীর ভাল থাকবে বলেই যাবো দাদা।

নগে। তুমি যেতে চাও—তা যেও। আমি কোচম্যানকে ভোরের সময় গাড়ী জুত্তে বলে দেবো।

চঞ্চলা। আর আমার সঙ্গে বউ দিদিও যাবে যে।

নগে। তোমার বউ-দিদি যে লজ্জাশীলা—সে অত পুরুষ মানুষের সাম্‌নে কি করে গঙ্গায় স্নান কর্‌বে?

চ। আসল কথা—তবে তোমায় খুলে বলি দাদা। বউ দিদির এখনও কল্‌কেতায় মন বসে নাই—সেখানে কত লোককে দেখ্‌তে পেতো—এখানে কেবল আমি আর ঝি-চাকর ভিন্ন আর কারু মুখ ত দেখ্‌তে পায় না। তাই তার প্রাণটা কেমন ধড়ফড়্‌ করে। আমি মনে করিছি—গঙ্গাস্নানও হবে, আর সেই সঙ্গে পাঁচ রকম দেখা শোনাও হবে।

নগে। সে কথা এতক্ষণ আমায় খুলে বলো নাই কেন? আচ্ছা, এক কর্ম্ম কর। আজ সন্ধ্যের সময় গাড়ী করে—গড়ের মাঠে বেড়াতে যাও। তাতে গঙ্গাস্নানের চেয়ে বেশী ফল পাবে।

চ। না দাদা, আমরা গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতে পার্‌বো না। সে বরং একদিন কালিঘাটে আমাদের নিয়ে যেও, তা হলেই গড়ের মাঠ দেখা হবে।

নগে। না—আমি দেখ্‌ছি খুড়ী-মা তোমরাও মাথা খেয়ে দিয়েছেন। তোমার বউ দিদি লেখাপড়া জানে না—তার কথা আমি ধরি না—সে বরং ঠাকুর-দেবতা আর ব্রত-নিয়ম নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তুমি যে এত লেখা পড়া [illegible]—তার ফল ত তোমাতে কিছুই দেখ্‌তে পাই না। আমি বিকেলে কালি-

ঘাটে গিয়ে দেখেছি—অত পুরুষের ভিড় ঠেলে—আর বিশেষতঃ তার অধিকাংশই ছোট লোক—কোন ভদ্রলোকের মেয়ের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তার চেয়ে বরং তোমরা কাল ভোরে গঙ্গাস্নানেই যেও—আমি সে ব্যবস্থা করে দেবো। গাড়ী নয়—দুইজনে দুখানা পাল্‌কী করে যাবে—সঙ্গে দুইজন দরোয়ান থাক্‌বে। আমি সেই দরোয়ানদের বলে দেবো—বেহারারা পাল্‌কী নিয়ে গঙ্গার খানিক জলে নামাবে—আর পাল্‌কীর মধ্যে থেকে তোম্‌রা স্নান কর্‌বে।

চ। আচ্ছা দাদা, সেই ভাবেই যাবো। আর এক কথা আছে। বউ দিদিকে কিছু টাকা তুমি দিও। গঙ্গার ঘাটে অনেক ভিখারী থাকে, বউ-দিদি সেই টাকা থেকে কিছু দান কর্‌বে

নগে। তা দেবো। এই দেখাদেখি—এত বেশ কথা—দুঃখীগরীব ভিখারীকে দান করায় আমার কোন আপত্তি নাই। তবে কাণা, খোঁড়া, বুড়ো, অথর্ব এই রকম ভিখারী দেখেই দান করা উচিত। তাতে নিশ্চয়ই পুণ্য হয়। তোম্‌রা সেই রকম দেখেই দান কর্‌বে—তাতে আমি বড় খুসী হবো। এই ষণ্ডা ষণ্ডা বামুন গুলো যে বাম্‌নাই ফলিয়ে তোমাদের ঠকিয়ে নেয়—সেটা আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না।

এই কথা বলিয়া নগেন্দ্র নাথ চলিয়া গেলেন, আর চঞ্চলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"এই কি দাদার ইংরেজী শিক্ষার ফল!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া নগেন্দ্র নাথ চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন, এমন সময় দেওয়ান নফরচন্দ্র সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ নফরচন্দ্রকে দেখিয়া নগেন্দ্র নাথ কিছুক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিলেন! তার পর কহিলেন—"নফর দাদা যে! কখন এলে?"

নগেন্দ্র নাথকে প্রণাম করিয়া দেওয়ানজী কহিলেন—"এই মাত্র আসছি। আপনার সব মঙ্গল ত বড় বাবু?"

নগে। হাঁ মঙ্গল। সেখানকার সব সংবাদ ভাল?

নফর। আজ্ঞে হাঁ,—সেখানকার সব সংবাদ ভাল।

নগে। তবে কি মনে করে এলে নফর দাদা?

নফর। মেজবাবু কোথায়? তাঁর জন্তেই আমায় আসতে হয়েছে।

নগে। সেত বর্ম্মায় চলে গেছে।

নফর চন্দ্রের মস্তকে যেন হঠাৎ একটা বজ্রাঘাত হইয়া গেল। বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন—"এর মধ্যে চলে গেছেন!"

নগে। তার কি দেরী আর হয়—আমরা এখানে আস্‌বার এক সপ্তাহ পরেই সে চলে গেছে।

নফর। সঙ্গে আর কে গিয়েছে?

নগে। সঙ্গে আর কে যাবে? আমার পরিচিত লোক ত কেউ যায় নাই। তবে তার ইয়ারবন্ধু যেতে পারে।

নফর। কত টাকা সঙ্গে নিয়ে গেছেন?

নগে। দশ হাজার টাকা।

নফর। অত দূর দেশে, অত টাকা সঙ্গে একলা তাঁকে কেন যেতে দিলেন বড় বাবু?

নগে। আমি কি তাকে ধরে রাখ্‌তে পারি? নিতান্ত বালকটি নয়—এখন সাবালক হ'য়েছে।

নফর। তাঁর পৌঁছান সংবাদ কিছু পেয়েছেন?

নগে। কিছু না।

নফর। তবে স্থির হয়ে কেমন করে বসে আছেন বড় বাবু?

নগে। কি কর্‌বো? দৌড়ে দৌড়ে বেড়াবো নাকি?

বড় বাবুর মুখে এ কথা শুনিয়া নফরচন্দ্র আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। নগেন্দ্র নাথ তখন চা-পান ও সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। অনেক ক্ষণের পর একবার নফরচন্দ্রের দিকে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তখন কহিলেন—"হাঁ নফর দাদা, তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে ত?"

নফরচন্দ্র উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমি খাওয়া দাওয়া করেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলাম। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি বড় বাবু?"

নগে। কি কথা? কেন জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পার্‌বে না?

নফর। আপ্‌নি দশ হাজার টাকা দিয়ে, তার কাছে কিছু
লা পড়া করে নিয়েছেন কি?

নগে। নিয়েছি বই কি। বিষয় রক্ষা কর্‌বার জন্যেই আমার
খা পড়া করে নেওয়া। তার হাতে বিষয় পড়্‌লে কি কিছু
হবে মনে করেছ নফর দাদা? তায় আবার সে যখন একটা
বসা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছে, এখন সে ব্যবসায় যদি দেনা দাঁড়ায়?
র যদি কেন—নিশ্চয়ই দেনা দাঁড়াবে, তখন আমি ঠেকাবো
মন করে? পাওনাদারেরা যে সব নীলাম করে নেবে?

নফর। তা বেশ করেছেন। এখন তিনি ভালয় ভালয়
শে ফিরে এলে যে হয়। মেজো বাবুর ঠিকানাটী কি—
নেন কি?

নগে। কেমন করে জান্‌বো?

এই সময় হরলাল নামক নগেন্দ্র বাবুর জনৈক বন্ধু—সেই
ঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগেন্দ্র তাড়াতাড়ি
ঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন, এবং বিশেষ
দর ও যত্নের সহিত তাঁহাকে বসাইলেন। উভয় বন্ধুর মধ্যে নানা
কার রসালাপ ও হাসিঠাট্টা চলিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া নফর
দ্র আর সে গৃহে রহিলেন না—ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন।
হিরে, এ ঘর সে ঘর করিয়া সমস্ত বাড়ীঘর কিরূপ সাজান
ইয়াছে দেখিলেন। দেশ হইতে যে ভৃত্য আসিয়াছিল, সেই
াহাকে সমস্ত দেখাইল। বাহির বাটীতে সমস্ত ঘর দেখিয়া নফর
দ্র অন্দরে প্রবেশ করিলেন। অন্দরে প্রবেশ করিয়াই তিনি
হরিয়া উঠিলেন! রন্ধনশালার পলাণ্ডুর গন্ধে তাঁহার নাসিকা

ভরিয়া গেল—এমন কি সে গন্ধে তাঁহার বমন হইবার ও উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি নিম্নতল হইতে দ্বিতলে উঠিলেন সেখানে একজন দাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সেই দাসীকে সঙ্গে লইয়া তিনি ত্রিতলে চঞ্চলার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ানজীকে দেখিয়া চঞ্চলা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। কোথায় বসাইবে—কি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে—সে আনন্দে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। নফর চন্দ্র উপবেশন করিবার পর, চঞ্চলা সেই কর্ত্তা-গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া, দাসদাসী পর্য্যন্ত একেএকে সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। তার পর গ্রামের সমস্ত লোকেরও সংবাদ লওয়া হইল। এই সকল কথাবার্ত্তার পর, নফরচন্দ্র চঞ্চলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন তোমার এখানকার গতিক কি বল দেখি দিদি ?"

চঞ্চলা। এখানকার গতিক ত আমার ভাল বোধ হচ্ছে না দাদা।

নফর। কি রকম ?

চ। মেজ দাদা বর্ম্মায় চলে গেছেন, তা বোধ হয় শুনেছেন ?

নফর। হাঁ—এখানে এসে এখন শুনলাম।

চ। সে কাজটা কি ভাল হয়েছে ? বড় দাদা মনে কর্লে তাঁকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে রাখ্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু তিনি সে চেষ্টা কিছুই করেন নাই। আবার তাঁর কাছ থেকে কি একটা লেখাপড়াও নাকি করে নিয়েছেন।

নফর। হাঁ, তাও শুনেছি—রেজেষ্টারী আফিস থেকে, তার একটা নকল নিয়ে তবে আমার বাড়ী যেতে হবে।

চ। তার পর, দাদা যেরূপ খরচ পত্রের ধুমধাম লাগিয়েছেন, তাতে আমার মনে বড় ভয় হয়েছে।

নফর। তাত বাড়ীঘর সাজান দেখেই বুঝেছি।

চ। আর দাদার আচার ব্যবহার বড় ভাল নয়—এখানে থাক্‌লে জাত থাকাই ভার।

নফর। তা অন্দরে প্রবেশ করেই সেটা টের পেয়েছি। প্যাজের গন্ধে আবার ত বমি হবার উপক্রম হয়েছিল।

চ। বউ দিদির ত খাবার বড় কষ্ট হয়েছে। সে কি ও সকল সাহেবীখানা খেতে পারে? একদিন দাদার পাতের প্রসাদ খেতে গিয়ে, বমি করে যায় আর কি! আমার আলোচাল আর নিরামিষ্য তরকারীই সে খায়—সব তরকারীতেই যে প্যাজরসুন।

নফর। তোমার রান্না হয় কোথায় চঞ্চলা?

চ। আমি তে-তোলাতেই রাঁধি—নীচের সে ইন্নতি কাণ্ডের মধ্যে আমি যাই না।

নফর। কাল তোমার হাঁড়ীতেই আমারও দুটি চাল নিও, আজ জলটল খেয়ে কাটিয়ে দেবো।

চ। কেন—আমি তোমার জন্তে আজও রেঁধে দেবে নফর দাদা—আমি থাক্‌তে তুমি জলটল খেয়ে কাটাবে কেন?

নফর। সে যা হয় হবে—এখন একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি—বড় বাবু আমাদের কোন্ ধর্ম্ম মানেন জান কি দিদি?

চ। মুখেত হিন্দু বলে পরিচয় দেন। আরো বলেন—আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যার যাতে প্রবৃত্তি হয়, সে তা খেতে পারে।

নফর। অখাদ্য কিছু খান কি?

চ। সকলই ত অখাদ্য দাদা।

নফর। মাংস যে খান—সেটা কিসের মাংস?

চ। বলেত পাঁটার মাংস—কিন্তু বাজার থেকে কি যে আনা হয়। আবার কখন কখন ভেড়ার মাংসও আসে—সে নাকি মিউনিসিপাল বাজারের কসাইয়ের দোকান থেকে আসে।

নফর। কি সর্ব্বনাশ! এরই মধ্যে এতদূর হয়েছে বড় বাবু যে লেখাপড়া শিখে বংশের কুলাঙ্গার হলেন দেখ্‌ছি।

চ। দাদা, তুমি যখন এখানে এসেছ, সবত স্বচক্ষে দেখে গেলে। মাকে বলো—তিনি যেন আমায় এখান থেকে নিয়ে যান্‌।

নফর। তা বল্‌বো—কিন্তু তা হলে বউ-মার দশা কি হবে, আমি সেই কথাই ভাব্‌ছি।

তৎক্ষণাৎ শিহরিয়া উঠিয়া চঞ্চলা আগ্রহের সহিত কহিল—"তবে মাকে ও কথা বলো না দাদা।"

"আচ্ছা, বল্‌বো না।" বলিয়া নফর চন্দ্র চঞ্চলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন। নফর চন্দ্র চলিয়া গেলে পর, মনোরমা দৌড়িয়া আসিয়া কহিল—"হাঁ ঠাকুর-ঝি, নফর দাদা কি আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন?"

চঞ্চলা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"হাঁ নিয়ে যেতে এসেছেন—কিন্তু তোকে নয়—আমাকে।"

শরবিদ্ধ কুরঙ্গিনীর ন্যায় ভয়বিহ্বলনেত্রে মনোরমা তাহার ঠাকুর-ঝির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহনি

দিয়া চপলার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সুতরাং তৎক্ষণাৎ কহিল—"না দিদি, আমি তোকে কোন কথা বলবো না। তবে চিরকাল আমি এখানে থাকতে পারবো না—তুই আমার সংসার সব বুঝেসুঝে নে।"

মনোরমা কহিল—"আমি মরে গেলে, তবে যাস্।"

"বালাই!"—বলিয়া চপলা মনোরমার মুখ চুম্বন করিল, এবং গাঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিল। সেই স্নেহ আলিঙ্গনে মনোরমা তখন একবারে যেন গলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্র নাথের বন্ধু হরলালের নাম মাত্র আমরা উল্লে
করিয়াছি—এইবার তাঁহার পরিচয় দিব। ইঁহা
সম্পূর্ণ নাম—শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল ঘোষ। ইনি
কুলীন কায়স্থবংশসম্ভূত—প্রসিদ্ধ বনিয়াদী ঘরে
সন্তান। ইঁহার পিতার নাম ৺রসময় ঘোষ। ব্যবসাবাণিজ
করিয়া স্বর্গীয় ঘোষজ মহাশয় বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। মৃত্যু
কালে সর্ব্ব রকমে তিনি প্রায় চারি লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়
যান। ইহা ব্যতীত নগদও অনেক টাকা ছিল—সে সকল টাক
কারবারে খাটিত। ঘোষজ মহাশয় কোম্পানির কাগজের বড়
ধার ধারিতেন না। হরলাল তাঁহার এক মাত্র পুত্র।
উত্তরাধিকারীসূত্রে হরলাল যখন সমস্ত পিতৃসম্পত্তির একমাত্র
মালিক হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর মাত্র।
এই বিংশতি বৎসরের যুবক একাবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া
বাবুগিরী আরম্ভ করিয়াদিলেন। গাড়ীঘোড়া, বেশ্যা, মদ,
আর বাগান পার্টির এত ধুম চলিল যে, এক বৎসরের মধ্যে
বাবুমহলের হরলালের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম বাড়িল।
এদিকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধান অভাবে পিতার ব্যবসা-বাণিজ্য লোক-

সান হইতে আরম্ভ হইল। বাবুত্ব নিবামাত্র আমোদ-আহ্লাদে উন্মত্ত, সুতরাং বাবুর গতিক দেখিয়া কর্মচারীরা যে যেরূপ সুবিধা পাইল, আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সুতরাং সে কারবার নষ্ট না হইবে কেন? নষ্ট হইবার প্রধান কারণ, টাকার টানাটানি—কথায় খেলাপ। বাবু তহবিলের টাকা লইয়া আমোদে অজস্র ব্যয় করেন, এ দিকে পাওনাদারেরা পায় না। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই, সে কারবার তুলিয়া দিতে হইল। সুতরাং ব্যবসায় যে আয় ছিল, সে আয় বন্ধ হইয়া গেল। এ দিকে খরচপত্রে বড় আর হিসাব নিকাশ ছিল না, কাজেই তখন সম্পত্তিতে টান পড়িল। প্রথমে সম্পত্তি [illegible] তার পর সুদে ও আসলে যখন তাহা মূল্যের সমান [illegible] দাঁড়াইল, তখন বিক্রয় করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে? এইরূপে একে একে হরলাল ৫।৬ বৎসরের মধ্যেই পিতৃসম্পত্তি সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিল। এখন মাত্র ভদ্রাসন বাড়ীখানি আছে—তাহার কতক অংশে সপরিবারে নিজে বাস করে, আর কতক অংশ ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারই যৎসামান্য আয়ে এখন কোন রকমে সংসার চলিয়া যায়। এরূপ অবস্থাতেও হরলালের বাবুগিরীর হ্রাস হয় নাই—কিন্তু এখন নিজের খরচে নহে, [illegible] পরের স্কন্ধে সে বাবুগিরী চলিয়া থাকে। হরলাল এখন বড় বড় বাবুলোকের মো-সাহেবী করে; তাহাতে কোন রকমে তাহার নিজের বাবুগিরীটাই চলে। কিন্তু এখন তাঁহার সংসারের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

হরলালের স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। সৌদামিনীর এখন চারিটি পুত্র ও একটি কন্যা। সৌদামিনী [illegible]—

এখনও তাহার যে রূপ আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে বাড়ীর বড়বাবুদের গৃহিণী বলিয়া কখনই মনে হয় না। হরলালের এত শীঘ্র অধঃপাতে যাইবার একজন প্রধান সহায়—তাহারই স্ত্রী সৌদামিনী। সৌদামিনী বড়ই গর্ব্বিণী, এবং সে গর্ব্ব দেখাইতে সদাই লালায়িতা। এমন লক্ষ্মী-ছাড়া স্ত্রীলোকও আমরা কখন দেখি নাই। কাল কি খাইবে—তাহার স্থির নাই—সৌদামিনীর সাংসারিক বর্ত্তমান অবস্থা ত এইরূপ। এখনও তত্রাসন বাড়ীর ভাড়া ও হরলালের মো-সাহেবী ব্যবসায় যে আয় হয়, তাহাতে গুছাইয়া চলিলে সাংসারিক খাদ্য খরচের কোন অভাব থাকে না। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সমান—একজন নিজের উপার্জ্জন গ্লাসব্যয় করে, অন্যজন এ বর্ত্তমান ভাড়ার সামান্য আয় অপেক্ষা বড়-মানুষী দেখাইতে যায়।

যে দিন সৌদামিনীর হস্তে ভাড়ার দশটি টাকা পড়িবে—সৌদামিনী সেই দিনই সেই দশ টাকা খরচ করিয়া ফেলিবে। পর দিবসের খরচের জন্য এক পয়সাও রাখিয়া দিবে না। সেই কারণ, কোন দিন সৌদামিনী স্বামীপুত্র লইয়া এখনও পোলাও খায়, আর কোন দিন ছেলেদিগকে ছটো মুড়ি খাওয়াইয়া অ-উপবাস করিয়া বসিয়া থাকে। তাওকি সে কথা কাহাকে জানিতে দেয়—পানটি খাইয়া ঠোঁট দুইখানি লাল করিয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়। মান ও লজ্জার ভয়ে কাহার নিকট সে কথা প্রকাশ করে না।

তবে হরলালের এখন আর প্রায়ই বাড়ীতে আহার হইত না। যে এখনও কোন মন্দ জিনিষ খাইতে পারিত না। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও হরলালের বেশভূষা এখনও তাহাই

ছিল। [illegible] [illegible]
করে চলে যা। পূর্ব্বে [illegible]
ঘুরিয়াছে, সেই হরলাল এখন শহরে মো-সাহেবী করিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে হরলালের সঙ্গে নগেন্দ্র নাথের সামান্য পরিচয় ছিল। একবার নগেন্দ্র হরলালের বাগান পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় হরলালের সহিত নগেন্দ্র নাথের সেরূপ বন্ধুত্ব হয় নাই। এবার খুল্লতাতের সহিত পৃথক হইয়া যখন কলিকাতায় আসিয়া নগেন্দ্রনাথ ধূমধাম আরম্ভ করিয়া দিলেন, সেই সময় উপযুক্ত শিকার মনে করিয়া হরলালই একদিন বিনা আহ্বানে নগেন্দ্র নাথের বাড়ী আসিয়া দর্শন দিল। নগেন্দ্রনাথ হরলালকে পাইয়া বিশেষ আদর-অভ্যর্থনা করিলেন— এবং সেই দিন হইতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যতাও স্থাপিত হইল। তখন হরলালেরই পরামর্শ মত বাড়ীঘর সাজান হইতে লাগিল। হরলালই নগেন্দ্রের সঙ্গে গিয়া বড় বড় ইংরেজ দোকানদারের দোকান হইতে গাড়ী, ঘোড়া, আসবাব, পোষাক খরিদ আরম্ভ করিয়া দিল। সে কার্য্য হরলাল নিঃস্বার্থভাবে, বন্ধুত্বের খাতিরে করিত না। ভিতরে ভিতরে সেই সকল সাহেব দোকানদারের সহিত তাহার একটা বন্দোবস্তও ছিল। এই কার্য্যে হরলালের আপাতক বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন চলিতে লাগিল। কিন্তু সে অধর্ম্মের উপার্জ্জন অপব্যয়ে নষ্ট হইয়া যাইত। হরলাল মদ ও বেশ্যা এখন ছাড়িতে পারে নাই। চরিত্র একবার নষ্ট হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তনেও অধিকাংশ লোকের চৈতন্য হয় না।

একদিন এইরূপে হরলাল নগেন্দ্রের বন্ধুকে লয়ে বুঝাইয়া

[illegible]

[illegible] । আর সেটি [illegible] উপার্জনে হরলালের [illegible] নিজের [illegible] টাকা রহিয়াছে এবং [illegible] যখন [illegible] পরিবর্ত্তে [illegible] সুরাপাত্রীর সুরাপান অনিবার্য্য হই[illegible] [illegible] নিয়া এক টাকা সঙ্গে লইয়া সুরাপান করিতে গি[illegible] [illegible] অনেকবার ঠকিয়াছে। এমন কি সঙ্গে যত টাকা থাকুক না কেন, শেষে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া হরলালকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছে। সেই কারণ, হরলাল একবার মনে করিল—বাড়ীতে গিয়া টাকাগুলি রাখিয়া দুই পাঁচ টাকা খরচ করে। কিন্তু হরলালের সৌদামিনীর ভয় আছে। পাছে সৌদামিনী সমস্তই কাড়িয়া লয়—সেই কারণ বাড়ী গিয়া টাকা রাখিয়া আসিতে হরলালের ভরসা হইল না। এই সময় হরলালের আর এক কথা মনে পড়িয়া গেল। নগেন্দ্রের [illegible] জান, কিন্তু নগেন্দ্রকে অন্ততঃ আপাতক সুরাসক্ত করিতে পারিলে, তাহার স্কন্ধে যেরূপ উত্তম আ[illegible]রাদি দিতেছে, সেইরূপ পান-সুখও চলিতে পারে। নগেন্দ্র গুলজার বাইজীর গান শুনিতে ভালবাসে। এই গান শুনিবার অছিলায় তাহাকে গুলজারের বাড়ী লইয়া যাইতে পারিলে, হরলালের অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে।

হরলালের নিকট দশটাকা করিয়া পোনরখানি নোট ছিল। হরলাল তাহার একখানি ভাঙ্গাইয়া তিনটাকায় এক বোতল [illegible] খরিদ করিল। তার পর চৌদ্দখানি দশটাকার নোট [illegible] একখানি পাঁচটাকার নোট [illegible] [illegible] [illegible] হরলাল এইটি মাত্র টাকা পকেটে করিয়া [illegible]

টি দিয়া উঠিল। বাইজীর কণ্ঠে লোপকে তাহার একটা বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। তখন হরলাল সেই বাইজীর বোতল একজন ভৃত্যকে খুলিতে বলিল এবং সোডা ও পানের জন্য সেই ভৃত্যকে একটি টাকা দিল। বেশ বড়ের মত এক গেলাস ঢালিয়া হরলাল নিজে পান করিয়া স্বহস্তে সেই বোতলের ছিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া বাইজীকে কহিল—"তবে আজই সন্ধ্যার পর, আমি নগেন্দ্রবাবুকে নিয়ে আস্‌বো। এই বোতল তোমার কাছেই রইল, যে কোন উপায়ে হ'ক তাকে তোমার মদ খাওয়াতেই হবে।"

বাইজী উত্তর করিল—"আচ্ছা, খুব পার্‌বো। আজই কিন্তু বাবুকে নিয়ে আসা চাই। আমার কায়দানী আমি তখন দেখিয়ে দেবো।"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। তামাকু টানিতে টানিতে হরলালের মনে হইল—তাহার নেশা আদৌ হয় নাই। বোতলও এখনও প্রায় পরিপূর্ণই রহিয়াছে—আর আজ প্রথম দিনে নগেন্দ্র আর কত খাইবে? সুতরাং পুনরায় সে বোতল আনিতে বলা হইল। হরলাল স্বহস্তে আর এক গেলাস ঢালিয়া গলাধঃকরণ করিল। ভৃত্য আর এক ছিলিম তামাক দিয়া গেল। হরলাল তামাকু টানিতেছে, আর তখনও সেই বোতলটা সম্মুখেই রহিয়াছে। হরলালের নেশাত এখনও কিছুই জমে নাই। অগ্নিতে ঘৃত সংযোগের ন্যায় মাত্র পান-পিপাসাটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই আর এক গেলাস চলিয়া গেল। কি আপদ! এখনও সোডা ও পান প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে যে। ঐ সোডা ও পানের খাতিরে আর এক গেলাস পান করিলে হয়

না ? এ দিকে হরলালের কিছু ক্ষুধাবোধও হইয়াছিল। তখন হরলাল ভৃত্যকে অবশিষ্ট টাকাটি সময়োপযোগী খাতাদি আনিতে দিল। অবশ্য প্রথমবারে যে টাকা সোডা ও পান আনিতে দেওয়া হয়, তাহার অবশিষ্ট পয়সা তখন ভৃত্যের নিকটই ছিল, কিন্তু একজন বাইজীর ঘরে আসিয়া এক আনার দ্রব্যের জন্ত এক টাকা দিয়া অবশিষ্ট পোনের আনা ফেরৎ লওয়া দস্তর নহে। হরলাল এখন আর সেরূপ বে-দস্তর কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং কিছু খাবার আনিতে পুনরায় ভৃত্যকে পকেটের অবশিষ্ট টাকাটি বাহির করিয়া দিতে হইল।

এইবার হরলালের বেশ নেশা হইয়াছে। আর তাহার নিকট এখনও ১৪৫৲ টাকা রহিয়াছে, সুতরাং যে উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছিল, তাহা সে ভুলিয়া গেল—তখন দালালি করিতে আসিয়া নিজেই সে কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমেই বাইজীকে তাহার সহিত সুরাপান করিতে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু জুলজার তাহাতে সম্মত হইল না। তখন হরলালের বড়ই রাগ হইল—তাহাকে এখন নিঃস্ব জানিয়াই বাইজী তাহাকে অপমান করিল, এই কথা হরলালের মনে উদয় হইল। অমনি তাহা হইতে নোটের তাড়া খুলিয়া বাইজীকে তাহা হইতে একখানা দশটাকার নোট দিয়া কহিল—"কি বিবিজান্ ? এখন আমি গরীব হয়ে গেছি বলে, আমার সঙ্গে মদ খাবে না বাবা ? এই নাও—দশটাকা। তার পর আমায় খুসী কর, তখন যত টাকা চাও, আমি দেবো—টাকার ভাবনা কি বিবিজান্ ?"

বিবিজান সে নোটের তাড়া দেখিতে পাইল, সুতরাং হরলালের সহিত সুরাপানে আর আপত্তি করিল না। দেখিতে দেখিতে সে

বোতল শূন্য হইল। তখন হরলালের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? হরলাল গুলজারকে কহিল—"গুলজার, এইবার একটা গান গাও দেখি।"

"ক্যা গান গাহেংগে ফরমাইয়ে"—বলিয়া সহাস্যবদনে বাইজী একবার বঙ্কিম কটাক্ষ করিল। তখন হরলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—"গজল্ গাইয়ে—গজল্ গাইয়ে।"

বিবিজান অমনি গান ধরিল:—

"হুঁইয়া, হুঁইয়া, হুঁই-যারে সৈঁইয়া।"

এই পর্য্যন্ত গাইয়াই গুলজার কহিল—"বে-গর্ সুর এ গজল্ গহনা, হাম্‌সে নেহি-চলেগা বাবু সাহেব। ওস্তাদজীকো বোলাইয়ে, তবল্‌জীকে বোলাইয়ে, গান শুনিয়ে।"

তখন হরলাল হুকুম দিল—"কুচ পরোয়া নেহি—ওস্তাদজীকো বোলাও—তবলজীকো বোলাও।"

তখন বাবুর হুকুম পাইয়া ওস্তাদজী আসিল, তবলজী আসিল—তাহাদের সঙ্গে সে বাড়ীর আরো অনেকে আসিয়া জুটিল। লোকের সংখ্যা অধিক দেখিয়া এককালীন আর এক ডজন হুইস্কীর হুকুম হইয়া গেল। হুইস্কীর আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদিও আসিল। তখন রীতিমত মজ্‌রো আরম্ভ হইল। এ দিকে বাইজীর গানের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-বাৎলান চলিতেছে, আর ও দিকে বোতল বোতল হুইস্কী উড়িতেছে। এ দিকে দশ দশ টাকার নোটের বক্‌সিস পড়িতেছে—আর ও দিকে মধুর অধরে মধুর হাসির লহরী ছুটিতেছে! দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ আমোদ চলিতে না চলিতেই, হরলাল অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন তাহার পকেটেই অবশিষ্ট যাহা কিছু টাকা কড়ি ছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

পর দিন বেলা নয়টার সময় হরলাল যখন বাড়ীর সম্মুখে গ
হইতে নামিল, তখন গাড়ী ভাড়ার পয়সা না পাইয়া গাড়ো
গালি দিতে আরম্ভ করিল। শেষে একজন ভাড়াটিয়া সে ভ
দিয়া, হরলালকে অপমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিল। এ দি
তৃষ্ণায় হরলালের ছাতি ফাটিয়া যায়। এক পয়সার বাতাস
সরবতের জন্য তখন হরলাল সৌদামিনীর স্মরণাগত হইল
কিন্তু তখন সরবতের পরিবর্ত্তে সৌদামিনী স্বামীকে ভালরূ
সহবৎ শিখাইয়া দিল! অনুতাপানলে হরলালের হৃদয় দগ্ধ হইতে
লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে সে দিন হরলালের সংসার খরচের জন্ত সৌদামিনীর কাছে এক পয়সাও ছিল না। সেই কারণ, এত বেলা পর্য্যন্ত সৌদামিনী আহারাদির কোন বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। হরলালের সংসারে দাসদাসীর মধ্যে এখন একমাত্র সহচরী-ঝিতে ঠেকিয়াছে। যেমন বাবু, তেম্‌নি বাবুনী ও তেম্‌নি ঝি। তবে ঝি মাগীর বড় মায়ার শরীর বলিয়াই সে এখনও এ সংসারে টিকিয়া আছে। আর সে আছে বলিয়াই এখনও ছেলে কয়টার কোন রকমে জীবন রক্ষা হইতেছে। আজ প্রাতে গয়লা রোজের দুধ দিয়া গিয়াছে, কিন্তু কয়লাও নাই, আর পয়সাও নাই, সুতরাং আজ সে দুধ জ্বাল হয় নাই। শেষে সহচরী কোথা হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনিল, তখন সে দুধ জ্বাল দেওয়া হয়। সেই দুধে দুইটা শিশুছেলের জীবন রক্ষা হইল। অপর তিন জনকেও সেই সহচরীই কোথা হইতে কিছু খাবার ধার করিয়া আনিয়া দিল।

গত কল্য হরলালের টাকা আনিবার কথা। সে টাকার যে অবস্থা হইয়াছিল, সে সংবাদ ত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি।

এখন হরলাল কপর্দ্দকশূন্য হইয়া যে অবস্থায় বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, তাহাতে সংসারের আর কোন ব্যবস্থা হইল না। হরলালের তখন খোঁয়াড়ীর অবস্থা। সর্ব্ব শরীর কামড়াইতেছে, গা যেন মাটি মাটি করিতেছে—পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাই-তেছে। হরলাল আর দাঁড়াইতে পারে না, সুতরাং সে গিয়া শয্যায় শয়ন করিল। এমন সময় একখানা বড় ঘুড়ী হরলালের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। সে ঘুড়ী হইতে স্বয়ং নগেন্দ্র নামিলেন। উপর হইতে ঘুড়ী দেখিয়া সৌদামিনী তাড়াতাড়ি সহচরীকে নীচে পাঠাইয়া দিল। সহচরীকে আর কোন কথা বলিয়া দিতে হইল না। সহচরী গিয়া নগেন্দ্র নাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন উভয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। আর উপর হইতে সৌদামিনী সকল কথাই শুনিতেছিল। নগেন্দ্র নাথ সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"হরলাল বাবু কোথায় ?"

সহচরী। বাবু বাড়ীর মধ্যেই আছেন।

নগেন্দ্র। তাঁকে একবার বাহিরে আস্‌তে বল। আমার বিশেষ আবশ্যক।

সহচরী। বাবুর অসুখ করেছে, তিনি ত এখন বাহিরে আস্‌তে পারবেন না।

নগে। সে কি! আমিত এ সংবাদ কিছুই জানি না।

সহ। আপনার নাম কি ?

নগে। আমার নাম নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

নগেন্দ্র নাথ পূর্ব্বে কখন হরলালের বাড়ী আসেন নাই। এই সময় সৌদামিনী তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কি শিখাইয়া দিল।

দৌড়িয়া বাহির বাটীতে আসিয়া কহিল—"কাকা বাবু, আপ্‌নি বাড়ীর মধ্যে বাবাকে দেখ্‌তে আসুন।"

নগেন্দ্র নাথ একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। সহচরী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া, যে গৃহে হরলাল শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরের মধ্যে আনিল। নগেন্দ্র নাথ সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কহিলেন—"হরলাল বাবু, আপ্‌নি যখন এতদূর পীড়িত, তখন আমার কোন সংবাদ দেন নাই কেন?"

হরলাল নগেন্দ্রনাথকে একবারে তাহার শয়ন ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমে বড়ই বিস্মিত হইল! কিন্তু সে বিস্ময়ের ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া কহিল—"আমার এ অসুখটা প্রায় মধ্যে মধ্যে হয়, এতে কোন ভয়ের কারণ নাই। তাই কোন সংবাদ দিই নাই।"

নগে। ডাক্তার আনা হয়েছিল কি?

হর। এ অসুখে আর ডাক্তার আন্‌তে হয় না—ওষুধ জানা আছে—সেই ওষুধ খেলেই সেরে যায়।

নগে। সে ওষুধ খাওয়া হয়েছিল কি?

হর। ওষুধ এখনও আনান হয় নাই।

এই কথা বলিয়া হরলাল ঝিকে কহিল—"সহচরি, একবার বেহারাকে ডেকে দাও—ওষুধ আন্‌তে হবে।"

হরলালের এখন আর কোন বেহারা নাই, কেবল সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই এই কথা কহিল। সহচরী সে কথা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"বেহারার অসুখ করেছে বলে সে ছুটি নিয়ে গেল যে!"

হর। তবে তুই নগেন বাবুকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে আমার ওষুধটা এনে দে।

সহচরী একটা বড় কুয়সীতে তামাক সাজিয়া দিল। তা কি ছাই—একটু তামাকও ঘরে আছে? সে বাহিরের একজন ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে তাহা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল। সহচরীর তামাক দেওয়া হইলেই, হরলাল মাথার বালিস তুলিয়া কি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমার বালিসের নীচে টাকা ছিল, কোথায় গেল?"

অমনি সহচরীও চীৎকার করিয়া উঠিল—"তবে এ সেই বেহারা পুড়ারমুখোর কাজ। অসুখ করেছে, ছল্ করে সেই টাকা চুরি করে পালিয়েছে।"

হরলাল তখন পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িয়া কহিল—"তবে আর ওষুধ আনা থাক্‌গে, আমি আর উঠ্‌তে পারি-নে।"

এই কথা শুনিয়া নগেন্দ্র নাথ তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"সে কে। ঔষধ এখনই আনা হ'ক। কয় টাকা লাগ্‌বে, আমার কাছে টাকা আছে, আমি দিচ্ছি।"

তখন হরলাল কহিল—"তবে দাও ভাই, তিনটা টাকা।"

নগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া তিন টাকা দিলেন। হরলাল সেই টাকা লইয়া সহচরীর কাণে কাণে কি কথা বলিয়া দিল। সহচরী চলিয়া গেল। নগেন্দ্র নাথ কহিলেন—"তোমার অসুখটা কি?"

হর। মাথার যন্ত্রণা আর জরের পিপাসা।

নগে। তবে নিশ্চয় জর হয়েছে—এ কি ম্যালেরিয়া?

হর। ম্যালেরিয়া জ্বর নয়—আর কোন রকমই জ্বর নয়—এ আর এক রকম রোগ।

নগে। যে রকম রোগই হ'ক—শরীরের মধ্যে রোগ পুষে রাখ্‌তে নেই—তোমার রীতিমত চিকিৎসা করান উচিত।

হর। আমার এ রোগের চিকিৎসক আমিই নিজে। চিকিসার প্রণালীটা হোমিওপ্যাথিক মতে করি। "বিষস্য বিষমৌষধং" অর্থাৎ যাতে রোগের উৎপত্তি, তাতেই এ রোগের নিবৃত্তি হয়। তবে মাত্রাটা হোমিওপ্যাথিক মতের ঠিক্ উল্টা।

নগে। আমি ত তোমার কথা বুঝ্‌তে পারলাম না।

হর। সহচরী আসুক—আমি হাতে কলমে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এই সময় সহচরী আসিয়া উপস্থিত হইল। সহচরীর বগলে একটা বোতল আর হাতে দুইটা সোডা। সেই বোতল আর সোডা দেখিয়া হরলাল আর শয্যায় পড়িয়া রহিল না। নিজেই উঠিয়া বসিয়া সহচরীকে কহিল—"ওঁ ঘর থেকে গেলাস আর কর্কস্ক্রুটা নিয়ে আয়।"

নগেন্দ্র নাথ অবাক্ হইয়া রহিলেন। তখন হরলালের যে কি রোগ তাহা জানিতে তাঁহার আর বাকি রহিল না। তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। নগেন্দ্র নাথ কহিলেন—"দেখুন হরলাল বাবু, আপ্‌নি এটা ছেড়ে দিন্। আপনার অসুখের কারণ এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যাতে অসুখ করে, নিজে ইচ্ছে ক'রে এমন জিনিষ খান্ কেন?"

"একটু পরে বল্‌ছি"।—এই কথা বলিয়া হরলাল বোতল খুলিয়া এক গেলাস পান করিল। পান করিয়াই কহিল "না ভাই, আমি নেমকহারাম হতে পারবো না। এতে

ত অসুখ করে না, বরং সুখই হয়—এত সুখ হয় যে সুখের তুফান চল্‌তে থাকে। তবে সেই তুফানে হাবুডুবু খেলেই, একটু অসুখ হবে বই কি। অসুখ হলে আরো চালাতে হয়, তখন আবার সুখ ফিরে আসে। যেমন 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি সুখানি চ।' যাক্ ও কথা—তা নগেন্দ্র বাবু, আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আজ আপনার পায়ের ধূলো আমার বাড়ীতে পড়েছে। আজ আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—যে আপনি আমায় যথেষ্ট ভাল বাসেন।"

নগে। কাল বৈকালে তোমার আমার বাড়ীতে নিশ্চয় যাবার কথা ছিল—তুমি গেলে না—আর আমার সোমনাথ বাবুর কাছে একটু আবশ্যক ছিল—সেখানে গল্প করতে করতে বেলা হয়ে গেল—ঘরে ফিরে যাবার সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবার জন্যে এসেছি।"

হর। তবে আপনার খাওয়া দাওয়া এখনও হয় নাই?

এই কথা বলিয়াই হরলাল সহচরীকে ডাকিয়া কহিল—"আজ নগেন বাবু এইখানে খাবেন। এখনই খাবার দাবার প্রস্তুত হ'ক।"

সহচরী গিয়া সে সংবাদ সৌদামিনীকে দিল। সৌদামিনীর মাথায় যেন বজ্রাঘাৎ হইল। নগেন্দ্র নাথ প্রদত্ত সেই তিন টাকা হইতে বার আনার পয়সা লইয়াই আজিকার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, ইহার উপর একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের আহারাদির আয়োজন কিরূপে হইতে পারে? সে কথা শুনিয়া সৌদামিনী ব্যাকুল হইয়া বলিল—"কি হবে সহচরী?"

সহচরী উত্তর করিল—"আমার দ্বারা কিছু হবে না বাছা।"

সৌদামিনী আকুলপ্রাণে কহিল—"তবে এখন উপায়?"

এমন সময় একটা ঢং ঢং কাঁশির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সৌদামিনী সে শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি সহচরীকে কহিল— "সহচরি, রাস্তা দিয়ে বোধ হয়, বাসনওলা যাচ্ছে, তুই কাঁশারীকে শিগ্‌গীর ডাক্।"

সহচরী দৌড়িয়া গিয়া রাস্তা হইতে একজন বাঁসনওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল। তখন সৌদামিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— "হাঁ গা, তোম্‌রা পুরোতন বাসন কিন্‌বে ?"

সে উত্তর করিল—"কেন কিন্‌বো না মা-ঠাক্‌রুণ, পুরোতন ভাঙ্গাবাসন কিনি, আর নূতন বাঁসন বেচি। এইত আমাদের কারবার।"

সৌদামিনী তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে একটা পিত্তলের বড় কল্‌সী, একটা গাম্‌লা ও দুইখানা কাঁশার থালা আনিয়া উপস্থিত করিল। বাসনওলা তাহা দেখিয়া কহিল—"এত মা, ভাঙ্গা বাসন নয়, তুমি এ জিনিষ বেচ্‌বে নাকি ?"

তখন সহচরী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"ওগো, মা ঠাকরুণের এ সকল বাসন পছন্দ নয়—তাই বেচে ফেল্‌ছেন।"

সুযোগ বুঝিয়া বাসনওয়ালা পাঁচ টাকা তিন আনায় সে সকল খরিদ করিয়া চলিয়া গেল। সৌদামিনীর পক্ষে সে সময় সে পাঁচটা টাকা নয়, পাঁচ মোহরের অপেক্ষাও অধিক। টাকা পাইলে কলিকাতা সহরে যে কোন সময়ে হউক, আহারাদির উদ্যোগ করিতে কষ্ট পাইতে হয় না, আর বিশেষতঃ সহচরী সে কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। এদিকে তখন যত শীঘ্র সম্ভব, নগেন্দ্র নাথের আহারাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্য দিকে হরলালের শয়ন গৃহের মধ্যে আর এক অভিনয় চলিতেছিল। হরলাল পুনরায়

আর এক গেলাস সুরা ও সোডা ঢালিয়া নগেন্দ্র নাথকে দিল। নগেন্দ্র নাথ কহিলেন—"না—আমি আর খাবো না।"

হর। অসুখের জন্য ওষুধ খাচ্ছেন, সুতরাং এতে আর দোষ কি আছে নগেন বাবু?

নগে। কেন—তোমার অনুরোধ রক্ষার জন্যে আমি একবার ত খেয়েছি।

হর। ওষুধ কি একবার ঠোঁটে ঠেকাইলেই রোগ আরাম হয় না কি? ডাক্তারেরা তবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধের ব্যবস্থা করেন কেন? আর এ আপ্‌নার ঔষধার্থে সুরাপান সুতরাং এতে আর দোষ কি? আপ্‌নার পক্ষে এই ব্যবস্থা রইলো—অসুখ কর্‌লেই খাবেন। আমার কিন্তু দেখুন—নগেন বাবু, না খেলেই অসুখ করে, তাই খাই। অসুখ না কর্‌লে আমিও কখনই মদ খাই না।

নগে। তবে দাও, কিন্তু এবার আমায় অল্প দিও হরলাল বাবু।

হর। এ যা ঢেলেছি—এ নিতান্তই অল্প, এর চেয়ে অল্প আর হয় না।

নগেন্দ্র নাথ এবারও তাহা উদরস্থ করিলেন। তখন ধীরে ধীরে তাঁহার মনে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। এমন কি তাঁহার শরীরের যে গ্লানি ও ক্ষুধামান্দ্য ছিল, তাহাও দূর হইল। তখন উভয়ের মধ্যে খোলা প্রাণে নানারূপ খোষগল্প ও আমোদ চলিতে লাগিল। এমন সময় সহচরী আসিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে ডাকিল। বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। সুরাধীর রন্ধন খাইতে নগেন্দ্রের কোন আপত্তি হইল না—

বিশেষতঃ সৌদামিনী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজেই তাহা পরিবেশন করিতেছিল। আহারের পর নগেন্দ্র সেই গুরুতর আহার পরিপাক করিবার উদ্দেশে আর এক গেলাস ঔষধ সেবন করিয়া তাহার পর গৃহে ফিরিলেন। নগেন্দ্র নাথের কি স্ফূর্ত্তি! কি চমৎকার ঔষধ! নগেন্দ্র নাথের সে অসুখ ত আর নাই। যেন কি এক যাদুমন্ত্রবলে সে পেটের অসুখ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! নগেন্দ্র নাথ এখন সুখসাগরে ভাসিতেছেন। ঔষধার্থে সুরাপান ত ভাল—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র নাথ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে। সেই অপরাহ্ণে নগেন্দ্র নাথ একেবারে তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়া শয়ন করিলেন। এই সংবাদ অচিরে চঞ্চলা ও মনোরমার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। চঞ্চলা ভাবিল, তবে বুঝি দাদার অসুখ করিয়াছে। সেই কারণ চঞ্চলা মনোরমাকে দাদার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু মনোরমার বড়ই লজ্জা—এখনও দিবা অবসান হয় নাই, সুতরাং সে কিরূপে স্বামীর নিকট এখন যাইবে? অনেক অনুনয়েও মনোরমা সম্মত হইল না। তখন অগত্যা চঞ্চলা ধীরে ধীরে নগেন্দ্র নাথের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। নগেন্দ্র নাথের তখন চারিদিকেই আনন্দের তুফান চলিতেছিল। সেই তুফানের উপর অকস্মাৎ যেন এক অপ্সরা আসিয়া তরঙ্গের তালে তালে হাসিতে হাসিতে ও নাচিতে নাচিতে তাহাকে দর্শন দিল! নগেন্দ্র বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—এত স্বর্গের অপ্সরা নয়—এ যে তাঁহাদেরই মর্ত্তের চঞ্চলা! চঞ্চলা? চঞ্চলা এত সুন্দর! চঞ্চলার এত রূপ! এ রূপ

এত দিন নগেন্দ্র নাথের নয়নে পড়ে নাই কেন? হঠাৎ চঞ্চলা এত রূপ কোথায় পাইল?

এমন সময় বীনানিন্দিতকণ্ঠে চঞ্চলা কহিল—"দাদা, আজ আপনার কি অসুখ করেছে?"

আহা! চঞ্চলার কণ্ঠস্বর কি মধুর! এ যে নগেন্দ্র নাথের কর্ণে একবারে সুধা ঢালিয়া দিল! নগেন্দ্র নাথ সে প্রশ্নের উত্তর দিবেন কিরূপে? তখন চঞ্চলার রূপে তাঁহার চক্ষু ভরিয়া গিয়াছে—কণ্ঠস্বরে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছে। নগেন্দ্র কোথায়? এখন তাঁহার আত্মবিস্মৃতি আসিয়াছে। চঞ্চলা পুনরায় প্রশ্ন করিল—"আপনার কি অসুখ করেছে দাদা?"

এইবার নগেন্দ্রনাথের কথঞ্চিৎ চৈতন্য হইল। নগেন্দ্র নাথ উত্তরে এবার মিথ্যা কথা কহিলেন—"হাঁ, আজ আমার বড় অসুখ করেছে চঞ্চলা।"

চঞ্চলা আকুল প্রাণে কহিল—"তবে আমি বউ দিদিকে ডেকে দিইগে যাই। একটু গায়ে-পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে।"

নগে। না না—তাকে ডাক্‌তে হবে না। চঞ্চলা, তুমি ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে আমার কাছে এসে একটু বস—দুটো কথা কও। তা হলেই আমার অসুখ ভাল হয়ে যাবে।"

চঞ্চলা কিন্তু সে চেয়ারে বসিতে পারিল না। মেঝের উপর নিরাসনেই বসিল। তাহা দেখিয়া নগেন্দ্র ক্ষুণ্ণমনে কহিলেন—"ঐ চেয়ার খানায় বস না।"

চঞ্চলা লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"আমি বেশ বসেছি—চেয়ারে বস্‌তে পার্‌বো না, দাদা।

তোমার কি অসুখ করেছে দাদা? ডাক্তার ডাকতে হবে কি?"

নগেন্দ্র। না না—আমার তেমন অসুখ করে নাই।

মনে মনে কহিলেন—"আমার এত সুখ জীবনে কখন হয় নাই। আজ তোমার রূপ দেখে আমার প্রাণ ভরে গিয়েছে। আমি কি এত দিন অন্ধ ছিলাম? চঞ্চলা, তুমি এত সুন্দর!"

প্রকাশ্যে কহিলেন—"চঞ্চলা, তুমি চুপটি করে বসে রইলে যে—কথা কও না—আমি তোমার কথা শুনতে বড় ভাল বাসি যে।"

নগেন্দ্রের সে কথায় চঞ্চলা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল—তাহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। নগেন্দ্র নাথ পুনরায় কহিলেন—"চঞ্চলা, এখানে এসে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত? কোন রূপ কষ্ট হলে, আমায় বলো—আমি তোমার সুখের জন্যে প্রাণ দিতে পারি।"

চঞ্চলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল, ভয়ে তাহার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! আর সেখানে থাকিতে পারিল না। "বড় দিদিকে ডেকে দিইগে"—এই কথা বলিতে বলিতে চঞ্চলা তাঁহার দাদার অনুমতি না লইয়াই সে গৃহ হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। অল্পক্ষণ পরেই মনোরমা সেই গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। নগেন্দ্র নাথ চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা—যেন আলোর পর অন্ধকার!

কিসে আর কিসে! চঞ্চলার রূপের সঙ্গে কি আর মনোরমার রূপের তুলনা হয়? মনোরমার মুখ দেখিলেই, এখন নগেন্দ্র নাথের কেবল সেই চঞ্চলার মুখ মনে পড়ে। কি সুন্দর সেই মুখ! চঞ্চলা বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এ অসাধারণ রূপ—

এ অলৌকিক সৌন্দর্য্য কি অনাদরে বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে? নগেন্দ্র নাথের মনে তখন কেবল এই কথার তোলাপাড়া হইতেছিল।

মনোরমা আসিয়া নগেন্দ্র নাথের পদ সেবায় নিযুক্ত হইল। কিন্তু পা টিপিতে আরম্ভ করিলেই নগেন্দ্র নাথ বলিলেন—"পা-টিপ্‌তে হবে না।"

মনোরমা তখন পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। কিন্তু সেটাও নগেন্দ্রের ভাল লাগিল না। তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"পায়ে হাত বুলুতেও হবে না।"

মনোরমা কাজেই গায়ে হাত বুলাইতে গেল। কিন্তু তাহাও নগেন্দ্রের মনোমত হইল না। মাথার চুল অল্প অল্প টানিয়া দিলে নগেন্দ্র নাথ পূর্ব্বে সুখানুভব করিতেন—অনেক সময় মনোরমাকে সেরূপ সেবা করিতেও হইয়াছে। সেই কথা স্মরণ হইবা-মাত্র মনোরমা সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কিন্তু মনোরমা এ কার্য্যেও আজ বাধা পাইল। তখন ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল—"তবে আমি কি কর্‌বো?"

তখন হঠাৎ নগেন্দ্র নাথের মুখ হইতে বাহির হইয়াগেল—"একবার চঞ্চলাকে ডেকে দাও।"

মনোরমা চঞ্চলাকে ডাকিয়া দিবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। যখন দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তখন কি ভাবিয়া নগেন্দ্র নাথ বলিলেন—"না—চঞ্চলাকে এখন আর ডেকে দিতে হবে না।"

মনোরমা থামিল। পুনরায় ফিরিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া নগেন্দ্র কহিলেন—"না না, তোমায় থাকৃতে বলি না—তুমি যাও।"

মনোরমা চলিয়া গেল। মনোরমা কাছে থাকিলে, চঞ্চলার রূপচিন্তায় নগেন্দ্রের সুবিধা হয় না। এইবার সেই নির্জ্জন গৃহের শয্যায় পড়িয়া নগেন্দ্র চঞ্চলার রূপধ্যানে একবারে তন্ময় হইয়া গেলেন।

সেই দিন হইতেই চঞ্চলাই নগেন্দ্র নাথের ধ্যান—চঞ্চলাই নগেন্দ্র নাথের হৃদয়সর্ব্বস্ব! বন্ধু, বান্ধব, আমোদ, প্রমোদ আহার, বিহার, আর কিছুই নগেন্দ্রের ভাল লাগিত না। হরলাল আসিয়া ফিরিয়া যাইত, নগেন্দ্র কোন বন্ধু বান্ধবের সহিতই আর দেখাও করিতেন না। সর্ব্বদাই যেন বিরক্তভাব, মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। দাসদাসীরা মহা ভীত হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র নাম মাত্র ভোজনে বসিতেন, দুই এক গ্রাস খাইয়াই উঠিয়া পড়িতেন। কেন খাইলেন না—জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"রান্না ভাল হয় নাই।"

প্রতিদিন এইরূপ হয় দেখিয়া একদিন চঞ্চলা অতি যত্নে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিল। সে দিনের রন্ধনে হিন্দুর অখাদ্য কোন দ্রব্যই ছিল না। অন্য সময় হইলে নগেন্দ্র তাহা মুখে করিতে পারিতেন না। কিন্তু সে দিন তিনি পরিতোষের সহিত আহার করিলেন, এবং সে রন্ধনের কত সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। চঞ্চলার এখন সবই ভাল—কেবল দোষের মধ্যে চঞ্চলা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার দাদার নিকট আসিত না!

চঞ্চলা আসিত না, কিন্তু কোন রকম ছলনা করিয়া নগেন্দ্র সর্ব্বদাই চঞ্চলার নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেন। একদিন বৈকালে নগেন্দ্র নাথ একখানি 'বিষবৃক্ষ' হস্তে করিয়া চঞ্চলার

গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সে গৃহে আর কেহই ছিল না। নগেন্দ্র চঞ্চলাকে এরূপ নির্জ্জনে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন—"চঞ্চলা, তুমি বঙ্কিম চন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' পড়েছ ?"

দরজার উপরে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং চঞ্চলার সে গৃহ হইতে পালাইবার যো ছিল না। কাজেই উত্তর করিল—"আমি ছেলে বেলায় পড়েছিলাম দাদা।"

নগে। তবে আর একবার পড়ো—এই বইখানা রেখে দাও।

চ। আমি ও বই আর পড়্‌বো না।

চ। বাবা [illegible]

নগে। কি! বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস [illegible] খুড়ো [illegible] নিষেধ!

চ। হাঁ—কোন উপন্যাসই পড়া আমাদের উচিত নয়।

নগে। তবে কি পড়্‌বে ?

চ। রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য পুরাণেরও বাঙ্গালা অনুবাদত এখন পাওয়া যায়—পড়্‌বার অভাব কি দাদা ?

নগে। ছেলে বেলায় বিষবৃক্ষ পড়েছিলে। আচ্ছা, বই না পড়, তবে গল্পটা আর একবার তোমায় শোনাবো।

চ। না—আর সে গল্প শোনোতে হবে না—সে গল্প আমার মনে আছে দাদা।

নগে। নগেন্দ্র নাথের কথা ?

চ। মনে আছে।

নগে। কুন্দনন্দিনীর কথা?

চ। মনে আছে।

নগেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। কিন্তু এই সময় হৃদয়ের একটা উচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কহিলেন—"তবে শোন চঞ্চলা—আমার কথা শোন। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র কবির কল্পনা মাত্র—বাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু তোমার সম্মুখে জীবন্ত নগেন্দ্র দাঁড়িয়ে রয়েছে চঞ্চলা—আর তুমিই তার কুন্দনন্দিনী।"

হঠাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাৎ হইলে পথিক যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া থাকে, চঞ্চলা সেই রূপ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। নগেন্দ্র পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কিন্তু কুন্দর প্রতি সে নগেন্দ্র এক গ্রাস ব্যবহার করেছিল—কারণ কুন্দের প্রতি সে নগেন্দ্রের বিব... বলিতেছিলা। ছিল না—সে নগেন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রভেদ এই—আমি তোমায় যথার্থই প্রাণের সহিত ভালবাসি। আমার ধন, মান, প্রাণ সমস্তই তোমায় দিলাম। তুমি যা বলবে—আমি তাই করবো—তুমি আমার হও চঞ্চলা, তুমি আমার হও। আমি তোমায় না পেলে নিশ্চয়ই পাগল হবো—তা হলে এ সংসার ছারখার হয়ে যাবে চঞ্চলা। এখন তোমার উপর আমার জীবনমরণ নির্ভর করছে চঞ্চলা, তুমি আমার হও।

এ কি সত্য না স্বপ্ন! কি ভাবিয়া চঞ্চলা আর নীরব থাকিতে পারিল না। লজ্জা, ভয়, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কহিল—"আমি যে তোমার ভগিনী—সহোদরা তুল্য—তোমার মুখে এই কথা দাদা! আমার কাছে এই সব অসভ্য প্রস্তাব করতে তোমার লজ্জাবোধ হলো না দাদা? তুমি কি উন্মাদ হয়েছ?"

নগে। কেন উন্মাদ হবো না চঞ্চলা? তোমার ঐ রূপই আমায় উন্মাদ করেছে।

চ। বিষবৃক্ষ খানা পড়েও তোমার চৈতন্ত হলো না? এই কি তুমি লেখাপড়া শিখেছ?

নগে। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রের সূর্য্যমুখী ছিল, কিন্তু তাতেও যখন তার চৈতন্ত হয় নাই—তখন আমার চৈতন্ত কি করে হবে চঞ্চলা?

চ। কেন—তোমার ত মনোরমা আছে।

নগে। মনোরমা কি আমার স্ত্রীর যোগ্য?

[illegible] স্বর্গ আর তুমি নরক!

[illegible]

সে নগেন্দ্র কুন্দকে যেমন যথাশাস্ত্র [illegible] ছিল, আমিও তোমায় বিদ্যাসাগরের মতে বিধবা-বিবাহ কর্‌বো।"

তখন চঞ্চলার সহিষ্ণুতা একবারে চরম সীমায় উঠিয়া ছিল। চঞ্চলা এইবার ক্রোধে অধীরা হইয়া এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া পাপী নগেন্দ্র নাথের হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল! উন্মাদিনীর ন্যায় চঞ্চলা চীৎকার করিয়া উঠিল—"নরকের কীট! আমি যে তোর ভাতি-ভগিনী রে!"

সে চীৎকার শুনিয়া মনোরমা সেই গৃহের মধ্যে দৌড়িয়া আসিল, আর চঞ্চলা অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই গৃহতলে পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন হইতে নগেন্দ্রের গৃহ চঞ্চলার পক্ষে নরক-সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। চঞ্চলা আর সে গৃহে বাস করিতে পারে না। মনোরমার জন্যই চঞ্চলার এ নরকপুরীতে বাস, কিন্তু চঞ্চলার মনে যখন নিজের ধর্ম্মহানির আশঙ্কা জন্মিল, তখন পরদুঃখকাতরা চঞ্চলার সে পরোপকার প্রবৃত্তি আর হৃদয়ে স্থান পাইল না। এখন কোন রকমে মনোরমাকে বুঝাইয়া চঞ্চলা এখান হইতে চলিয়া যাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। আচ্ছা, মনোরমা নিজের স্বামীকে বশীভূত করিতে কেন চেষ্টা করে না? স্বচক্ষে স্বামীর আচরণ দেখিয়াও কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকে? স্বামী বিপদগামী হইলে, তাহাকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করা—স্ত্রীর ত কর্ত্তব্য। মনোরমা সে কর্ত্তব্যপালন করে না কেন? অনেক সময় চঞ্চলার মনে এই সকল কথার উদয় হইত। তখন মনোরমার উপরও চঞ্চলার রাগ হইত। একদিন চঞ্চলা মনোরমাকে কহিল—"বউ দিদি, তুই যে একবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিস্? দাদাকে ভাল করবার চেষ্টা কর্। দাদা মন্দ হলে, তোর যত ক্ষতি হবে, এত ক্ষতি আর কারু হবে না।"

মনোরমা উত্তর করিল—"আমি কি করে সে চেষ্টা করবো? আমি তাঁর ভালর জন্যে রাতদিন মনে মনে ঠাকুরদেবতাকে ডাকি—তাঁদের চরণে মাথা খুঁড়ি—আমি আর কি করবো ঠাকুর-ঝি?"

চ। কেন—তাঁর মনের মতন হতে চেষ্টা কর্।

মনো। তিনি ত অধঃপাতে যাচ্ছেন, আমি কি তাঁর সঙ্গে অধঃপাতে যাবো?

চ। আমি অধঃপাতে যেতে বল্‌ছি না। আমি বলি—দাদা বাড়ীর ভিতর এলে তুই পালাস্ কেন?

মনো। দিনের বেলায় পালাই—রাত্রেত আর পালাই নে। দিনের বেলায় আমি কখন কাছে যাই না—এখন আমি কেমন করে যাবো ঠাকুর-ঝি? আমার বড় লজ্জা করে যে।

চ। লজ্জা করে তা জানি—আর কিছু করে কি?

মনো। আর আমার বড় ভয়ও করে ঠাকুর-ঝি।

চ। কেবল কি লজ্জা করিস্, আর ভয় করিস্—তুই দাদাকে ভক্তি করিস্ না? দাদা যে তোর স্বামী লো।

মনো। স্বামী বলে ভক্তি করি বই কি ঠাকুর-ঝি। আমি হিঁদুর মেয়ে—তায় ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছি—আমি স্বামীকে ভক্তি করি না!

চ। আচ্ছা, ভালবাসিস্ কি?

মনোরমা আর এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না—নিরুত্তরে রহিল। চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া কহিল—"আমার কথার উত্তর দিলি না বউ-দিদি!"

মনোরমা তখন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"ভালবাসা কাকে বলে ঠাকুর-ঝি?"

চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া কহিল—"এ... কথা বউ দিদি! তুই নিতান্ত ছেলে মানুষ নস্—আর ...ও বৎসর তোর বিয়ে হয়ে গেছে—আর আজ তুই কি না আমায় জিজ্ঞেস কর্‌ছিস্—ভালবাসা কাকে বলে! আচ্ছা, ... কেমনে, আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আর বুঝিয়ে দেবোই বা ...? [redacted] তুই ত খুব ভালবাসিস্—আর কেবল আমাকে কেন [redacted] ত পৃথিবী শুদ্ধ সকলকেই ভালবাসিস্। আচ্ছা, আমি ... এখন থেকে কাপড়পুরে চলে যাই—তবে আমার জন্যে তোর মন-কেমন করবে কি? এই মার কাছ থেকে ... এসেছিস্ বলে—এখন মার জন্যে তোর যেমন মন-কেমন করে।

মনো। ... খুব মন-কেমন করবে ঠাকুর-ঝি।

চ। আচ্ছা, দাদা যদি এ... ...লে যান, তবে ... তোর ... কেমন করবে কি?

মো। তা আমি এখন ঠিক্ করে বল্‌তে পারি না ঠাকুর-ঝি।

চ। আচ্ছা, আমার কাছে তুই যেমন রাতদিন থাক্‌তে ইচ্ছে করিস্—আমাকে একদণ্ড দেখ্‌তে না পেলে, তোর যেমন কষ্ট হয়, দাদার কাছে তেম্‌নি তোর রাতদিন থাক্‌তে ইচ্ছে করে কি?—দাদাকে একদণ্ড দেখ্‌তে না পেলে, তোর মনে তেম্‌নি কষ্ট হয় কি?

মনো। তা ত আমার হয় না ঠাকুর-ঝি।

সে কথা শুনিয়া চঞ্চলা ক্রোধভরে কহিল—"তুই পোড়ার-মুখী তবে ত আমার দাদাকে ভাল বাসিস্ না! তুই না হিন্দুর মেয়ে—তুই না ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিস্! তোর মা যে অতি

সতীলক্ষ্মী ছিলেন—আর তোর বাপ্‌কেও আমাদের মনে পড়ে না বটে, কিন্তু আমরা শুনেছি—তিনিও একজন ভাল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে তুই কেন এমন হলি?"

মনোরমা আর এ প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিল না, কেবল বিষণ্ন মুখে অবনত মস্তকে রহিল। সে বিষণ্ন মুখ দেখিয়া চপলার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। চপলা মনোরমাকে সান্ত্বনা-বাক্যে কহিল—"আমি তোর ভালর জন্যেই বল্‌ছি বউ-দিদি। তুই আমার কথায় রাগ করিস্ না। দেখ, মেয়ে-মানুষের স্বামীর মতন এ পৃথিবীতে আর কেউ নাই। স্বামীকে ঠাকুর দেবতার মতন ভক্তিও কর্‌তে হয়, আবার সকলের চেয়ে অধিক ভালও বাস্‌তে হয়। স্বামী যাতে সুখী হন, প্রাণপণে সেই চেষ্টা কর্‌লে স্ত্রীর পরকালের কাজ হয়। এ সকল কথাত সকলেই জানে, আর মেয়ে মানুষ মাত্রেই এ কাজও করে থাকে। তোকে আমি সে উপদেশ দিতে যাব কেন? আর সে উপদেশ দিতেও যে আমারই লজ্জা করে। তুই ও আমায় মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাসিস্, আমিও তোকে সেই চক্ষেই দেখি। তুই আমার উপর রাগ করিস্ না বউ-দিদি।"

মনো। আমি ত তোমার উপর রাগ করি নাই ঠাকুর-ঝি। আমার নিজের উপরই আমার রাগ। আমি মরণের জন্যে ঠাকুর দেবতার কাছে কত মাথা খুঁড়েছি—কিন্তু আমার মরণ হয় না কেন? আমার মনে হয়—আমার মরণ হলেই তাঁর পক্ষে ভাল হয়।

বলিতে বলিতে শিশিরাক্তিবিক বৃক্ষ মাথা নাড়িয়া যেমন

বৃক্ষ পত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া বারিবিন্দুর পতন হয়, মনোরমার নয়নপল্লব হইতে সেইরূপ ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুবিন্দুর পতন হইতে লাগিল। সুতরাং সে দিন আর কাপড়পুরে যাইবার কথা চঞ্চলা উত্থাপন করিতে পারিল না। চঞ্চলার ঐ বড় দোষ! কাহার চক্ষের জল দেখিলে চঞ্চলা নিজের কাজ ভুলিয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পার্বতীর বিবাহ। এই উপলক্ষে কলিকাতার সকলকে লইয়া যাইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুত্র দুর্গাদাসকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। দুর্গাদাসের সঙ্গে আমাদের সেই নটবর চট্টোরাজও আসিয়াছিল। নটবর কখন কলিকাতা দেখে নাই—সেই কারণ জোর করিয়া সে নিজেই আসিয়াছে। তাহার মনে মনে আরো একটা মৎলবও ছিল। নটবর আর সে নটবর নাই—তাহাকে পাচক ব্রাহ্মণের কাজও করিতে হয় না—সে এখন জমীদারী সেরেস্তায় নকলনবীশের কাজ করে। কুলীনের ঘরের ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া নটবরের মনে মনে যে অহঙ্কার-টুকু ছিল, উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে অহঙ্কারের এখন বরং বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি নটবরের আজও বিবাহ হয় নাই। তবে দুই এক স্থানে তাহার বিবাহের কথা চলিতেছে, তাহাতেই নটবরের কত আহ্লাদ! দুর্গাদাস ও নটবর যখন নগেন্দ্র নাথের বাড়ী আসিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বৈঠকখানায় নগেন্দ্র, হরলাল, এবং আরো তিন চারি-জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাদাস সে বৈঠকখানায়

প্রবেশ করিয়া নগেন্দ্র নাথকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল—নটবর অমনি যোড়করে 'ব্রাহ্মণেভ্য নমঃ' বলিয়া উপবেশন করিল। দুর্গাদাসের আসিবার কথা পূর্ব্ব হইতেই নগেন্দ্র নাথ জানিতেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে এই অসভ্য ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দেখিয়া নগেন্দ্র নাথ মনে মনে বড়ই চটিয়া গেলেন। দুর্গাদাসকে বসিতে বলিয়া নগেন্দ্র নাথ নটবরকে কহিলেন—"তুমি কি মনে করে এসেছ ঠাকুর?"

নটবর। আজ্ঞে, আমি ও বিয়ে বাড়ীতে আপ্‌নাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

নগে। হাঁ চট্টোরাজ—তোমার বিয়ে হয়েছে কি?

নট। আজ্ঞে, সে এক রকম হওয়াই—এই হবো হবো হয়েছে। প্রসাদপুরের হরনাথ ভট্টাচার্য্যের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চল্‌ছে।

নটবরের এই উত্তর শুনিয়া নগেন্দ্র নাথের সে বিরক্তিভাব কোথায় চলিয়া গেল। তখন এই 'বিয়ে পাগলা' বামুন ঠাকুরকে লইয়া একটু আমোদ করিবার জন্ত হরলালকে কি ইঙ্গিত করিলেন। হরলাল অমনি আরম্ভ করিল—"আর এখানে যে মেয়েটি চট্টোরাজের জন্ত আম্‌রা স্থির করে রেখেছি, সেটির দশা তবে কি হবে?"

নটবর একবারে যেন স্বর্গ হাতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল—"এখানে আমার বিয়ের সম্বন্ধ কি একবারে স্থির করে রেখেছেন?"

হর। রেখেছি বই কি। তোমাদের দাওয়ানজী সেবারে কল্‌কেতায় এসে, আমার যে সে ভার দিয়ে গেছেন—তা আমি রাখ্‌বো না?

নট। বেশ করেছেন—বেশ করেছেন। তা, তবে যা হয়, এই এখানকার বিয়েটাই হয়ে যা'ক। আপনি যখন স্থির করে ফেলেছেন, তখন এ বিয়ে না কর্‌লে আপনার মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে। তা তারা ত এখনও পাত্র দেখে নাই।

হর। তুমি কাপড়পুরে থাক্‌লে কি করে আর পাত্র দেখা হবে? তারা হচ্ছে সহরের লোক। তারা কি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পাত্র দেখ্‌তে পারে? তুমি এখানে এসেছ—এইবার এইখানে পাত্র দেখা হবে।

এই সময় নগেন্দ্র নাথ কহিলেন—"তা নয় আর এক কর্ম্ম কর চট্টোরাজ।"

নটবর অমনি যোড়হস্তে কহিল—"কি কর্‌তে হবে, আমায় আজ্ঞা করুন। আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌তে প্রস্তুত।"

নগে। দুটো বিয়েই করে ফেল। একটা সহরে আর একটা পাড়াগাঁয়ে। কি জানি—যদি একটা মরেটরে যায়?

নট। আজ্ঞে, আমার পিতামহের সতেরটা বিয়ে ছিল মশাই। তা আমি কুলীনের ছেলে দুটো ছেড়ে চুকুড়ী বিয়ে কর্‌তে পারি। কিন্তু তারা রাজী হবে কেন?

এই সময় হরলাল কহিল—"দেখ চট্টোরাজ ঠাকুর, এখানকার বিয়ের কথা সেখানে না জানালেই হলো—এটা একবারে গোপনে কার্য্য সেরে দেবো।"

নটবর তখন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল—"আজ্ঞে না—সে সকল জাল-জুয়াচুরীর ভিতর এখন আর আমি নেই—কর্ত্তা মশাই জান্‌তে পার্‌লে তখনই আমায় তাড়িয়ে দেবেন।"

এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া [redacted]বাগের কত দুর্ব্যবহার

ও নটবরকে ডাকিল। দুর্গাদাস কহিল—"আগে আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের উদ্যোগ করে দাও। এখন ও ত আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করি নাই।"

বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে দুর্গাদাস এই কথা বলায়, নগেন্দ্র নাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইয়া গেল—নগেন্দ্র কিছুক্ষণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তার পর দুর্গাদাসকে কহিলেন—"বাড়ীর ভিতর যাও, সেখানে তোমার চঞ্চলা দিদি আছে, সেই সব ঠিক্ করে দেবে।"

দুর্গাদাস তখন সেই ভৃত্যের সঙ্গে অন্দর মহলে চলিয়া গেল। নগেন্দ্র নটবরকে কহিলেন—"যাও ঠাকুর, তুমিও এখন জলযোগ করগে—এর পর তোমার বিয়ের কথা হবে।"

নটবর কহিল—"আজ্ঞে, আমাকেও যে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌তে হবে।"

এই সময় হরলাল কহিল—"ঠাকুর, তুমি সন্ধ্যা-আহ্নিক কর—জান্‌তে পার্‌লে, তারা তোমায় হয় ত মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

নটবর বিষণ্ণভাবে কহিল—"না দেয়, কি কর্‌বো মশাই, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে, সন্ধ্যা-আহ্নিক আর ছাড়্‌তে পারবো না। বিয়ে হবে শুনে যে আনন্দ, এতে তার চেয়ে যেন আমার বেশী আনন্দ হয়।"

হরলাল তখন রাগিয়া বলিল—"তবে যাও ঠাকুর, তুমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করগে। অমন সন্ধ্যা-আহ্নিক করা বামুনের বিয়ে আমি দিতে পার্‌বো না।"

"আমার হরনাথ ভট্টাচার্য্য বেঁচে থাক্।"—বলিতে বলিতে

নটবর সে বৈঠকখানা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু সে দিন আর তাহার যথাবিধি সন্ধ্যা-আহ্নিক হইল না—কেহ তাহাকে সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের উদ্যোগ করিয়াও দিল না। নটবর যে ভৃত্যকে এই কথা বলিল, সেই তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। শেষে যখন সেই কাপড়পুর গ্রামের ভৃত্যের সঙ্গে নটবরের সাক্ষাৎ হইল, সে নটবরকে বুঝাইয়া দিল যে এ বাড়ীতে গঙ্গাজল, কোষাকুশি প্রভৃতি কিছুই নাই। নটবর অবাক্! কারণ গঙ্গা ত কলিকাতার মাথার উপর!

এ দিকে দুর্গাদাস যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহার সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। নগেন্দ্র ম্যালেরিয়ার ভয় ভাণ করিয়া নিজে কাপড়পুরে যাইলেন না, স্ত্রীকেও যাইতে দিলেন না। তবে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চঞ্চলা কাপড়পুরে চলিয়া গেল। মনোরমা অনেক কাঁদিল, কিন্তু সে কান্নাকাটিতেও চঞ্চলাকে সে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সেই চঞ্চলার সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্র নাথের লক্ষ্মীও যেন অন্তর্দ্ধান হইলেন।

এইবার নগেন্দ্র নাথ চঞ্চলার জন্ম বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। চঞ্চলার বিরহে তাঁহার প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন সেই চঞ্চল প্রাণকে সুস্থির করিবার জন্ম নগেন্দ্র নাথ সুরার মাত্রা বাড়াইলেন। হরলাল প্রভৃতি অনেকগুলি ইয়ার জুটিল, তখন রাবণের চিতার ন্যায় দিবারাত্র মদ চলিতে লাগিল। সে চিতায় শিক্ষিত নগেন্দ্র নাথের মনুষ্যত্ব একবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। মদের সঙ্গে সঙ্গেই বেশ্যা আসিয়া জুটিল। অতঃপর আনুষঙ্গিককেও আর ডাকিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্র নাথ অধঃপতনের শেষ সীমায় নামিতে লাগিলেন।

সে কথা নগেন্দ্র নাথ ও মনে মনে বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার দোষ কি? এ সকল দোষের মূলই—সেই চঞ্চলা। চঞ্চলা তাহাকে ভালবাসিলে, নগেন্দ্র কখনই এরূপ অধঃপাতে যাইতেন না। নগেন্দ্রনাথের অধঃপাতের এই একমাত্র সান্ত্বনা!

আর মনোরমার কথা? মদোন্মত্ত নগেন্দ্র নাথের সে কথা আর মনেও উদয় হইত না। একদিন রাত্রে উন্মত্ত অবস্থায় কি জানি কেন—নগেন্দ্র শয়নঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময় মনোরমা সেই ঘরে ছিল। মনোরমা স্বামীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু নগেন্দ্র কিছুতেই সে ঘরে রহিলেন না। মনোরমা শেষে স্বামীর চরণের উপর পড়িল—পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়—উন্মত্ত নগেন্দ্র নাথ তখন সজোরে মনোরমার উদরের উপর এক পদাঘাৎ করিলেন!

হায়! সেই পদাঘাতই মনোরমার কালস্বরূপ হইল। পদাঘাতের পর নগেন্দ্র রাত্রের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। আর এ দিকে মনোরমা মূর্চ্ছিতাবস্থায় গৃহের মেঝের উপর পড়িয়া রহিল! তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সুতরাং কেহ জানিল না—কেহ শুনিল না—যে মনোরমা সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে!

শেষ রাত্রে একটা গোঁয়ানি শব্দ শুনিয়া একজন দাসী সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল—কি সর্ব্বনাশ! ঘরময় রক্ত থৈ থৈ করিতেছে—আর মনোরমার একবারে যেন আসন্নকাল উপস্থিত! হঠাৎ সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া দাসী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পাষণ্ড নগেন্দ্র মনোরমার উদরে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই পদাঘাতের দরুণই এই রক্তস্রাব!

াসীর চীৎকারে আরো অনেকে আসিল। সেই শেষ রাত্রে াক্তারও আনা হইল, রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। নোরমার যখন জ্ঞান হইল—তখন মনোরমা কেবল আপনার ৃত্যু-কামনা করিতে লাগিল। নগেন্দ্র নাথ তখনও সেই গুলজার াইজীর গৃহে! হা অদৃষ্ট!

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেব গ্রামের বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান আশুতোষ দেবশর্ম্মার সহিত কাপড়পুরের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা পদ্মাবতীর শুভ-পরিণয় স্থির হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই—আমাদের এত অনিষ্ট আর কিছুতেই হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। তাঁহার মতে ধর্ম্মই শিক্ষার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। যে শিক্ষা ধর্ম্মহীন—সে শিক্ষা শিক্ষার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ইংরেজী শিক্ষা কেবল ধর্ম্মহীন নহে, অধিকন্ত আমাদের

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। নিজের মাতৃভাষা ও দেবভাষা সংস্কৃত শিক্ষার পর, কেবল যদি কেহ কোন ভাষা শিক্ষার জন্য অথবা অর্থোপার্জ্জন মানসে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিতে চায়, তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন না। সুতরাং এই জামাতা নির্ব্বাচনে তাঁহার এ সকল দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

প্রথমতঃ পাত্রের পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি এখন হুগলীর জজকোর্টে ওকালাতী করেন। আদালতে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি—উপার্জ্জনও সেইরূপ ছিল। পুত্র আশুতোষ তাঁহার নিজগ্রামের স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলে পর, তিনি পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে আশুতোষ এই বৎসর এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। পুত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রের বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন। তখন অনেক কন্যা দেখা হইল—কিন্তু কোথাও তাঁহার মনোমত পাত্রী মিলিল না। শেষে কাপড়পুরের [illegible]কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যাটি দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। 'শ্রুতবান্ ও শীলবান' পাত্র পাইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও আনন্দের সীমা রহিল না।

এ বিবাহের আর এক নূতনত্ব এই—দেনাপাওনার কোন কথা উঠিল না—কোন কর্দ্দাকর্দ্দিও হইল না। পাত্র-আশীর্ব্বাদের দিন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই প্রস্তাব তুলিলেন, তৎক্ষণাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"আপনার কন্যাটি ছাড়া আমার আর কিছু পাবার আশা নাই। আপনার কন্যা ও জামাতাকে

আপনার যা ইচ্ছা হয়, কিছু দিবেন, না ইচ্ছা হয়—নাই দেবেন। সে জন্ত কোন কথা বা মনোবিবাদ হইবে না।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার গুরু, পুরোহিত, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শিরোমণি মহাশয় এবং আরো কয়েকজন আত্মীয় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই কথা শুনিয়া 'সাধু—সাধু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রামরতন ঘটক মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন—তিনি কহিলেন—"পূর্ব্বে পিতৃমাতৃ দায় ছিল, এখন সে সকল দায় আর দায়ের মধ্যে গণ্য নয়। এখন এই কন্যাদায়ই দায়। বাঁড়ুর্য্যে মহাশয়ের মতন যদি সকলে এরূপ উদার প্রকৃতির হন, তা হলে আর কন্তাদায় থাকে না। কাল কাল আমাদের বিবাহ পদ্ধতিটা বড়ই জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

তখন শিরোমণি মহাশয় কহিলেন—"আমাদের বিবাহ পদ্ধতির মতন সুন্দর বিবাহপদ্ধতি আর পৃথিবীর কোন জাতির নাই। 'স্বীকার' ও 'সংস্কার'—আমাদের বিবাহের এই দুইটি প্রধান অঙ্গ। 'ইয়ং মম'—ইত্যাকার জ্ঞানকেই 'স্বীকার' বলে, আর দেবার্চ্চনা, পিত্রার্চ্চনা, হোম আর দক্ষিণা এই চারিটি সংস্কারের অঙ্গ। বিবাহ করতে হলে প্রথমেই কন্তালাভ করা চাই। এই কন্যালাভ আমাদের শাস্ত্রের বিধিমতে আট প্রকারে হয়। প্রথম—ব্রাহ্ম। কন্যা সম্প্রদাতা শ্রুতবান ও শীলবান পাত্রের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা দানাস্তে যে প্রতিগ্রহ, তাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ কহে। দ্বিতীয়—দৈব। যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত যে কন্যাদান, তাহাই দৈব বিবাহ। তৃতীয়—আর্ষ। পাত্রের নিকট গো-মিথুন অগ্রে গ্রহণ করে, সেই গোমিথুনকে

আবার দক্ষিণা স্বরূপ করে, যে কন্যাদান তাকেই আর্ষ বিবাহ কহে। চতুর্থ—প্রাজাপত্য। কন্যাপ্রার্থী বরকে 'সহতৌ চরতাং ধর্ম্মং' এই কথা বলে যে কন্যাদান, সেই প্রাজাপত্য বিবাহ। পঞ্চম—আসুর। বরের নিকট ধন গ্রহণের পর যে কন্যাদান—সেই হলো আসুর বিবাহ। ষষ্ঠ—গান্ধর্ব্ব। কন্যা স্বয়ং বরের সহিত চুক্তি করে আত্মসমর্পণকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। সপ্তম—রাক্ষস। বলপূর্ব্বক কন্যা হরণের নাম—রাক্ষস বিবাহ। অষ্টম—পৈশাচ। ছলপূর্ব্বক কন্যাহরণ অর্থাৎ নিদ্রিতা, প্রমত্তা, ও মত্তা কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহাই পৈশাচ বিবাহ। পৃথিবীর সকল সমাজ তন্ন তন্ন করে দেখুন—এই আট প্রকার বিবাহ ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকার বিবাহ হ'তে পারে না। এক সময়ে আমাদের সমাজে এই অষ্ট প্রকার বিবাহই প্রচলিত ছিল।"

এই সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, শিরোমণি মহাশয়, এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ কয় প্রকার বিবাহ কর্‌তে পারেন?"

শিরো। প্রথম চারি প্রকার বিবাহই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধি আছে।

বন্দ্যো। আর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে?

শিরো। ব্রাহ্ম ও রাক্ষস বিবাহ বিধি।

বন্দ্যো। এই আট প্রকারে ত কেবল কন্যালাভ হয়, কিন্তু সংস্কার না হলে কি বিবাহ সিদ্ধ হয়?

শিরো। সংস্কার না হলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। বিবাহ সংস্কারে সেই সপ্তপদী-গমন পর্য্যন্ত চাই।

বন্দ্যো। আচ্ছা, সংস্কার কয় প্রকার শিরোমণি মহাশয়?

শিরো। সংস্কার চারি প্রকার।

বন্দ্যো। কি—কি?

শিরো। ক্ষেত্র সংস্কার, বীজগর্ভ সংস্কার, বাল্য সংস্কার, আর উপনয়ন সংস্কার।

বন্দ্যো। আপনাদের মতন পণ্ডিতের যখন আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো পড়েছে—তখন এই রকম শাস্ত্রালাপে আমার বড়ই আনন্দ হয়। আম্‌রা ত আলেকজাণ্ডারের ঘোড়ার নাম বল্‌তে পারি, কিন্তু নিজেদের শাস্ত্রবিষয়ের কোন তত্ত্বই রাখি না। কাকে কি সংস্কার বলে—আমাদের বুঝিয়ে দিন না শিরোমণি মহাশয়।

শিরো। এই ক্ষেত্র সংস্কারই বিবাহ। পুরুষ বীজ, আর স্ত্রীই ক্ষেত্র। বীজগর্ভ সংস্কার হচ্ছে—গর্ভাধান, পুংসেবন, আর সীমন্তোন্নয়ন। বাল্য সংস্কার—জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন আর চূড়াকরণ। আর বাকি উপনয়ন সংস্কারের কথা ত আপনারা জানেন।

বন্দ্যো। কিন্তু অনেকগুলি সংস্কার এখন ত লোপ পেয়েছে দেখ্‌ছি।

শিরো। অন্য জাতির পাক্—কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে এ সকল সংস্কারই চাই। কারণ—ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হলেই ব্রাহ্মণ হয় বটে, কিন্তু তাঁর সংস্কার না হলে দ্বিজ হয় না—আবার বেদাধ্যয়ন না কর্‌লে যে ব্রাহ্মণকে বিপ্র বলা যায় না।

বন্দ্যো। আর শ্রোত্রিয় কাকে বলে?

শিরো। এই তিনের একাধারে সমাবেশ হইলেই শ্রোত্রিয়।

বন্দ্যো। আজ কাল কলিকাতায় দেখি—কালিঘাটে নিয়ে

গিয়ে ছেলেদের উপনয়ন দেওয়া হয়, আর সেই ছেলে উপ-নয়নের পরেই—ময়রার দোকানের কচুরী কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খায়। আমি এরূপ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি। পূর্ব্বে আমাদের উপনয়ন সংস্কারের কিরূপ নিয়ম ছিল মহাশয়?

শিরো। সে সকল নিয়ম এখন লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু এমন সুন্দর নিয়ম কল্পনাতেও আনা যায় না। উপনয়ন কালি-ঘাটে নয়, নিজের গৃহেও নয়—গুরুগৃহে হওয়াই বিধি। গুরু সমীপে মানবককে লইয়া গিয়া উপনয়ন দেওয়াই নিয়ম। উপ-নয়নের পর বেদাধ্যয়নের জন্য দীক্ষা। দীক্ষার পর প্রথমেই গায়ত্রী উপদেশ। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, আর গুরু গৃহেতেই বাস। কি সুন্দর বিধি দেখুন! ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম ও প্রধান আশ্রম। সেই ব্রহ্মচর্য্যকাল গুরুগৃহেই থাক্‌তে হয়। অধ্যয়ন সমাপন হ'লে, গুরুকে দক্ষিণা দিয়া আর তাঁহার অনুমতি লইয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমন কর্‌তে হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগ্রহের সহিত কহিলেন—"আশ্রমের কথা শুনে আমার বড়ই কৌতূহল হচ্ছে—অন্যান্য আশ্রমের কথাও বলুন না।"

শিরো। বল্‌বো—আমার মাথা আর মুণ্ডু। এ সকল কথা এখন আর কেউ শুন্‌তেও চায় না। আপনি যখন শুন্‌তে চাচ্ছেন, তখন বলি। ব্রহ্মচর্য্যের পর—গৃহস্থ। এ আশ্রমে প্রবেশ করা না করা ইচ্ছাধীন। গুরুগৃহ থেকে কেহ দণ্ডী হয়ে চলে যায়, কেহ বা গৃহস্থ হয়।

বন্দ্যো। আচ্ছা, নৈষ্ঠিক কাকে বলে শিরোমণি মহাশয়?

শিরো। ব্রহ্মচারী যদি গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন

[illegible]র নাম

তাঁরই নাম হয়—নৈষ্ঠিক। গুরু গৃহ হইতে আসিয়া [illegible] হোম করিতে হয়। আবার গৃহে প্রবেশ কর্‌লেই গৃহস্থ হয় না, গৃহিণী জুটিলে তবে গৃহস্থ হয়। যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ সে ব্যক্তির নাম গৃহস্থ নয়—'স্নাতক'। এই স্নাতকের নিমিত্ত যে শৌচ, আচার ও উপাসনা বিহিত আছে, তাহারই নাম 'স্নাতকব্রত'। বিবাহের পরেও স্নাতকব্রত গৃহস্থের প্রতিপাল্য। এই স্নাতক ব্রতের অপর নামই—গৃহস্থ ধর্ম্ম।

বন্দ্যো। সকল আশ্রমের অপেক্ষা কঠিন আশ্রম কোন্‌টি?

শিরো। এই গৃহস্থ আশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, এমন কঠিন আশ্রম আর নাই। গৃস্থের পরেই বাণপ্রস্থ। এটা এক রকম মিশ্র আশ্রম—কতক গৃহস্থ আর কতক সন্ন্যাসী হইতে হয়। ক্রমেই অগ্রসর হও—কেমন সুন্দর জীবনস্রোত চলিয়াছে দেখুন। বাণপ্রস্থ পাকিয়া উঠিলেই সন্যাস আশ্রম। কেমন ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়াছে দেখুন। সং ও ন্যাস লইয়া সন্যাস। সং কিনা সম্যকরূপে আর ন্যাস অর্থাৎ পরের হস্তে কর্ম্ম অর্পণ। এই 'পর' আবার অন্য কেহ নহেন, সেই পরাৎপর ঈশ্বর স্বয়ং। সন্যাস আর কিছুই নয়—সকলবিহিত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ। অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের ফল কামনারহিত হইয়া, উক্ত কর্ম্মত্যাগ। ইহাই গীতায় নিষ্কাম ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম কত উচ্চ—কত মহান্ দেখুন। পৃথিবীতে যদি ধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে এই একমাত্র সনাতন হিন্দু ধর্ম্মই আছে। হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত পৃথিবীতে আর অন্য কোন ধর্ম্মই নাই।

বন্দ্যো। তবে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মুক্তির উপায় কি হবে?

শিরো। মুক্তি ত একটা গাছের ফল নয়। কত জন্ম জন্মা-

তবে মুক্তি হয়। খৃষ্টান কি মুসলমানও কত জন্ম জ
ন্মের পর, সুকৃতিবলে এই হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করতে পা
আর হিন্দুকুলে জন্মালেই মুক্তি হবে না—আবার কত জন্ম জ
পরে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করতে হবে। ব্রা
যে আশ্রমের বিধি, তাহাত পূর্ব্বেই বলেছি। সেই সকল ধ
ধর্ম্ম যথাবিধি প্রতিপালনের পর—তবে মুক্তি।

বন্দ্যো। আচ্ছা, সন্যাস ধর্ম্মেও কি কর্ম্ম করতে হবে?

শিরো। নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর। তখন সে কর্ম্মের ফলপ্র
ত আর সে সন্যাসী নন। কর্ম্মে বদ্ধ না হলেই মুক্তি। প
দের ভাষা আবার স্বতন্ত্র। এই 'বদ্ধ' কথার অর্থ কি জা
কিন্তু এখানে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রয়েছেন। তঁ
সঙ্গেও শাস্ত্রালাপ করুন—বাঁড়ুর্য্যে মহাশয়। এঁদের সম্মুখে অ
শাস্ত্রালাপ করা উচিত হয় না। মুখুর্য্যে মহাশয়ের সঙ্গে অ
যাঁহারা এসেছেন, সকলেই আমা অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডি

তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সভাস্থ সকলে শিরো
মহাশয়কে সেরূপ চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহ
সকলের অনুমতি লইয়া শিরোমণি মহাশয় পুনরায় বলিতে আ
করিলেন—"এই 'বদ্ধ' অর্থাৎ জীব। পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, আ
ইন্দ্রিয়—এই সপ্তদশ পদার্থের সংযোগেই জীবের উৎপত্তি
তাহার উপর চিদাভাস হইয়া থাকে।

বন্দ্যো। চিদাভাস কাকে বলে শিরোমণি মহাশয়? আ
এতই মূর্খ যে আপনার ভাষাও সময়ে সময়ে বুঝতে পারি না।

শিরো। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞান আর কে? সেই ব্র
আর তাঁহারই আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ব। এই চিদাভা

অপর নাম—জীবাত্মা। আর ঐ সপ্তদশ পদার্থের সমষ্টির নাম—লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্ম দেহ। ইহলোকে আর পরলোকে—উভয় লোকেই এই সূক্ষ্ম দেহ সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আর প্রত্যেক জন্মে আমাদের এই স্থূল দেহেরই ধ্বংশ হইয়া যায়।

পাত্র আশীর্ব্বাদের পর, সেই আশীর্ব্বাদের সভায় বসিয়াই তাঁহাদের এই সকল শাস্ত্রালাপ চলিতেছিল। এই সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জনৈক আত্মীয় আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি কথা বলিয়া গেলেন। তখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে কহিলেন—"আপনারা একবার গাত্রোত্থান করুন।"

সে গাত্রোত্থানের অর্থ সকলই বুঝিতে পারিলেন। অনেকেরই আবার শাস্ত্রালাপ ভাল লাগিতে ছিল না। তাঁহারা এই 'গাত্রোত্থানের' অপেক্ষায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যান্য কথাবার্ত্তা অপেক্ষা এই শেষ কথাটাই তাঁহাদের পক্ষে বড় মধুর লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শুভদিনে ও শুভক্ষণে পদ্মাবতীর শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীকে একত্রিত করা হইয়াছিল কিন্তু গৃহিণীর তাহাতে সুখ হয় নাই, কারণ তাঁহার স্নেহের নগেন্দ্র, খগেন্দ্র, আর মনোরমা এ বিবাহে উপস্থিত ছিল না। নগেন্দ্র যে কেন আসিলেন না—গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসের মুখে শুনিলেন—দেশের ম্যালেরিয়া ভয়ে দাদার ও বউ দিদির আসা হইল না। কিন্তু সে কথা গৃহিণী মনে স্থান পাইল না। আর তাহার খগেন্দ্র ত একেবারে নিরুদ্দেশ। কোথায় আছে—সে সংবাদও কেহ জানে না এমন কি—নগেন্দ্রও সে সংবাদ বলিতে পারেন না। খগেন্দ্রের জন্য গৃহিণীর প্রাণ বড় কাঁদে। কন্যার বিবাহরূপ এমন শুভ কার্য্যের দিনেও তিনি খগেন্দ্রের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়াছেন! আর মনোরমা ত তাঁহার বধূ নয়, পেটের মেয়ে—হাতে করে মানুষ করা। এই বিবাহের গোলমালে চঞ্চলার নিকট নগেন্দ্র ও মনোরমার সম্বন্ধে সকল কথা এখনও গৃহিণীর শোনা হয় নাই আর সকল কথা চঞ্চলাও প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিবে না।

নগেন্দ্র নাথ এই বিবাহ উপলক্ষে আসিল না শুনিয়া কর্ত্তা কিন্তু একটিও কথা কহিলেন না। কেন বধূমাতাকে লইয়া নগেন্দ্র এরূপ কার্য্যে দুইদিনের জন্যও দেশে আসিল না—সে কথা তিনি একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না। মনে মনে দুঃখিত হইলেন কি না—সে কথা জানিবারও আমাদের উপায় নাই। কারণ, তাঁহার প্রকৃতি বড়ই গম্ভীর—কোন ঘটনায় বাহিক দুঃখ বা আনন্দ প্রকাশ করা—তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তবে আমরা জানি—নগেন্দ্র নাথ কেন যে দেশে আসিল না—গৃহিণী সে কথা বুঝিতে না পারিলেও কর্ত্তা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, তিনি অতি তীক্ষবুদ্ধিবলে এক প্রকার সর্ব্বজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী যে দিন শ্বশুরালয় হইতে পুনরায় পিত্রালয়ে আসিয়াছিল, সেই দিন বৈকালে গৃহিণী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া পদ্মাবতীর শ্বশুর বাড়ীর কথাবার্ত্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন। এমন সময় কলিকাতা হইতে বামানারী একজন দাসী সেইখানে উপস্থিত হইল। সে দাসীকে দেখিয়াই গৃহিণীর প্রাণটা কেমন আকুল হইয়া উঠিল। কন্যার সহিত যে কথা হইতেছিল, সে কথা বন্ধ করিয়া সেই দাসীকে তাড়াতাড়ি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কখন এলি বামা?"

বামা। এই মাত্র আস্‌ছি।

গৃহি। সেখানকার খপর সব ভাল ত?

বামা। ভাল আর কি করে বল্‌বো—মা-ঠাকরুণ। বউ-মায়ে যে বড় অসুখ।

সে কথাটা শুনিয়াই গৃহিণীর প্রাণটা কি জানি কেমন কাঁদিয়া

উঠিল। গৃহিণী আকুলপ্রাণে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে "বউমার কি অসুখ করেছে বামা?"

বামা। রাত দিনের মধ্যে জ্বরের ত একদণ্ড বিশ্রেম কাশিও আছে, আর—কাল সকালে মুখ দিয়ে অনেকটা উঠেছিল।"

গৃহি। সে কি!—সে কি!—এ যে সর্ব্বনেশে রোগ বা

বলিতে বলিতে গৃহিণীর নয়নপল্লব দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হ আর একজন গৃহিণীর পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে আর কেহ নহে—সে চঞ্চলা। গৃহিণী এইবার বামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আ বউ-মা বাঁচ্‌বে তো? আমায় সব কথা সত্য বল্ বামা।"

বামা। বাঁচা না বাঁচা এখন ত ভগবানের হাত। আবার কেমন করে বল্‌বো মা?

গৃহি। কি চিকিৎসা হচ্ছে?

বামা। কোন চিকিৎসাই হয় নাই!

গৃহি। কেন! কল্‌কেতায় থেকে এমন কঠিন রোগে চিকিৎসা হচ্ছে না—কি রকম?

বামা। কে চিকিৎসা করাবে?

গৃহি। কেন—নগেন। নগেন কি বাড়ীতে নাই?

বামা। ঐ না থাকারই মধ্যে। বড় বাবু এখন আর সে বড় বাবু আছেন? মনিবের নিন্দে আর কোন্ মুখ নি করবো মা? তিনি এখন যে চরিত্রের লোক হয়েছেন, সে চঞ্চলা দিদি স্বচক্ষেই দেখে এসেছেন। সে কথা জানতে বে আর কারু বাকি নেই। সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে না বলে

তোমার খবর দিতে এসেছি মা। তুমি তাকে বাঁচাও—বড় বাবুর এক রত্তিও ভরসা করোনা—তুমি না বাঁচালে, বউ-মা' কোন মতেই বাঁচবে না। তাঁরও কেবল মর্‌বার চেষ্টা মা—কেবল মর্‌বার চেষ্টা। জ্বরের উপরই নাওয়া-খাওয়া হচ্ছে। নেয়ে ভিজে কাপড়খানাও ছাড়েন না—বলেন, গায়ের বড় জ্বালা—ভিজে কাপড়ে থাক্‌লে সে জ্বালা কম পড়ে।"

গৃহিণী তখন রোষভরে কহিলেন—"সে কি! তবে তোরা কি কর্‌তে আছিস্?"

বামা। আমাদের কথা তিনি শোনেন না।

গৃহি। নগেনকে বউমার রোগের কথা তোরা জানিয়েছিলি?

বামা। হাঁ। বাবু একদিন একজন সাহেব ডাক্তারকেও ডেকে এনে ছিলেন। কিন্তু বউ-মা সে সাহেব ডাক্তরের সুমুখে গেলেন না—ঘরের মধ্যে খিল্ দিয়ে রইলেন। আর বড় বাবু হতেই ত বউ-মার রোগ। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে বউ-মার পেটে বাবু লাতি মারেন—সেই লাতি খেয়ে বউ-মা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। শেষ রাত্রে আমি বউ-মার ঘর থেকে একটা গোঁয়ানি শব্দ শুন্‌তে পাই। সেই শব্দশুনে ঘরে গিয়ে দেখি—সর্ব্বনাশ! বউ-মা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রয়েছেন—আর ঘরময় রক্ত একবারে থৈ থৈ কর্‌ছে। বীরেন ডাক্তার এসে অনেক চেষ্টা কর্‌লে, তবে জ্ঞান হয়। সেই থেকেই বউ-মার জ্বর, কাশি, আবার শেষকালে রক্ত-উঠা!

বামাঝির মুখে এই কথা শুনিয়া গৃহিণী একবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! তাঁহার সেই নগেন্দ্র এইরূপ হইয়াছে! চঞ্চলা আসিয়া ত এরূপ কোন কথা বলে নাই? গৃহিণী একবার চঞ্চলার

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর চঞ্চলাকেই কহিলে
"আজই তোমায় কলকেতায় যেতে হবে মা।"

চঞ্চলা কহিল—"মা, তুমি আর যা বলো, আমি তাই কর
কিন্তু কলকেতায় আর আমি যাব না।"

কি! চঞ্চলার মুখে এই কথা! গৃহিণীর বিস্ময়ের সীমা ছিল
চঞ্চলাত গৃহিণীর অবাধ্য কখন হয় নাই। আর—মনোর
এমন অসুখের কথা শুনিয়াও চঞ্চলা কলিকাতায় যাইতে চায়
গৃহিণীর পক্ষে এ যেন প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।
সময় বামাঝি গৃহিণীকে অন্তরালে লইয়া গিয়া গোপনে কি ব
কহিল। তাহার পরেই গৃহিণী আসিয়া বলিলেন—"বউ-মা
নিয়ে আসতে আমি নিজেই কল্‌কেতায় যাব।"

তখন চঞ্চলা কহিল—"মা, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি

গৃহিণী। না মা, আমার সঙ্গে আর কারু যাবার দরক
নাই—আমি একলাই যাবো।

পর দিন প্রাতে কর্তার অনুমতি লইয়া গৃহিণী কলিকাত
রহনা হইলেন। মনোরমা এখন আর উঠিতে ও বসিে
পারে না— শয্যাগত হইয়াছে এবং অষ্টপ্রহর জ্বরে ভুগিতেছে
গৃহিণী গিয়া বৈকালে পৌঁছিলেন, সে সময় নগেন্দ্র নাথ বাড়ীতে
নাই। এখন আর কোন্ সময়েই বা থাকেন? গৃহিণ
প্রথমেই মনোরমার গৃহে উপস্থিত হইলেন—আর মনোরমাকে
দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন! মনোরমার সে রূপ আর নাই।
এমন কি—চিনিতে পারা যায় না। গৃহিণীকে দেখিয়া মনোরমার
ও চক্ষে জল আসিল। মনোরমা কোন কথা কহিল না—কেবল
চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। গৃহিণীর প্রাণে আবা

অসহ্য হইল। গৃহিণী মনোরমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেল। তার পর গৃহিণী কহিলেন—"বউ-মা, তুই কেন কাঁদিস্? আমি যখন এসেছি—তোর আর ভয় কি? যে রকম করে পারি—আমি তোকে বাঁচাবো।"

মনোরমা কহিল—"খুড়ী-মা, আমি আর বাঁচ্‌তে চাই না—তুমি আশীর্ব্বাদ কর—আমি যেন শিগ্‌গীর মরি।"

গৃহি। বালাই! ও কথা কি বল্‌তে আছে বউ-মা? আমি তোকে বাঁচাবো বলেই এসেছি। কল্‌কেতা সহরে অনেক ভাল ভাল কবিরাজ আছেন, কবিরাজী চিকিৎসা হলেই তুই আরাম হয়ে যাবি।

মনো। না খুড়ী-মা, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর—আমি যেন আরাম না হই।

গৃহিণীর আগমন সংবাদ পাইয়া এই সময় তিন চারিজন দাসী সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহিণী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নগেন কোথায়?"

তাহাদের মুখে আর কোন উত্তর নাই! নগেন্দ্র নাথ যে কোথায়—এই কথার উত্তর তাহারা কিরূপে দিবে? তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল—"বাবু বাড়ীতে নাই মা-ঠাকুরুণ।"

গৃহিণী কহিলেন—"সে কোথায় আছে – নিশ্চয় এ কথা কেহ না কেহ জানে, এখনই তাকে আমার নাম করে ডেকে আনা যেন হয়।"

একজন দাসী গিয়া সে কথা সদর বাড়ীর একজন চাকরকে কহিল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। এই অবকাশে গৃহিণী একবার

নীচে কাপড় কাচিতে নামিলেন। সেখানে আসিয়া রন্ধনের যাহা ব্যবস্থা দেখিলেন, তাহাতে তিনি ক্রোধে একবারে অধীরা হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সে মাংস—সে পিঁয়াজ প্রভৃতি—ব্রাহ্মণের অখাদ্য দ্রব্যাদি বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। গৃহিণীর সে আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করা হইল। তার পর গৃহিণী নিজে রন্ধনের নূতন ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পুনরায় উপরে আসিলেন।

এতক্ষণের পর নগেন্দ্র নাথ বাড়ী আসিলেন। একজন খুনী আসামী যে ভাবে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, নগেন্দ্র সেই ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার খুড়ী-মার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এত দিন পরে দেখা—তথাপি নগেন্দ্র প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলেন। সেই মনোরমার গৃহেই উভয়ের সাক্ষাৎ। নগেন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা একখানি গাত্রবস্ত্রে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া ফেলিল। নগেন্দ্রের মুখে আর কথা নাই! তাহার খুড়ী-মার সঙ্গে কি কথা কহিবে—নগেন্দ্র তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় গৃহিণী কহিলেন—"নগেন, তুই কেমন আছিস্?"

নগেন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আমি ভাল আছি খুড়ী-মা।"

খুড়ী। বউ-মাটা যে মরে, সে দিকে একবার দেখ্‌তে হয় না বাবা?

নগে। আমি কি করবো খুড়ী-মা? আমি সাহেব ডাক্তার পর্য্যন্ত এনে ছিলাম—তখন খিল্ দিয়ে রইলো—তাকে একবার দেখালে না—আমার টাকা বৃথা নষ্ট হলো।

খুড়ী। এ রোগ সাহেব ডাক্তারের কর্ম্ম নয়—আমি সেদে

নিয়ে গিয়ে কবিরাজী চিকিৎসা করাবো। কালই আমি বউ-মাকে দেশে নিয়ে যাবো—তোকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

নগেন্দ্র নাথের মাথায় যেন বিনা মেঘে অকস্মাৎ এক বজ্রাঘাত হইল! নগেন্দ্র সে কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন খুড়ী-মা পুনরায় কহিলেন—"আমার কথার উত্তর দে।"

তখন নগেন্দ্র কহিল—"ওকে নিয়ে যেতে চান্, নিয়ে যান্, কিন্তু আমি ত কাল যেতে পার্‌বো না খুড়ী-মা। আমার হাতে মোকর্দ্দমা আছে।"

খুড়ী। তোমার হাতে যে কত মোকর্দ্দমা আছে—সে সকল খপর আমি রাখি। হাজার মোকর্দ্দমা থাক্, কালই তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিল—"তবে যাবো।"

গৃহিণী। খগেনের কোন সংবাদ পেয়েছিস্?

নগেন। না।

গৃহিণী। সে কোথায় আছে—তার ঠিকানা জানিস্?

নগেন। না—আমি কিছুই জানি না।

গৃহিণী। তাকে যে দশহাজার টাকা ধার দিয়েছিস্, সে টাকা তোর খুড়ো তোকে দেবেন—আমায় সে কথা বল্‌তে বলেছেন—তুই আমার সঙ্গে দেশে গেলে সে টাকাও পাবি।

নগেন্দ্রনাথ এ কথায় আর কোন উত্তর করিল না। নীরবে রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের বাড়ী থাকিবার কথা নহে। আর থাকিলেও ইয়ারবন্ধু ও মদ লইয়া নগেন্দ্র থাকিত। কিন্তু আজ আর সে সকল কিছুই হইল না। খুড়ী-মার ভয়ে নগেন্দ্র বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না। খুড়ীমাও

তাহাকে চখে চখে রাখিলেন। নিজে বসিয়া থাকিয়া তাহাকে আহারাদি করাইলেন। খুড়ীমার পদার্পণে বাবুর এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া দাসদাসীগণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল!

শেষ রাত্রে কিন্তু নগেন্দ্র একবারে নিরুদ্দেশ হইল। কোথা গেল—সে সংবাদ আর কেহ দিতে পারিল না। প্রাতেই গৃহিণী দেশে যাইবার কথা, কিন্তু নগেন্দ্রের দেখা নাই। কাজেই বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি কেবল নগেন্দ্রের প্রত্যাশায় রহিলেন। এ দিকে যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ প্রস্তুত ছিল। দুই প্রহরের পরও নগেন্দ্র যখন বাড়ীতে আহার পর্য্যন্ত করিতে আসিল না, তখন গৃহিণী তাহার না আসিবার কারণ বুঝিতে পারিলেন। কাজেই সেদিন আর গৃহিণীরও যাওয়া হইল না। এরূপ রোগী লইয়া বৈকালে কলিকাতা হইতে কাপড়পুর যাত্রা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। নগেন্দ্র আসিল না—কিন্তু বৈকালে হরলালের স্ত্রী সৌদামিনী মনোরমাকে দেখিতে আসিল। গৃহিণী সৌদামিনীকে বিশেষ যত্ন করিলেন। সৌদামিনীর সহিত গৃহিণীর এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

গৃহিণী সৌদামিনীকে দেখিয়া প্রথমেই তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, বিশেষ আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সৌদামিনী উপবেশন করিলে পর, তিনি তাহার পরিচয় লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁগা বাছা, আপনারা কারা গা?"

সৌদামিনী উত্তর করিল—"আমরা কায়স্থ—আমার সোয়ামীর নাম—হরলাল ঘোষ। নেবুতলার রসময় ঘোষের নাম, বোধ হয়, আপনারা শুনে থাকবেন—তিনিই আমার শ্বশুর।"

সে পরিচয় শুনিয়া গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! একজন স্ত্রীলোক কিরূপে অম্লানবদনে নিজের স্বামী ও শ্বশুরের নাম

করিল—তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না—তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"তা হাঁ বাছা, তুমি স্বামী আর শ্বশুরের নাম কর্‌লে কি করে ?"

সৌদামিনী উত্তর করিল—"তা এখন আর সে সকল কে বাছে মা ?"

গৃহিণী। আপ্‌নারা হিঁদুত ?

সৌদামিনী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"আমাদের বাড়ীতে কত দোল দুর্গোৎসব পূজা-পার্ব্বণ হয়ে গেছে, আর আম্‌রা হিঁদু নই ? আমার দাদা শ্বশুর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—এখনও নিত্যি তাঁর সেবা হয়, আর আম্‌রা হিঁদু নই ?"

গৃহিণী তখন কহিলেন—"এই কল্‌কেতায় কেউ কেউ স্বামীর নাম বল্‌তে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা সেটা এখনও বাছে। মেয়ে মানুষের গুরুলোকের নাম করা ত উচিত নয় মা।"

সৌদা। পূর্ব্বে সে নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু এখন সে সব উল্টে গেছে মা। সাবেক নিয়ম আর কি বজায় থাক্‌ছে বল ?

গৃহিণী। উল্টে দিলেই উল্টে যায়—আর বজায় রাখ্‌লেই বজায় থাকে। যাক—ও সকল কথা—এখন কি মনে করে এসেছ মা ?

সৌদা। এই নগেন বাবুর স্ত্রীর বড় অসুখ শুনে তাঁকে দেখ্‌তে এসেছি। নগেন বাবু যে আমাদের বাবুর বন্ধু।

গৃহিণী। তোমাদের বাবু কে ?

সৌদা। কেন—আমার সোয়ামী। আম্‌রা সোয়ামীকে 'বাবু' বলে থাকি

গৃহি। তা নাম ধরার চেয়ে, বাবু বলা বরং ভাল। তোমার স্বামী কি করেন বাছা?

সোদা। চাকরী-বাকরী কিছুই করেন না।

গৃহি। তবে চলে কিসে?

সোদা। বাড়ী ভাড়ার আয় থেকে। আমার শ্বশুর অনেক বিষয় ও টাকা-কড়ি রেখে যান।

গৃহি। এস মা, যাকে দেখতে এসেছ—তাকে দেখবে এস।

এই কথা বলিয়া গৃহিণী সৌদামিনীকে মনোরমার গৃহে লইয়া গেলেন। সৌদামিনীকে দেখিয়া মনোরমা তাহার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। আর সৌদামিনী মনোরমাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"আহা! এমন হয়ে গেছে! শরীরে ত কিছুই নাই দেখ্‌ছি।"

তাহার পর কিছুক্ষণ পরে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হঁা খুড়ী-মা, আপ্‌নি বউকে নিয়ে যেতে এসেছেন নয়?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন—"হাঁ, নিয়ে যেতেই এসেছি।"

সোদা। আজ সকালে আপনাদের যাবার কথা ছিল নয়? তা যাওয়া হলো না কেন?

গৃহি। আমাদের আজ যাবার কথা তুমি কি করে জান্‌লে বাছা?

সোদা। আমাদের বাবুর কাছে শুনে ছিলাম।

গৃহি। সকাল বেলাই যাবার কথা ছিল, তার পর যাওয়া যে হলো না সে কথা কার কাছে শুন্‌লে?

সোদা। যাওয়া যে হয় নাই, তা আমি কারো কাছে ত শুনি নাই।

গৃহি। তবে বৈকালে তুমি বউমাকে দেখ্‌তে এলে কি বলে?

গৃহিণীর এ কথায় সৌদামিনী আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। প্রথমে একটু থতমত খাইয়া পরে কহিল,—"সকালে কি বৈকালে যাওয়া হবে, তাত আমি ঠিক্ জান্‌তুম না।"

গৃহিণী কহিলেন, "তুমি যে জন্ম এসেছ বাছা, কিন্তু আমি তা জানি। আমাদের যাওয়া হয়েছে কিনা—তাই তুমি জান্‌তে এসেছ নয়? তা আমি বুঝেছি। আমি তোমার সকল কথা সত্য বলছি। নগেনেরও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা। সে যে কাল ভোরের সময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, আজ এ পর্য্যন্ত এলো না। নগেন কোথায় আছে—তুমি জান? দেখ, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার কাছে মিথ্যে কথা বলো না—নগেন কোথায় আছে, আমায় বল।"

গৃহিণী যে ভাবে উপরোক্ত কথা কয়েকটি কহিলেন, তাহাতে সৌদামিনীর ন্যায় একজন চতুরা স্ত্রীলোকও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সৌদামিনী অল্পক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা করিল। তাহার পর কহিল, "নগেন্দ্র বাবু কোথায় আছেন, তাত আমি জানি না খুড়ী-মা।"

গৃহি। তবে আমাদের যাওয়া হলো কি না, এ কথা জান্‌তে তোমায় কে পাঠিয়েছে বাছা?

সৌদা। আমাদের বাবু।

গৃহি। তবে তোমাদের বাবু নগেন কোথায় আছে, জানেন। তুমি এখনই তোমাদের বাবুকে গিয়ে বলো না, নগেন যেন আর এক মুহূর্ত্ত দেরি না করে, আমার সঙ্গে দেখা করে।"

সে যদি আমার সঙ্গে যেতে না চায়, আমি তাকে আর যেতে বল্‌বো না, কিন্তু আমার সঙ্গে এখনই তার একবার দেখা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সম্মুখে ঐ দেখ মা, একটা স্ত্রীহত্যে হয়—সে যেন এখনই আসে।

সৌদামিনীর প্রাণও বড়ই ব্যথিত হইল। সৌদামিনী কহিল, "আমি এখনই গিয়ে এ কথা বল্‌বো মা, আপ্‌নি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।"

"কেবল বলা নয়। যাতে নগেন আসে, সে কাজ তোমায় করতে হবে বাছা।"—এই কথা বলিয়া গৃহিণী সৌদামিনীকে বিদায় দিলেন। সৌদামিনী প্রথমেই কি আর শেষে বিদায়-কালেই বা কি—গৃহিণীকে একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করিল না! সৌদামিনী চলিয়া গেলে, কলিকাতার একজন বিখ্যাত কবিরাজ আসিয়াছেন, সেই সংবাদ একজন ভৃত্য আসিয়া দিল। তখন সেই ভৃত্য দ্বারা গৃহিণীই সেই কবিরাজকে অন্দরের মধ্যে আনাইলেন এবং রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে কবিরাজ যাহা যাহা জানিতে চহিলেন, তাহা একজন ঝির দ্বারা সমস্ত কথা শোনাই-লেন। কবিরাজ ঔষধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু রোগীর রোগমুক্তির সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা দিলেন না। গৃহিণী সে ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন, মনোরমা কহিল, "না খুড়ী-মা, আমি ওষুধ খাবো না।"

গৃহিণী। ওষুধ না খেলে কি করে ভাল হবে বউ-মা?

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আমি আবার ভাল হবো খুড়ী-মা?"

গৃহিণী। কেন হবে না বউ-মা? তোমার চিকিৎসা আবো

হয় নাই—তাই রোগটা এতদূর বেড়ে গেছে। ওষুধ পড়লেই শীগ্‌গীর সেরে যাবে।

শেষে মনোরমা কেবল তাহার খুড়ী-মার অনুরোধেই ঔষধ সেবন করিল। তাহার পর কহিল, "আবার দেশে নিয়ে গেলে না খুড়ী-মা?"

কেন সে দিন প্রাতে দেশে যাওয়া হইল না—সে কথার কোন উল্লেখ না করিয়া, গৃহিণী কহিলেন, "দেশের চেয়ে এখানে ভাল ভাল কবিরাজ আছেন, একটা চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্যে দুই একদিন মাত্র থাক্‌বো। তোমার কি দেশে যেতে খুব ইচ্ছে হয়েছে বউ-মা?"

মনো। একবার সবাইকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। তা বুঝি আর দেখা হলো না খুড়ী-মা।

বলিতে বলিতে মনোরমার দুই চক্ষের অজস্র বারিধারায় তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল।

"বালাই! কেন দেখা হবে না মা?" বলিতে বলিতে গৃহিণী মনোরমার চক্ষের জল আপনার বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পরেই মনোরমার ভয়ঙ্কর জ্বর হইল। সে জ্বর দেখিয়া গৃহিণী বড়ই ভীতা হইলেন। পুনরায় কবিরাজকে সে সংবাদ দেওয়া হইল। রাত্রি দশটার সময় কবিরাজ আসিলেন। রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণমনে অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। গৃহিণীও তখন রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। সম্মুখেই একটা বিপদ যে ঘনাইয়া আসিতেছে—তাহা বুঝিলেন। এরূপ আসন্নবিপদের সময় অস্থির না হইয়া কেবল রোগীর সেবা আর ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন আর মনে মনে সেই

বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। বাড়ীতে আ
স্বজন কোন পুরুষ নাই। এমন বিপদের সময় এখানে প
কেহও কোন সংবাদ লয় না! একবার উঁকি মারিয়া
দেখে না! এরই নাম ইংরেজের রাজধানী—কলিকাতা ন
এখানে কি মানুষ বাস করে না? আর যাহার স্ত্রী মৃত্যুশ
শায়িতা—স্ত্রীর এই আসন্নমৃত্যুকালে সেই সুশিক্ষিত ন
নাথ কোথায়? নগেন্দ্র সুশিক্ষিত হউক্, কিন্তু নগেন্দ্র ম
নয়—নগেন্দ্র মনুষ্যাকারে পিশাচ! এই কি শিক্ষার ফল?

একজন পাচক ব্রাহ্মণমাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া গৃহিণী অতি
বুক বাঁধিয়া কোন রকমে সে কাল রাত্রি কাটাইলেন। এ
মনোরমার একবার রক্ত বমন হইল। কবিরাজকে ডা
আনিতে লোক দৌড়াইল। এইবার সেই প্রবল জ্বরের ম
হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। আর সে দেহের সে উত্তাপ
ক্রমে ঘর্ম্ম দেখা দিল। ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই হিমাঙ্গ! এই
অতি ক্ষীণকণ্ঠে মনোরমা কহিল,—"খুড়ী-মা, জন্মের মতন
আমায় তোমার পায়ের ধূলো দাও।"

সে ভাঙ্গা বুক এবার অতি কষ্টে গৃহিণী আবার দৃঢ়
বাঁধিলেন, কিন্তু চক্ষের জল আর রাখিতে পারিলেন
বামা গৃহিণীর পায়ের ধূলা লইয়া মনোরমার মাথায়
মনোরমার মর্ম্মস্থল হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল—"ভা
খুড়ী-মা? আ-শী-র্ব্বা-দ—"

বলিতে বলিতে মনোরমার দুই চক্ষু কপালে উঠিল!
আর সেই পাচক ব্রাহ্মণে ধরাধরি করিয়া মনোরমাকে
বাহির করিল। সব ফুরাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অতি কষ্টে মনোরমার শেষ-কার্য্য যথাবিধি নিষ্পন্ন করাইয়া গৃহিণী দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গৃহিণীকে আর কোন কথা কহিতে হইল না—গৃহিণীর মুখ দেখিয়াই কর্ত্তা সেই বিপদের কথা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। চঞ্চলা প্রভৃতি বাড়ীর অন্যান্য লোকে সঙ্গের দাসদাসীর নিকট সকল কথাই শুনিল। ক্রমে ক্রমে সে বিপদের কথা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। মনোরমার পিত্রালয় এই গ্রামেই ছিল—তবে তাহার পিতৃকূলে এখন আর কেহ নাই। সুতরাং গ্রামের সকলেই অতি শৈশবকাল হইতে ম[illegible]তাকে জানিত, সে সংবাদ যে শুনিল, সেই কাঁদিয়া [illegible] হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বিপদের কথা [illegible] গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষ অনেকেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া- [illegible] স্ত্রীলোকেরা গৃহিণীর নিকট আর পুরুষেরা কর্ত্তার [illegible]াহাদের সমবেদনা প্রকাশ করিয়া গেলেন। কি অবস্থায়, [illegible] মনোরমার মৃত্যু হইল—সে সকল কথা গৃহিণী কাঁদিতে [illegible] কেবল কর্ত্তার নিকট প্রকাশ করিলেন। অন্য কাহাকেও [illegible]। কর্ত্তা স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন, আর

একটি মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে ধী
ধীরে প্রস্থান করিলেন। সেখান হইতে একবারে পূজা-আহ্নিকে
ঘরে প্রবেশ করিলেন।

যথা সময়ে বড়গিন্নীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গে
দুর্গাদাস যথাবিধি সে শ্রাদ্ধ করিল। নগেন্দ্রের আর কো
সংবাদ নাই—তাঁহার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, কর্তা অ
কথা পাড়িতেন, আর গৃহিণী গোপনে চক্ষের জল মুছিতে

শ্রাদ্ধাদির পর, কর্তা একদিন বৈকালে দেওয়ান নক্ষত্রচন্দ্র
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর কাছে এখন কত টা
আছে ?"

দাওয়ানজী উত্তর করিলেন, "শতের আঠার হাজা
টাকা হবে।"

কর্তা। খগেন যে মেয়াদী-বন্ধক-পত্র নগেনকে লিখে দি
দশহাজার টাকা কর্জ্জ নেয়, সে টাকা পরিশোধের মিয়াদ
ফুরিয়ে এল। এ দিকে তারও ত কোন সংবাদ নেই।
মেয়াদটা যদি ফুরিয়ে যায়, তবে সব বিষয়ই নগেনের
সে বন্ধকী খতের যে নকল আছে, তাই দেখে, সুদের
করে তুমি টাকা নিয়ে কালই কল্‌কেতায় যাও। সে
পরিশোধ করে সে বন্ধক খোলসা কর।

নক্ষ। যে আজ্ঞে যাবো—আর সে চেষ্টাও করবো
কৃতকার্য্য হ'তে পারবো কি না—সে সম্বন্ধে আমার বড়
আছে বাবা। আমি গোপনে গোপনে সব অনুসন্ধান
মেজ বাবুকে বর্মায় ব্যবসা করতে পাঠান—এ সমস্তই
চক্রান্ত। তিনিই তাঁহার বশীভূত লোকের দ্বারা সে

একটা লাভের প্রলোভন দেখিয়ে বর্ম্মায় সরিয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই চক্রান্তে মোকদ্দমার সময় থাকতে মেজ বাবু আর দেশে ফিরে আসতে পারবেন না। এ সকল সংবাদও আমি পেয়েছি, তবে কোথায় যে তিনি আছেন,—এই সংবাদটি কেবল এখনও আমার জানতে বাকি আছে। আমি কালই কলকেতায় যাবো। দেখি—ভগবানের মনে কি আছে?"

এই কথা বলিয়া মকরচন্দ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, তখন কর্ত্তা যেন একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া রহিলেন। তাঁহার বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছে!

এ দিকে খুড়ী-মা গত কল্য চলিয়া গিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া, নগেন্দ্র সেই দিন বাড়ী আসিলেন। সে সংবাদ সত্য কি না—সে বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইবার জন্ত আসিয়াই একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরা, খুড়ী-মা দেশে চলে গেছেন?"

ভৃত্য বিষণ্ণমনে এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল—"আজ্ঞে, হাঁ।"

নগেন্দ্র তখন সাহস করিয়া একবার বাড়ীর চারিদিকে চাহিলেন। বাড়ীখানা কিন্তু আজ যেন কেমন খাঁ খাঁ করিতেছে! চারিদিকেই যেন কেমন শোক-মাখান রহিয়াছে! [illegible] দারোয়ান হইতে আরম্ভ দাসদাসী যাহার সহিত তাঁহার এখন সাক্ষাৎ হইতেছে, সেই তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। কেন এমন হইল—নগেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভৃত্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে গেছেন?"

ভৃত্য পূর্ব্বের ন্যায় বিষণ্ণমনে উত্তর করিল—"কাল গিয়েছেন।"

নগেন্দ্র। এ-দেরও নিয়ে গেছেন কি?

ভৃত্যের মুখে আর কোন উত্তর নাই! তখন নগেন্দ্র পুন সেই প্রশ্ন করিলেন। ভৃত্য কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এ উত্তর করিল—"কাদের বাবু?"

নগেন্দ্র এবার বিরক্তভাবে কহিলেন—"মেয়েদের—আ স্ত্রী মনোরমাকে?"

ভৃত্য তখন কাঁদিয়া ফেলিল! নগেন্দ্র বিস্ময়বিস্ফারিতনে ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! নগেন্দ্র প্রভুষবা স্বরে কহিলেন—"তুই কাঁদিস্ কেন? নিয়ে গিয়ে থাকেন সেই কথা আমায় সত্য বল্!"

ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"বউমা যে স্বর্গে গেছেন বড় বাবু!"

কি! মনোরমা এ পৃথিবীতে নাই! স্বর্গে চলিয়া গিয়াে বজ্রাহতের ন্যায় নগেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! নগেন মুখে আর কথা নাই! মনোরমা যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবে এ কথা নগেন্দ্র কখন কল্পনাও করেন নাই! তার সেই দিে যে মনোরমার মৃত্যুর কারণ—এ কথাও নগেন্দ্র জানিতেন সেই দিন মদ্যের পরাক্রান্ত নগেন্দ্র অজ্ঞান অবস্থায় করিয়াছিে সুতরাং সে কথা নগেন্দ্রের কিছুই স্মরণ ছিল না। বা দাসদাসীরা সে কথা কেহ সাহস করিয়া নগেন্দ্রের নিকট প্রকা করে নাই। সে ঘটনার দুই তিন দিন পরে, মনোর অসুখের কথা—নগেন্দ্র প্রথম শুনিয়াছিলেন। মনোরমার এ নগেন্দ্রের ভালবাসা কখনই ছিল না—এ কথা সত্য, কার এরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে কখ

ভালবাসা জন্মিতে পারে নাই। কিন্তু ভালবাসা নাই থাকুক—হঠাৎ মনোরমার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নগেন্দ্র বড়ই ব্যথিত হইলেন। তখন গৃহে তিনি আর তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পুনরায় কোচম্যানকে গাড়ী আনিতে হুকুম দিলেন। গাড়ী আসিলে, সেই গাড়ী করিয়া নগেন্দ্র হরলালের গৃহে আসিলেন। হরলাল তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল, এবং তাঁহাকে একবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া গেল। বহির্বাটীতে একটা বসিবার ঘর থাকিলেও, সে ঘরে হরলাল তাহার প্রাণের বন্ধু নগেন্দ্রকে বসাইতে পারে না—কারণ, বাহিরের অনেকগুলি ভাড়াটিয়ার সম্মুখে, এই দিনের বেলায় আমোদ করা চলে না। আর হরলালের অন্দরে নগেন্দ্রের এখন অবারিত-দ্বার। হরলালের স্ত্রী সৌদামিনী এখন আর নগেন্দ্রকে দেখিয়া লজ্জা করে না—সম্মুখে বাহির হয়, কথা কয়—ও আদর অভ্যর্থনা করে—এমন কি দেবর সম্পর্কে হাস্যপরিহাস ও যে না চলে—এমন কথা আমরা বলিতে পারিব না। এখন আর সম্ভ্রম বজায় করিবার জন্য সৌদামিনীকে কোন রূপ ছলনা করিতে হয় না? এখন নগেন্দ্র তাহাদের ঘরের লোক।

আজ নগেন্দ্রের মন কিছু বিষণ্ণ দেখিয়া সৌদামিনী কহিল —"আজ আপনার মুখখানি এত শুক্‌নো কেন নগেন্দ্র বাবু?"

নগেন্দ্র সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু হরলাল উত্তর দিল—"কাল রাত্রে কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? তার জন্যে আর ভাবনা কি—আমি আজই সে ঝগড়া মিটিয়ে দেবো।"

নগেন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"না হে, একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে গেছে!"

সৌদামিনী অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কি বিপদ নগেন্দ্র বাবু?"

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত নগেন্দ্র কহিলেন—"আজ বাড়ীতে গিয়ে শুনলুম—পরশু দিন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে গেছে। শুনে বড়ই মনটা খারাপ হয়ে গেল, বাড়ীতে আর থাকৃতে পারলাম না।"

সৌদামিনী কহিল—"আহা! আমি সেদিন দেখেই বুঝ্তে পেরেছিলুম—যে ছুঁড়ী আর বাঁচ্বে না।"

বলিতে বলিতে সৌদামিনী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিল। কিন্তু হরলাল ঐই সময় সৌদামিনীকে কহিল—"তুই শীগ্গীর সহচরীকে ডেকে দে, এরূপ দুঃখের কথা শুনে চুপ করে থাকা যায় না।"

সৌদামিনী চলিয়া গেল, পর মুহূর্ত্তেই সহচরী আসিল। তখন হরলাল কহিল—"নগেন ভাই, তোমার কাছে টাকা থাকে দাও—যা হবার তাত হয়ে গেছে—এখন একটু খেয়ে তোমার নিজের প্রাণটা বাঁচাও।"

নগেন্দ্র পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিলেন। সেই সময় হরলাল সহচরীকে কহিল—"আর দেখ্ সহচরী, আজ নগেন বাবুর আহারাদিও এই খানে হবে—তুই একবারে সব কিনে-কেটে নিয়ে আয়।"

নগেন্দ্র দুই চারিটা টাকা দিতে যাইতেছিলেন, হরলালের উপরোক্ত কথা শুনিয়া, সে টাকা রাখিয়া একখানা দশটাকার

নোট বাহির করিয়া দিলেন। নোট লইয়া সহচরী চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সৌদামিনী আসিয়া সুরা পানের সুন্দররূপ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিল। মদ্যপায়ীর কি কি দ্রব্য আবশ্যক—বিশেষতঃ নগেন্দ্র নাথ এ সময় কি ভালবাসেন—সৌদামিনী তাহা জানিত, সুতরাং তাহাকে আর কোন কথা বলিয়া দিতে হইল না। এইবার সৌদামিনী আহারের উদ্যোগে গেল, আর বাবুদিগের মদ্যপান চলিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দুই গেলাস পেটে পূরিয়া হরলাল কহিল—"এই দেখ ভাই, যে রোগের যা ওষুধ, মনটাকে প্রফুল্ল করতে এমন ওষুধ আর নাই।"

নগেন্দ্র সে কথার আর কোন উত্তর না করিয়া নিজহস্তে অধিক মাত্রায় এক গেলাস ঢালিয়া পান করিলেন, তার পর কহিলেন—"দেখ হরলাল দাদা, (হরলাল এখন নগেন্দ্রের 'দাদা' হইয়াছে) আমার মন এখনও ভাল হয় নাই। বাড়ীতে এখন আর আমার যেতে ইচ্ছে করে না—বাড়ীখানা যেন আমায় গিল্‌তে আসে। চঞ্চলাও যদি বাড়ীতে থাক্‌তো—"

নগেন্দ্র আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাম্‌লাইয়া গেলেন। হরলাল কহিল—'তুমি ত মদ খেলেই 'চঞ্চলা চঞ্চলা' কর—তা চঞ্চলাকে তবে তাড়িয়ে দিলে কেন?

নগে। আমি তাকে তাড়িয়ে দিই নাই, সে আপ্‌নি চলে গিয়েছে।

হর। তবে তাকে নিয়ে এলেই ত হয়।

নগে। সে আস্‌বে না—আমি কি করে আন্‌বো?

হর। সে [illegible] করে ছিলে কি ভাই?

নগে। না।

হর। তবে একবার তুমি নিজে দেশে গিয়ে সে চেষ্টা কর।

নগে। আমি দেশে যেতে পার্‌বো না—সে খুড়ো-খুড়ীর কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে?

হর। কেন—তুমি তাদের কি করেছ?

নগে। আমি তাঁদের কিছু করি নাই—তবে আমার সে সাহস হয় না। আরো অন্ত কারণ আছে—সে কথা তোমায় পরে বল্‌বো।

হর। আমি মনে কর্‌লে কিন্তু চঞ্চলাকে তোমার কাছে এনে দিতে পারি।

নগে। কি করে?

হর। কেন—ভুলিয়ে।

নগে। তুমি কি করে ভুলাবে? চঞ্চলাকে তুমি কখন দেখ নাই—তার চরিত্র তুমি জান না—তাই এ কথা বল্‌ছ।

হর। আমি পারি না বটে, কিন্তু আমার সহচরী পারে—আমার সৌদামিনী ও পারে—ওরা যাদুমন্ত্র জানে—যাদুমন্ত্রে কে না বশীভূত হয়। তবে সৌদামিনীকে তোমার খুড়ী-মা চিনেছে, ওর দ্বারা সে কাজ হবে না—সহচরীর এক মাসীর বাড়ীও যে তোমাদের গ্রামে। সহচরীর দ্বারা আমি চঞ্চলাকে তোমার বাড়ীতে এনে দিতে পারি। আর যাদুমন্ত্রও যদি তার ওপর না খাটে, তা হলেও কি আনা যায় না ভাই? এই পয়সা খরচ কর্‌লে, পৃথিবীতে এমন কাজ নাই যে আমি কর্‌তে পারি না। যদি আনাই দরকার হয়, তবে সহজে না হয়, জোর করে ধরে নিয়ে আস্‌বো।

হরলালের এই কথায় নগেন্দ্রের বুক একবারে দশ হাত

ফুলিয়া উঠিল! নগেন্দ্র আনন্দে আর এক গেলাস স্বহস্তে ঢালিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহা পান করিল। এই সুরা পানের অল্পক্ষণ পরেই নগেন্দ্র এবার উচ্চকণ্ঠে কহিল—"দাদা, দাদা—যদি তুমি এ কাজ কর্‌তে পার, এ কাজে হাজার টাকা ব্যয় কর্‌তে আমি রাজি আছি।"

হরলালও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"কুছ্‌পর্ব্বাও নেই। আমি মনে কর্‌লেই চঞ্চলাকে এনে দিতে পারি।"

নগেন্দ্র এবার জড়িত উচ্চারণে কহিল—"হরলাল দাদা, তুমি চঞ্চলাকে এনে দিলে আমিও তোমায় হাজার টাকা দিতে পারি।"

হরলাল অমনি তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"সহচরি, সহচরি।"

ডাকিতে না ডাকিতেই সহচরী আসিয়া উপস্থিত। হরলাল কহিল—"সহচরি, কাপড়পুরে তোর মাসীর বাড়ী নয়?"

সহচরী। হাঁ বাবু, আমার মাসীর বাড়ী। আমার সে মেসো মরে গেছে—এখনও মাসী বেঁচে আছে।

হর। আচ্ছা, তোকে সেই মাসীর বাড়ী যেতে হবে। সেখানে গিয়ে, তুই কি শ্যাম মুখুর্য্যের বাড়ী খুঁজে নিতে পার্‌বি না?

সহ। কেন, পার্‌বো না? তিনি কি একটা সামান্য লোক? দশ ক্রোশ রাস্তা থেকে তেনার নাম কর্‌লে লোকে তাঁকে চিন্‌তে পারে যে। আর তিনিই ত আমাদের নগেন বাবুর খুড়ো?

হর। তবে বেশ হয়েছে—দেখ সেই বাড়ীতে চঞ্চলা বলে

একটা মেয়ে-মানুষ আছে। তুই যদি তাকে ছলে, বলে, আর কি কৌশলেই হ'ক, কল্‌কেতায় নিয়ে আস্‌তে পারিস্—তবে আমি তোকে সোণায় অনন্ত গড়িয়ে দেবো।

সহ। আচ্ছা, আমি নিয়ে আস্‌বো। এখন খাবার প্রস্তত হয়েছে—আপ্‌নারা খাবেন আসুন।

তখন মহানন্দে উভয়ে বোতলের অবশিষ্ট সুরা দুইটা গেলাসে সমান অংশে ঢালিয়া পান করিল। তার পর টলিতে টলিতে আর ঢলিতে ঢলিতে আহারের স্থানে অতি কষ্টে গিয়া পৌঁছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নফর চন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া আজ দুই দিন নগেন্দ্র নাথের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। দাওয়ানজী তাঁহার কোন আত্মীয় লোকের বাসায় গিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। কারণ, নগেন্দ্রের বাড়ী আহারাদি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। প্রথম দিন তিনি যখন আহার করিতে চলিয়া যান, সেই সময় নগেন্দ্র নাথ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এবং দাওয়ানজীর আগমন-সংবাদ পাইয়া, সেই যে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি আর আসেন নাই। দুই দিনের পর, তৃতীয় দিনে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার নফর চন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথমেই সাক্ষাৎ হইয়া গেল। নগেন্দ্র দাওয়ানজীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নফর দাদা, কি মনে করে? কখন এলে?"

নফর চন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন—"আমি আজ তিন দিন এসেছি। এই তিন দিন ধরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পারি নাই। কেন—আমি যে দিন আসি—সে দিন আপনি আমার আসার কথা শুনেছিলেন ত? যা'ক—সে কথা—এখন কি মনে

করে এসেছি, এই কথা শুনুন। মেজ বাবু যে টাকাটা আপনার কাছ থেকে কর্জ্জ নিয়ে ছিলেন, সেই টাকা যায় সুদ আমি পরিশোধ কর্‌তে এসেছি।"

নগে। সে কর্জ্জের জন্ত তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

নফর। আপনার খুড়ো মহাশয় আমায় সেই টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নগে। খুড়ো মহাশয়েরই বা তাতে লাভ কি?

নফর। তাঁর নিজের লাভ আর কি? তবে মেজ বাবুর ক্ষতি হবার ভয়ে—তিনি এখন ঘর থেকে এই টাকাটা দিচ্ছেন।

নগে। মেজ বাবুর কিসে ক্ষতি হবে? আমি ত তারই ভালর জন্তে এতটা করে রেখেছি।

নফর। ভালর জন্তে কিসে—আমায় বুঝিয়ে দিন্।

নগে। কেন—সে কথাত পূর্ব্বে আর একবার তোমায় আমি বলেছি। সে সব নষ্ট করে ফেল্‌বে বলে, আমি সব আমার নামেই করে রাখ্‌বো।

নফর। তার পর আপনি যদি তাঁকে ফাঁকি দেন।

নগেন্দ্র এবার রাগান্ধ হইয়া কহিলেন—"কি! আমি তাকে ফাঁকি দেবো? সে আমার মায়ের পেটের ভাই—আমার চেয়ে তার বেশী আত্মীয় কে?"

দাওয়ানজী প্রথমে একটু থতমত খাইয়া, তার পর কহিলেন—"সে কথা ত ঠিক্—কিন্তু এখন আপনার স্বভাব চরিত্র আর অন্যান্ত ব্যবহার দেখে, আপনার ওপর—আপনার খুড়ো-খুড়ীর সে বিশ্বাস নাই।"

নগেন্দ্র এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া

কহিলেন—"তাঁদের যদি আমার ওপর সে বিশ্বাস না থাকে, আমিও তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌তে চাই না।"

দাওয়ানজী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া কহিলেন—"এ কথাটা কি ভাল বল্লেন বড় বাবু? তবে আমারও কথা শুনুন—আপ্‌নি এ টাকা সহজে না নিলে, আদালতে জমা করে দেবার ভারও আমার ওপর আছে।"

নগেন্দ্র এবার একটু স্থির হইয়া কহিলেন—"কার টাকা কে জমা করে? কেউত তার আম্‌-মোক্তার নাই—সে ক্ষমতা ত কারু ওপর সে দিয়ে যায় নাই। যা'ক সে কথা—তোমাকে সে সকল কিছুই কর্‌তে হবে না—এই আগামী বুধবারে খগেন আস্‌ছে।"

নফর। আগামী বুধবারই কিন্তু সেই টাকা পরিশোধের শেষ দিন।

নগে। কে এ কথা বল্‌লে? সেই দিন থেকে এখনও তিন বৎসর সময় থাক্‌বে যে। আর তোমায় স্পষ্টই বল্‌ছি—এ সকল কিছুই কর্‌তে হবে না—আমি খগেনকে কখনই ফাঁকি দেবো না। সেই ভাই ভিন্ন এখন আমার আর কে আছে? এখন আমি যদি কাল মরে যাই, তবে আমারও এ বিষয়-সম্পত্তি সকলই যে তার হবে—সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ নফর দাদা?

নফর চন্দ্র এ কথায় আর কোন কথা কহিলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেজ বাবু বুধবারে কখন এখানে এসে পৌঁছিবেন?"

নগে। খুব সকাল বেলাই রেঙ্গুনের জাহাজ এখানে পৌঁছায়, সকাল বেলাই আসা খুব সম্ভব।

"তবে আমি বুধবারে সকাল বেলাই আস্‌বো।"—এই কথা বলিয়া নফর চন্দ্র বিদায় লইলেন। নফর চন্দ্রকে সে বাড়ীতে থাকিবার জন্ত খগেন্দ্র কোন অনুরোধও করিলেন না!

বুধবার অতি প্রত্যূষেই খগেন্দ্র বর্ম্মা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গঙ্গাতীরেই—যেখানে রেঙ্গুনের জাহাজ আসিয়া লাগে, নফর চন্দ্রের সহিত খগেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। খগেন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে নফর চন্দ্র চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু খগেন্দ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। দেওয়ানজীকে দেখিয়া খগেন্দ্র "নফর দাদা, নফর দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে একবারে জড়াইয়া ধরিল। খগেন্দ্রের এরূপ শোচনীয় চেহারা দেখিয়া নফর চন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, খগেন্দ্রও কাঁদিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে সুস্থির হইলে, দাওয়ানজী কহিলেন—"সঙ্গে জিনিষপত্র কি আছে মেজ বাবু?"

খগেন্দ্র উত্তর করিল—"জিনিষপত্র কিছুই নাই। সে সব পর্য্যন্ত বেচে-কিনে দেনা দিয়েছি যে।"

নফর। দেনা কিসে হলো?—আপনার সঙ্গে ত দশহাজার টাকা ছিল—সে টাকাই বা কোথায় গেল?

খগেন্দ্র। সে সব টাকা এই শিবপুরের রামদাস বাঁড়ুর্য্যে ঠকিয়ে নিয়েছে। যত কাঠ চালান দিলুম—তার কিছুই টাকা পেলুম না—শেষে কাজেই দেনা দাঁড়িয়ে গেল। এমন দেনা—যে দেশে পালিয়ে আস্‌তেও পারি না—আর সে দেনা শোধ না করে কি করে পালিয়ে আস্‌বো?

নফর। তা এ সংবাদ আমাদের লেখেন নাই কেন?

খগেন্দ্র। কোন্ মুখ নিয়ে খুড়ো মশাইকে লিখ্‌বো? তবে দাদাকে অনেকবার লিখেছিলাম। হাঁ নফর বাবা, আমার খুড়ো, খুড়ী-মা আর বাড়ীর আর আর সকলে কেমন আছেন?

নফর। তাঁরা সব ভাল আছেন। বড় বাবু তবে আপনার সেখানকার ঠিকানা জান্‌তেন?

খগে। জান্‌তেন বই কি।

নফর। বটে! আচ্ছা, এখানে আর সে সকল কথার দরকার নেই। একটু অপেক্ষা করুন, আমি একখানা গাড়ী ডাকি।

খগে। গাড়ী ডাক্‌তে হবে না—আমি চলেই যাবো নফর দাদা। এখন দশক্রোশ রাস্তা হাঁট্‌লেও আমার কোন কষ্ট হয় না। তবে একটু যদি অপেক্ষা কর, তা হলে একটা কাজ করি।

নফর। কি কাজ?

খগে। অনেক দিন গঙ্গাস্নানটা হয় নাই—তার ম্লেচ্ছের দেশে এতদিন বাস করেছি। তার পর আজ পাঁচ দিন জাহাজে বাস। মনের মধ্যে কেমন একটা ঘেন্না জন্মিয়েছে—একবার গঙ্গা স্নানটা কর্‌তে বড়ই ইচ্ছে কর্‌ছে।

নফর। বেশ কথা—তবে ঐ চাঁদপালের ঘাটে চলুন।

তখন উভয়ে সেই ঘাটে আসিলেন। খগেন্দ্র ভক্তিভরে "পতিতপাবনী মাতর্গঙ্গে"—বলিয়া ডুব দিলেন। স্নানের পর খগেন্দ্র কহিল—"নফর দাদা, সন্ধ্যা-আহ্নিকটা এইখানে সেরে নেবো কি?"

নফর। তা বেশ—তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

রেব বাবু, আপনি বুঝি এখনও সন্ধ্যা-আহ্নিক ছাড়েন নাই ?

খগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"সে কি নফর দাদা ! তুমি একজন জ্ঞানবান্ লোক হয়ে, এমন কথাটা কি করে বল্লে ? ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করা ছেড়ে দেবো ?

নফর। কেন—তোমার দাদাত ছেড়ে দিয়েছেন।

খগে। দাদা ইংরেজী লেখা পড়া শিখেছেন—একবারে বি এল্ পাস। ইংরেজী লেখা পড়া শিখ্‌লে কি আর সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌তে হয় ?

গঙ্গাস্নানের পর উভয়ে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নগেন্দ্র নাথ বাড়ীতেই ছিলেন। দাদাকে দেখিয়া, দৌড়িয়া গিয়া খগেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিল। দাদাও খগেন্দ্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তার পর কহিলেন—"তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন ভাই ? তোকে দেখে আমার প্রাণ যে ফেটে যাচ্ছে।"

দাদার আদরে একবারে গলিয়া গিয়া খগেন্দ্র উত্তর করিল—"বড় কষ্ট পেয়েছি দাদা।"

নগেন্দ্র। নিজে ইচ্ছা করে এই কষ্টটা পেলি। তা হ'ক একটা খুব শিক্ষা তোর জীবনে হয়ে গেল। লেখাপড়া যেমন শিখ্‌লিনে, দেখে শুনে আর ঠেকে—এখন অনেক শিখেছিস্। তোর সেই শিক্ষা হবে বলেই, আমি তোকে আর টাকা পাঠাইনে। কিছু টাকা নষ্ট করেছিস্, তার জন্যে আমি দুঃখ করি না। আর প্রথমে কষ্ট পেয়ে, শেষে সুখ হওয়াই ভাল। ক'দিন আহারেও কষ্ট হয়েছে নয় ?—খাবার দাবার কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল ?

খগেন্দ্র। সে সকল বন্দোবস্তের ধার আমি ধারি না দাদা। আমি চিঁড়ে খেয়ে কাটিয়েছি।

সে কথা শুনিয়া নগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন—"বামুন ঠাকুরকে গিয়ে বল্—আজ শীঘ্রই যেন রান্না-বান্না হয়।"

তার পর খগেনকে কহিলেন—"তুই স্নানটান করে আগে একটু জল খা।"

খগেন্দ্র। আমি ত গঙ্গাস্নান আর সন্ধ্যা-আহ্নিক সব সেরে এসেছি দাদা।

নগেন্দ্র। এখনও তোর সে পাগলামী যায়-নি! তবে আর তোর শিক্ষাই বা হলো কৈ?

খগেন্দ্র দাদার সে কথায় আর কোন কথা কহিতে পারিল না—নীরবে কুন্ঠিতভাবে রহিল। অল্পক্ষণ পরে কহিল—"দাদা, আমি বউ দিদিকে একবার প্রণাম করে আসি।"

এই কথা বলিয়া খগেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্র বলিলেন—'কাকে প্রণাম করতে যাবে ভাই—সে কি আর বেঁচে আছে?'

"বউ-দিদি নাই!—বউ-দিদি নাই!" বলিতে বলিতে খগেন্দ্র সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনেক ক্ষণ তাহার মুখে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না—শোকভরে—অধোবদনে রহিল। তার পর জানিতে পারা গেল—খগেন্দ্র ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুচক্রী দাদার চক্রান্তে ভুলিয়া, খগেন্দ্রকে নফর চন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সেই দিন আদালতে টাকা জমা হইতে পারিত, কিন্তু খগেন্দ্র কি তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে অবিশ্বাস করিতে পারে? এরূপ করিলে তাহার দাদা অসন্তুষ্ট হইবেন যে! সুতরাং সে শেষ দিনেও টাকা জমা হইল না। লেখাপড়ার সর্ত্ত অনুযায়ী এখন সমস্ত বিষয় সম্পত্তিই নগেন্দ্র নাথেরই হইল। খগেন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেখানকার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এখানে যাহার নিকট মাল পাঠাইয়াছিল, সেত টাকা কড়ি কিছুই পাঠায় নাই, সুতরাং খগেন্দ্রেরই অনেক টাকা পাওনা রহিয়াছে। পাওনা চুলোয় যাউক, এখন সেই ব্যক্তিরই নিকট খগেন্দ্রের নাকি বহু টাকা দেনা! এ কথা তাহার দাদার মুখেই খগেন্দ্র শুনিয়াছে, এবং তাহার দ্বারাই সে সকল হিসাব পত্র দেখিয়া সে দেনা সাব্যস্ত করিয়াছেন! এই কথা যখন নফরচন্দ্র শুনিলেন, তখন তিনি শিবপুরের সেই মুহুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং এ দেনার মূল প্রকৃত কি না—সে কথা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে ব্যক্তি খগেন্দ্রের নামে বিশ হাজার টাকা জমা দেখাইয়া দিল। আর তাহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন—সে একজন পাকা জুয়াচোর, আর সেই জুয়াচুরির মধ্যে নগেন্দ্র নাথও আছেন। এমন কি তিনিই প্রধান—সে ব্রাহ্মণ তাঁহারই সাহায্যকারী মাত্র!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নফরচন্দ্র খগেনকে লইয়া দেশে চলিয়া আসিলেন। দেশে আসিয়া কর্ত্তার নিকট সমস্ত বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। পূর্ব্বেই পত্রের দ্বারাও কতক কতক জানাইয়া ছিলেন। কর্ত্তা নীরবে সমস্ত কথা শুনিলেন—এ সম্বন্ধে কোন রূপ মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না। কেবল তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল অধিকতর গম্ভীরভাব ধারণ করিল। খগেন দেশে আসিয়া প্রথমেই কর্ত্তাকে প্রণাম করিল। কর্ত্তা আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তখন আর কোনরূপ কথাবার্ত্তা তাঁহার হইল না। খগেন্দ্র তার পর তাহার খুড়ী-মাকে প্রণাম করিতে অন্দরের মধ্যে চলিয়া গেল। খগেন্দ্রকে দেখিয়াই খুড়ী-মাও কাঁদিয়া ফেলিলেন। অল্পক্ষণ পরেই একটু স্থির হইয়া কহিলেন—"তোর স্নান-আহ্নিক হয়েছে খগেন?"

খগে। নফর দাদাতে আর আমাতে খুব জোরে গঙ্গাস্নান করে, সেইখানেই সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করেছি—তার পর রাস্তাতে একটা ডাব নারিকেলও খেয়েছি।

খুড়ি। তবে আগে একটু জল খাবি—না একবারে ঠাঁই করে দেবো বাবা?

খগে। সে জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, খুড়ী-মা! এখন তুমি আমায় জান না—আমি তিন দিন উপবাস

খুব কর্‌তে পারি খুড়ী-মা। বর্ম্মাতে দু'তিন দিন না খেয়ে আমি কতবার কাটিয়েছি।

গৃহি। দু'তিন দিন না খেয়ে কাটিয়েছিস্ কি রে?

খগে। তা—কি কর্‌বো খুড়ী-মা? লোকের দেনা আগে দেওয়া ভাল—কি আপনার পুরার পেটে খাওয়া ভাল?

গৃহি। তোর কি সেখানে এত দেনা হয়েছিল?

খগে। তা জুয়াচোরে জুয়াচুরী কর্‌লে দেনা হবে না কেন?

গৃহি। তুই আমাদের কথা না শুনে কেন সেখানে গেলি বাবা?

খগে। তা আমি কি কর্‌বো খুড়ী মা? অদৃষ্টে কষ্ট থাক্‌লে কি কেউ নিবারণ কর্‌তে পারে?

খুড়ী-মা তখন আর কোন কথা কহিলেন না—তাড়াতাড়ি খগেন্দ্রের আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নিজে সেইখানে বসিয়া থাকিয়া তাহাকে আহার করাইতে লাগিলেন। আহার করিতে করিতে খগেন্দ্র কহিল—"খুড়ী-মা, আজ তিন বৎসর আমার অন্ন আহার হয় নাই। এ সকল ব্যঞ্জনের আস্বাদ আমিত একবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আগেকার মতন এক দিন তোমার পাতের পেসাদ আমায় খাওয়াতে হবে।

গৃহি। তা খাওয়াবো। হাঁরে খগেন, সেখানে তুই কার হাতে খেতিস্?

খগে। কার হাতে খাবো খুড়ী-মা? সেখানে কি বামুন আছে? সে যে মগের মুলুক। আমি নিজে হাত-পুড়িয়ে বেঁধে খেতুম।

গৃহি। কি বাঁধ্‌তিস্?

খগে। কোন দিন ভাতে-ভাত, আর কোন দিন ডাল আর চচ্চড়ি।

গৃহি। সেখানে মাছ-মাংস পাওয়া যায় না?

খগে। পাওয়া যাবে না কেন যায়, তবে সে হিন্দুর অখাদ্য। একে ত বৃথা মাংস, তার আবার কসাইএর দোকানে জবাই করা। আর মাছের মধ্যে কেবল শুঁটকী মাছ।

গৃহি। তা বাবা, তুমি মূর্খ হলেও যে আপনার জাতধর্ম বজায় রেখে চল্‌ছো—তাতে আমি খুব খুশী আছি। তবে একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি না থাক্‌লে কি—এ সংসারে চলা যায় বাবা? এই দেখ্‌না ব্যবসা কর্‌তে গিয়ে ঠক্‌লি। আবার শুন্‌ছি—তার অংশের সমস্ত কল্‌কেতার বাড়ী-ঘর নগেন তোকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছে নাকি?

খগে। তা খুড়ী-মা, আমি তার জন্ত দুঃখিত নই। তিনি ত আমার দাদা। আমি মুর্খ্যু-সুর্খ্যু লোক, আমার ত একজন ফাঁকিয়ে নেবেই, তা নয় দাদা নিয়েছেন—তা এতে আর দুঃখ কি খুড়ী-মা? আর আমার একটা পেট বইত নয়? তোমার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে কোন রকমে চলে যাবে।

গৃহি। তা বাবা, এ রকম করে বেড়ালে ত হবে না—বে-থা করে তোমায় সাংসারী হতে হবে। সেটা অধঃপাতে গেছে—তার কথা এখন আর আমি ভাবি না—এখন তোর জন্তই আমার ভাব্‌না। তোর একটা বিয়ে দিয়ে, তোকে সংসারী করতে পার্‌লে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

খগে। ঐটি—আমায় মাপ কর খুড়ী-মা। বিয়ে আমি আর কর্‌বো না—একটা পরের মেয়ে এনে আমার ...

চাপিয়ে দিও না। আমি তা হ'লে হাঁপিয়ে উঠ্‌বো—হয় ত সে চাপে মরে যেতেও পারি।

গৃহি। সে কি কথা খগেন? তোর দাদা ত এমন হয়ে গেল, এখন তুই বিয়ে না করলে—আমার তাশুরের বংশ থাকবে কি করে?

এই সময় খগেনের কি কথা মনে পড়িয়া গেল, অমনি তাহার মুখখানি বিষণ্ণভাব ধারণ করিল। খগেন্দ্র এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"হাঁ খুড়ী-মা, বউ দিদি কি বড় মনোকষ্ট পেয়ে মরেছেন?"

গৃহিণীও এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন—"আর সে কথা তুলিস্ না বাবা। তোর দাদার প্রতি এখনও যে তোর অচলা ভক্তি আছে, যেন সে ভক্তি সেই ভাবেই থাকে।"

খগে। তোমার আশীর্ব্বাদে দাদার প্রতি আমার ভক্তি অচলাই থাকবে।

এইবার খগেন্দ্রের আহার শেষ হইল। খগেন্দ্র আচমন শেষ করিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে চঞ্চলা আসিয়া খগেন্দ্রকে প্রণাম করিল। খগেন্দ্র তখন একটা মহা বিপদে পড়িল—কি বলিয়া চঞ্চলাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা খগেন্দ্র তাহার খুড়ী-মার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খুড়ী-মা, চঞ্চলাকে কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো?"

"ধর্ম্মে মতি অচলা থাকুক"—গৃহিণী সে প্রশ্নের এই উত্তর দিলেন। কিন্তু চঞ্চলা কহিল—"আমার যেন শীগগীর মরণ হয়—এই কথা বলে আশীর্ব্বাদ কর দাদা।"

গৃহি। সে কি কথা—চঞ্চলা? নিজের মৃত্যু-কামনা করাও

যে পাপ! এ জন্মে ত এই হলো, এখন পর জন্মে যাতে ভাল হয় সে চেষ্টা কর না মা।

চঞ্চলা। আমার সে বল কোথায় মা?

গৃহি। বল কি এক দিনে হয় মা? ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে ক্রমেই সে বল বাড়্‌তে থাকে। তুমি এখন যেমন ব্রতনিয়ম আর সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে চলেছ—এই রূপই কর, এতেই তোমার পর-জন্মে ভাল হবে মা।

কি ভাবিয়া চঞ্চলা তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। এই সময় খগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ খুড়ী-মা, পদ্মাবতী কোথায়? কই সে এসে আমায় প্রণাম কর্‌লে না?"

গৃহি। পদ্মা ত এখানে নাই—সে যে শ্বশুর বাড়ী গিয়েছে।

খগে। তার বিয়ে হয়েছে! কোথায় তার শ্বশুর-বাড়ী খুড়ী-মা?

গৃহি। তার শ্বশুর বাড়ী দেবগ্রামে। তবে তার শ্বশুর এখন হুগলীতে থাকেন। সে এখন হুগলীতেই আছে।

খগে। হুগলীতে তার শ্বশুর থাকেন কেন?

গৃহি। হুগলীর জজ-আদালতের তিনি একজন উকিল।

খগে। আর জামাই কি করেন?

গৃহি। ঐ হুগলী কলেজেরই সংস্কৃতের অধ্যাপক।

খগে। খুড়ী-মা, সবাইএর সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু পদ্মার জন্যে আমার বড় মন-কেমন কর্‌ছে—আমি তাকে দেখ্‌তে হুগলীতে যাবো।

গৃহি। তা যা'ন—আমি সে ব্যবস্থা করে দেবো। তাঁরা

খুব লোক ভাল, তোকে খুব আদর যত্ন কর্‌বে। আর প
এখন ছেলে-মানুষ, তবু আমি যে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছি
ঠিক সেই ভাবে সে চলে কি না—সকলে তার সুখ্যাতি করে কি
না—এই সকল কথা জেনে আসিস্ ত বাবা।

মহা আহ্লাদে খগেন্দ্র তখন বাহিরে চলিয়া আসিল।
বাহিরে আসিবামাত্রেই চট্টোরাজের সহিত খগেন্দ্রের সাক্ষাৎ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

খগেন্দ্র নাথকে দেখিয়া চট্টোরাজ তৎক্ষণাৎ নমস্কার করিল। প্রতি-নমস্কার করিয়া খগেন্দ্র কহিল—"আপনাকে চিনি চিনি কর্‌ছি বটে, কিন্তু এখনও ঠিক্ চিন্‌তে পাচ্ছি না যে।"

চট্টোরাজ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"সে কি! আমায় আপ্‌নি চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আমি যে আপনাদেরই চট্টোরাজ।"

খগে। ওঃ—আর বল্‌তে হবে না—এখন আমি আপ্‌নাকে চিনেছি।

চট্টো। আমিও আপ্‌নাকে খুব চিনেছি, আপ্‌নি ত আমাদের মেজ বাবু? তা আপ্‌নি কল্‌কেতার বড় বাবুর কাছ থেকে আস্‌ছেন নয়?

খগে। আজ আমি সেখান থেকেই আস্‌ছি।

চট্টো। তা বড় বাবু আমার সম্বন্ধে কোন কথা আপনাকে বল্‌তে বলেন নাই?

খগে। কই না—আচ্ছা, কথাটা কি বলুন দেখি।

চট্টো। আচ্ছা, একটু নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বল্‌বো—এখানে বলা হবে না মশাই। আমার অনেক শত্রু আছে—তারা শুন্‌তে পেলে এখনই সব গোল করে দেবে।

এই কথা বলিয়াই চট্টোরাজ খগেন্দ্রের হাত ধরিয়া তাহাকে এক প্রকার টানিতে টানিতে বাড়ীর বাহিরে লইয়া গেল। তার পর একবারে খিড়কীর দিকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া উপস্থিত হইল। একবার চারিদিক ভাল করিয়া চাহিয়া খগেন্দ্রের কাণে কাণে নটবর কহিল—"অন্ত কথা কিছু নয়—এই আমার বিয়ের কথা।"

খগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"কই—আপনার বিয়ের কথা ত আমি তাঁর মুখে কিছুই শুনি-নে।"

চট্টোরাজ কহিল—"তবে সব কথা আপনাকে খুলে বলি। বড় বাবুর এক বন্ধু আমার একটা সম্বন্ধ স্থির করে রেখেছেন। এমন কি—আমি মনে করলেই, সেবার যে আমি কল্‌কেতায় গিয়েছিলাম, সেইবারেই বিয়ে করে বউকে ঘরে আন্‌তে পার্‌তুম। তা আমার কেমন অদৃষ্ট—সন্ধ্যা-আহ্নিক করি বলে, সে বিয়েটা ভেঙ্গে গেল। তা এবার যখন আপনি কল্‌কেতায় যাবেন, সে বিয়েটা যাতে হয়, বড় বাবুকে একবার বলে-করে দেখবেন কি? সন্ধ্যা-আহ্নিক করায় যে দোষ নেই—বরং গুণের কথা—এই কথাটা একবার বুঝিয়ে দিলেই আমার এ বিয়েটা ঠিক হয়।"

খগে। তা আপনি বের জন্তে এত ব্যাকুল হয়েছেন কেন?

চট্টোরাজ সে কথায় একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—"তা ব্যাকুল হবো না মশাই? আমার বাপ-পিতামোর বংশটা একবারে লোপ হয়ে যাবে? আমি যে আমার বাপের এক ছেলে।

খগেন্দ্র কি উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় একজন

অপরিচিত স্ত্রীলোককে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া নটবর কহিল—"চুপ করুন—এ দিকে কে আসছে।"

এই সময় হরলালের ঝি সেই সহচরী আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা বাবুরা, মুখুর্য্যেদের খিড়কী দরজা কি এইটে?"

চট্টোরাজ কহিল—"হাঁ, হাঁ, ঐটাই খিড়কী-দরজা। তা হাঁগা বাছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?"

সহচরী। কি কথা বলুন না বাবু?

চট্টো। তুমি বাছা বুঝি—ঘটকী।

সহচরী একটু ফিক্ করিয়া হাসিল। সেই হাসিটুকুতেই চট্টোরাজের মনোগত উত্তর হইয়া গেল। চট্টোরাজ খগেন্দ্রকে চুপি চুপি মিনতি করিয়া কহিল—"মেজ বাবু, ও মাগী নিশ্চয়ই ঘটকী—আপনার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে, তা আপনার বিয়ে এখন থাকুক, আগে আমার বিয়েটা হয়ে যা'ক। আপনি ওর সঙ্গে সেই কথাটা পাড়ুন না?"

খগেন্দ্র। সে কথা আপনি বলুন, কারো বিয়ের কথা কইতে আমার বড় লজ্জা করে। তবে আমার বিয়ে একবারেই থাক্, আপনার বিয়েটা আগে হ'ক—এতে আমি খুব রাজি আছি।

চট্টোরাজ তখন সহচরীকে কহিল—"তুমি কি মেজ বাবুর বিয়ের সম্বন্ধ এনেছ ত?"

সহচরী পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"তুমি ত আমার ঠিক্ ধরেছ বাবু—আমি মেজ বাবুর বিয়েরই সম্বন্ধ এনেছি।"

চট্টো। তা দেখ বাছা, এঁরই নাম মেজ বাবু—আমার

দিয়ে না হলে ইনি বিয়ে কর্‌বেন না—তুমি আমার বিয়েটা আগে দিতে পারো?

সহ। আপনি কে—আপনার পরিচয়টা আগে দিন।

চট্টো। আমি চট্টোরাজ।

সহচরী। ও চিনেছি—তা বেশ আমি আগে আপনার বিয়ে-টাই দিয়ে দেবো। তা আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার দরকার আছে। এ বাড়ীতে চঞ্চলা বলে যে একটি মেয়ে আছে, সে আমার আলাপী, তার কাছেই আমি আপনার সম্বন্ধে গোপনে কথা কইবো—তার সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন?”

চট্টোরাজ তখন খগেন্দ্রকে কহিল—“কি হবে—মেজ বাবু, আপনি অনুগ্রহ কর্‌লেই আমার এ বিয়েটা হয়ে যায়।”

খগেন্দ্র সহচরীকে সঙ্গে লইয়া অন্দরের মধ্যে গেল। সে প্রকাণ্ড অন্দরেরও দুই তিনটা মহল। সহচরী প্রথম মহলে প্রবেশ করিয়া একটা নির্জ্জন স্থান দেখিতে পাইল, এবং সেইখানেই চঞ্চলাকে পাঠাইয়া দিতে কহিল। অল্পক্ষণ পরেই চঞ্চলা সেইখানে আসিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠিক যেন সন্ধ্যার সন্ধিস্থল, আধ আলো—আধ অন্ধকার। সেই অস্পষ্ট আলোকে একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক দেখিয়া চঞ্চলা বিস্মিত হইয়া কহিল—“হাঁ গা, তুমি কে গা?”

সহচরী। ওগো, আমি তেলিপাড়ার মজুমদার বোন-ঝি। আমার মাসীর শক্ত ব্যারাম শুনে, তাকে বাঁচাতে এসেছিলুম। তা হলো না মা, আমার মাসীমা—আজকের রাতটাও আর টিকবে না। এখন মরবার সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়—তুমি একবার শীগ্‌গির এস মা—শীগ্‌গির এস।

উপরোক্ত কথা বলিতে বলিতে সহচরী কাঁদিয়া ফেলিল। একে অনাথা গ্রামবাসী স্ত্রীলোক, তার আসন্নমৃত্যুর অবস্থা! এ সংবাদ পাইয়া চঞ্চলার প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তথাপি কহিল—"এমন ভর্-সন্ধ্যে বেলায় আমি কেমন করে যাবো মা? কাল সকালে গেলে হবে না?"

সহচরী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিল—"রাত যে টেঁকে, তাত বোধ হয় না—তাই তেমন রোগীকে একলা ফেলে এসেছি—আমার প্রাণটা বড়ই ধড়ফড় কর্‌ছে মা—একবার আয় মা, একবার আয়। তোমায় ছাড়া আর কাকেও তার বিশ্বাস নেই।"

চঞ্চলা। তবে একটু দেরী কর বাছা, আমি আমার মাকে বলে আসি, আর কাউকে সঙ্গেও আনি।

সহচরী আকুল প্রাণে কহিল—"না, আর দেরী কর্‌লে চল্‌বে না মা। সেখানে তোমার ত দেরী হবে না। আর কা'কেও সঙ্গে নিতে হবে না—আমার সঙ্গে যাবে মা—আর আমার সঙ্গেই চলে আস্‌বে—এস, আর দেরী করো না মা।"

"তবে চল।"—বলিয়া সহচরীর সঙ্গে চঞ্চলাও তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল, এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—"চঞ্চলা!"

চঞ্চলা সেই স্বর শুনিয়াই বুঝিল—এ কণ্ঠস্বর তাহার জননী-স্বরূপিনী গৃহিণীর! চঞ্চলার পা আর চলিল না—চঞ্চলা স্থির হইল। গৃহিণী চঞ্চলাকে আর কোন কথা না কহিয়া সহচরীকে কহিলেন—"কে তুই?"

গৃহিণীর দৃষ্টি অন্দরের সকল দিকেই থাকে। চঞ্চলাকে

একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া, তিনি গোপনে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা সবই শুনিয়াছিলেন—পরদুঃখকাতরা ও সরলপ্রাণা চঞ্চলাকে যে একটা ডাকিনী কোন ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে—দুই চারি কথা শুনিয়াই সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারিলেন। মঙ্গলার পীড়ার সংবাদ যে একটা ফাঁদ মাত্র, তাহাও তাহার অবিদিত রহিল না—সেই জন্যই গৃহিণী ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে রূঢ়ভাবে একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোককে কহিলেন—"কে তুই ?"

সহচরী প্রথমে একটু থতমত খাইল। তার পর কহিল—"ওগো আমি এখানকার লোক নই—আমায় তুমি চিন্‌তে পারবে না মা। তবে আমার মাসীকে তোম্‌রা জান—আমি মঙ্গলার বোন-ঝি।"

গৃহি। কোন্ মঙ্গলা ?

সহ। তেলীপাড়ার শ্যাম নন্দীর স্ত্রী। তার বড় অসুখ মা, তাই চঞ্চলাকে ডাক্‌তে এসেছি।

গৃহি। তার কি অসুখ ?

সহ। বাত-শ্লেষ্মা বিকার।

গৃহি। কতদিন হয়েছে ?

সহ। আজ দশ দিন মা। তার মধ্যে পাঁচ দিন বড় বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।

গৃহি। মিথ্যা কথা! আজ চার দিন পূর্ব্বে আমি যে তাকে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে দেখেছি।

এই কথা বলিয়াই গৃহিণী চঞ্চলাকে কহিলেন—"তুই এখান থেকে চলে যা। আমি কাকেও দিয়ে একগাছা ঝাঁটা আমার

শীঘ্র পাঠিয়ে দে। যা কতক ঝাঁটা না খেলে, এ বাগী সত্য কথা বল্‌বে না।”

ধীরে ধীরে চঞ্চলা চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই এক ভীম-দর্শনা দীর্ঘাকার দাসী সত্য সত্যই এক গাছা সুদীর্ঘ ঝাঁটা হস্তে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই সহচরীর প্রাণ উড়িয়া গেল। গৃহিণী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“এখন সত্য কথা বল্‌বি—না ঝাঁটা খাবি?”

শুষ্ককণ্ঠে কম্পিত-হৃদয়ে সহচরী কহিল—“আমি ত মিথ্যে কথা বলিনি মা।”

গৃহিণী পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“মঙ্গলার আজ দশ দিন ব্যায়রাম, পাঁচ দিন বাড়াবাড়ি, এ কথা কি সত্য?”

সহচরী তখন ন্যাকা সাজিয়া মিনতি করিয়া কহিল—“তা ক’দিন ব্যায়রাম আর ক’দিন বাড়াবাড়ি, আমি কেমন করে জান্‌বো মা? আমি ত মাসীর ব্যায়রাম শুনে কাল এখানে এসেছি।”

গৃহি। কোথা থেকে এসেছিস্?

সহ। কল্‌কেতা থেকে।

গৃহি। সেখানে কি করিস্?

সহ। আম্‌রা দুঃখী লোক—গতর খাটিয়ে খাই মা।

গৃহি। কার বাড়ী চাকরী করিস্?

সহচরী তখন অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিল—“হরলাল বাবুর বাড়ী।”

গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—“রামধন ঘোষের ছেলে, হরলাল ঘোষ ত? যার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী।”

সহচরী অবাক্ হইয়া রহিল! সে কথার আর কোন উ
দিতে পারিল না। গৃহিণী পুনরায় কহিলেন—"কে তো
চঞ্চলাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে বল্! হরলাল
অগেন?"

এ প্রশ্নেরও সহচরীর মুখে কোন উত্তরই নাই! গৃহিণী ত
সেই দাসীকে হুকুম দিলেন—"এই ডাকিনী বেটীকে পাঁচ ঝ
গণে মেরে, একবারে গ্রামের বার্ করে দিয়ে আয়।"

এই কথা বলিয়াই গৃহিণী সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন
সেই ভীমাদাসী তখন গাছ কোমর বাঁধিয়া সপাসপ্ ঝাঁ
মারিতে মারিতে সহচরীকে গ্রামের বাহির করিয়া দিল
পাঁচের স্থানে যে কত ঝাঁটা মারিয়াছিল, তাহা আমরা গণ
করিয়া উঠিতে পারি নাই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রে গৃহিণী সহচরীঘটিত সমস্ত ব্যাপার কর্ত্তাকে খুলিয়া বলিলেন। তিনি এই সকল কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে রহিলেন—তার পর এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এ ছোঁড়া দেখ্‌ছি—অধঃপাতের চরম সীমায় নেমেছে। এখন উপায় ?"

গৃহিণী কহিলেন—"উপায় একটা কর্‌তেই হবে। এ অঞ্চলের সকল লোক যখন তোমার চেষ্টায় ভাল হচ্ছে, তখন নিজের ঘরের ছেলেটা এমন অধঃপাতে যাবে ? লোকে আমাদের বল্‌বে কি ?"

কর্ত্তা কিছুক্ষণ পুনরায় অধোবদনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা কথা স্মরণ হওয়ায়, তাঁহার সেই বিষণ্ণমুখ যেন ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যেন উষার ঈষৎ আলো দেখা দিল ; অবনত মস্তক হঠাৎ উত্তোলন করিয়া কর্ত্তা কহিলেন—"তুমি চেষ্টা কর্‌লে এর উপায় হবে, বলে বটে। চরিত্র সংশোধনে তুমি অসাধ্য সাধন কর্‌তে পার। আমিই তার প্রমাণ। আমি কি ছিলাম, আর এখন কি হয়েছি।"

অল্পক্ষণ নীরবে থাকিয়া গৃহিণী কহিলেন—"তোমার অনুমতি হ'লে আমি সে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু খগেন বিগড়াইলে তাকে সোজা করা যত সহজ, নগেনকে সোজা করা তত সহজ নয়।"

কর্ত্তা। তা আমি জানি, তবে চেষ্টা করায় দোষ কি? তুমি কালই কল্‌কেতায় চলে যাও।

গৃহি। তা যাবো, কিন্তু চঞ্চলাকেও আমার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

কর্ত্তা বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"চঞ্চলাকে!"

গৃহি। নগেনের এ রোগের চঞ্চলাই আমার একমাত্র ঔষধ।

কর্ত্তা। তোমার এত সাহস! চঞ্চলাকেও তুমি এতদূর বিশ্বাস করতে পার?

গৃহি। খুব পারি—সে যে আমার মেয়ে। এ প্রলোভন সামনে না ধরলে, আমি ত তার দেখাই পাবো না।

কর্ত্তা। তবে তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই করতে পার, তাতে আমার অমত নাই।

গৃহিণী তখন জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"দেখিস্—মুখ রাখিস্ মা, আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম।"

পর দিন প্রাতে গৃহিণী চঞ্চলাকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। নরক অপেক্ষাও ভীষণ—শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ, সেই নগেন্দ্র-গৃহে আজ চঞ্চলা চলিয়াছে। যে নগেন্দ্র একদিন চঞ্চলার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—যে নগেন্দ্র আজও

ছলে বলে কৌশলে সেই চেষ্টায় ফিরিতেছে—চঞ্চলা আজ সেই পাষণ্ড নরাধমের উদ্ধারে চলিয়াছে! চঞ্চলার হৃদয় আজ একটুও চঞ্চল হয় নাই—চঞ্চলার প্রাণে আজ কিছুমাত্র ভয় নাই! কারণ সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী স্নেহময়ী জননীস্বরূপিনী গৃহিণী তাহার সঙ্গে রহিয়াছে! গৃহিণীর ইঙ্গিতে চঞ্চলা না পারে কি? অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে—বিষধর সর্পকেও চুম্বন করিতে পারে!

সেই দিন বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। নগেন্দ্রের সেই সুসজ্জিত অট্টালিকায় এখন আর সে শ্রী নাই—যেন শশ্মানে পরিণত হইয়াছে। বহুমূল্য গৃহ-শোভার দ্রব্য সকল এখন অযত্নে নষ্ট হইয়া যাই-তেছে। অন্দর মহলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। কারণ নগেন্দ্র ত এখন আর অন্দরে প্রবেশ করিতেন না। সে মহলে যে মানুষ বাস করে, দেখিলে তাহা অনুমান করা যায় না। এমন কি—একটা পুতিগন্ধে মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না। দাসদাসী সকলেই রহিয়াছে—কিন্তু এক গৃহিণীর অভাবে সেই স্বর্ণ-অট্টালিকা এখন শশ্মানভূমিতে পরিণত! সে গৃহ দেখিয়া গৃহিণী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রথমেই দাসদাসী-গণকে ডাকাইয়া নিম্নতল হইতে ত্রিতল পর্য্যন্ত সমস্ত অন্দরের আবর্জ্জনা ও জিনিষ পত্রের উপরের ধূলা পরিষ্কার করিতে অনুমতি করিলেন। এখন গৃহিণীর ভয়ে সকলেই একবারে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং ক্ষিপ্রহস্তে সেই কত কালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও ধূলা পরিষ্কার করিতে লাগিল।

সমস্ত অন্দর পরিষ্কৃত হইলে পর, গৃহিণী নিজের ও চঞ্চলার যৎসামান্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া লইলেন এবং ভৃত্যদিগকে

তখন বহির্বাটী সেইরূপ পরিষ্কার করিতে বলিলেন। এ দিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, গৃহিণী শঙ্খধ্বনি করিলেন, চঞ্চলা প্রতি গৃহে গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ দেখাইয়া আসিল। অনেক দিনের পর, সে আবদ্ধ গৃহে আজ আবার সন্ধ্যার বাতি জ্বলিল,—ধূপধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল। বহির্বাটীতেও সেই ব্যবস্থা হইল। কয়েক দণ্ডের মধ্যে সে বাড়ীর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সেই শ্রীহীন গৃহ সকল যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে আবার হঠাৎ শ্রীযুক্ত হইল। কেন হইবে না? গৃহিণীর সহিত স্বয়ং চঞ্চলা যে আসিয়াছে!

সকলই হইল, কিন্তু নগেন্দ্রত এখন ও গৃহে আসিল না। তখন গৃহিণী নগেন্দ্রের জন্য অস্থির হইলেন। অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিলেন—তাহাতে তাঁহারও বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নগেন্দ্র কোথায় আছে—তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিয়া, তিনি বামা-ঝিকে হরলালের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, এবং চঞ্চলার আগমন-সংবাদ তাহাকে প্রদান করিতে কহিলেন। তিনিও যে সেই সঙ্গে আসিয়াছেন—সে কথার কোন উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বামা হরলালের বাড়ী জানিত, সেখানে গিয়া দেখিল—তাহার বাবু সেইখানেই রহিয়াছেন। তখন বামা বাবুকে গোপনে ডাকিয়া চঞ্চলার আগমন-সংবাদ দিল। নগেন্দ্রের সে কথায় বিশ্বাস হইল না। তিনি রাগিয়া কহিলেন—"আমার সঙ্গে তুই ঠাট্টা কর্‌তে এসেছিস্?"

বামা ভয়ে জড়সড় হইয়া কহিল—"না বড় বাবু, আপনার সঙ্গে কি আমি ঠাট্টা কর্‌তে পারি?—একবার নিজে দেখ্‌লে ত এখনই সব বুঝতে পারবেন।"

এখন নগেন্দ্রের মনে হইল—সহচরীর সঙ্গে ত চঞ্চলা আসিতেছিল, মধ্যে তাহার খুড়ী-মা পড়িয়াই ত সমস্ত নষ্ট করিয়া দেন। সহচরীর সে কথায় তখন কিন্তু নগেন্দ্রের বিশ্বাস হয় নাই। এখন বামার মুখে এই কথা শুনিয়া সহচরীর সে কথাও তাহার বিশ্বাস হইল। তখন আর বামার এ কথাও তিনি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দে তাঁহার বুক যেন সাত হাত ফুলিয়া উঠিল। গাড়ী আনিতে দেরী সহিল না; নগেন্দ্র সৌদামিনীর অজস্র বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে করিতে হরলালের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন—আজ যেন সে গৃহ হাস্যময়। যেখানকার যাহা, সমস্তই ঠিক-ঠাক্ রহিয়াছে—যাহার যে কার্য্য, সে সেই কার্য্য করিতেছে। নগেন্দ্রের প্রাণ আরো আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র বামাকে লইয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়া গেল। অন্দরেরও কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! নগেন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? তখন স্বপ্ন ঘোরেই যেন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল—“চঞ্চলা—আমার চঞ্চলা কোথায় বামা?”

তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে চঞ্চলা বাহির হইয়া নগেন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া চঞ্চলা ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমনি নগেন্দ্রের পদনখ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্তে যেন একটা তাড়িতপ্রবাহ ছুটিয়া গেল! নগেন্দ্র তখন আবার ভাবিল—এ স্বপ্ন না সত্য? স্বপ্নই হউক, আর সত্যই হউক, সেত মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চলার সাক্ষাৎ-লাভ করিয়াছে! আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, “চঞ্চলা—চঞ্চলা, তুমি কখন এলে চঞ্চলা?”

চঞ্চলা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আমি বৈকালে এ
বাড়ী।"

নগেন্দ্র দীপালোকে চঞ্চলার ব্রীড়াবনত মুখ সতৃষ্ণ
নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিল—"চঞ্চলা, তুমি সত্যই এসে
না এ স্বপ্ন?"

"আর আমিও এসেছি, বাবা।" বলিতে বলিতে গ
পার্শ্বের গৃহ হইতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ কি!
যে নগেন্দ্রের খুড়ী-মা! চঞ্চলার সঙ্গে সঙ্গে এ যে এক
বজ্রাঘাৎ! বাস্তবিক বজ্রাহতের ন্যায় নগেন্দ্র স্তম্ভিত হ
রহিলেন। এখন এ যে স্বপ্ন নয়—সত্য, সে কথা নগে
মনে ধারণা হইয়া গেল। গৃহিণী কহিলেন—"তোমার সংস
কেহ তোমায় যত্ন কর্‌বার লোক নাই—তাই তোমার বড়
হয় শুনে, আমি চঞ্চলাকে সঙ্গে করে এনেছি।"

পুণ্যের কাছে পাপ পরাজয় মানিল—মূর্ত্তিমতী পবিত্র
সম্মুখে পাপী নগেন্দ্র অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার মনে
সে উৎসাহ সে আবেগ এখন আর নাই। গৃহিণী পুনর
কহিলেন—"তুমি কেমন আছ বাবা?"

গৃহিণীর সেই সস্নেহ সম্ভাষণে নগেন্দ্র কথঞ্চিত সুস্থির হই
এবার ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল—"আমি ভাল আছি খুড়ী-মা।"

বিচারপতির সম্মুখে ভীত খুনী-আসামীর ন্যায় এখনও নগেন্
কিন্তু ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে ভয় দূর করিবার
জন্য গৃহিণী কহিলেন—"তুই রাত্রে কি খাবি বল্ দেখি?
চঞ্চলা তোর জন্যে রাঁধবে—আর আমি বসে থেকে তোকে
খাওয়াবো।"

নগেন্দ্র এ জীবনে যে, খুড়ী-মাকে আর কখন মুখ দেখাইতে পারিবে, সে বিশ্বাস তাহার মনে ছিল না—সেই খুড়ী-মার মুখে এই কথা! সেই খুড়ী-মার এত স্নেহ—এত যত্ন—এত ভালবাসা! কিন্তু চঞ্চলা যে রাঁধিবে—সেটা নগেন্দ্রের প্রাণে সহ্য হইবে কেন? সেই কথা নগেন্দ্র বলিতে যাইতে ছিল—কিন্তু তাহার খুড়ী-মার সম্মুখে চঞ্চলার নামটা মুখে লইতে তাহার কেমন আটকাইয়া গেল! পাপের মন কি না—সেই কারণ সে দিকে না গিয়া নগেন্দ্র কহিল—"আমার ত রাঁধ্‌বার লোক আছে খুড়ী-মা।"

খুড়ী-মা তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"তারা রাঁধ্‌তে জানে না—সেই জন্তেই তুই ত বাবা, বাড়ীতে খাওয়া একবারেই বন্ধ করে দিয়েছিস্‌।"

চঞ্চলা নগেন্দ্রের জন্ম স্বহস্তে রন্ধন করিবে?—নগেন্দ্রের পক্ষে সে ত অমৃতভক্ষণ হইবে। কিন্তু খুড়ী-মা থাকাতেই ত যত গোল বাধিয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ত নগেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে 'চঞ্চলা—চঞ্চলা' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু এখন খুড়ী-মার সম্মুখে নগেন্দ্র সেই চঞ্চলার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিতেছে না! যে চঞ্চলাকে দেখিবার জন্ম নগেন্দ্র একবারে পাগল হইয়াছিল, ঐ ত সেই চঞ্চলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই খুড়ী-মার সম্মুখে নগেন্দ্রের চক্ষু সেদিকে আর ফিরিতেছে না! খুড়ী-মাই ত নগেন্দ্রের যম। নগেন্দ্র এ পৃথিবীতে আর কাহাকেও এত ভয় করে না—খুড়ো মহাশয়কে পর্য্যন্ত নয়। আবার খুড়ী-মা কখন নগেন্দ্রকে একটিও রূঢ় কথা বলেন নাই—প্রাণ ভরিয়া কেবল আদর—

কেবল স্নেহ—কেবল যত্ন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই মাকেই নগেন্দ্রের এত ভয়! কেন এমন হইল?

কেন এমন হইল—তা নগেন্দ্র ও ভাবিয়া স্থির করিতে পা না। যে উচ্ছৃঙ্খল নগেন্দ্র পৃথিবীর সকল বাধা-বিঘ্ন অবহে অতিক্রম করিয়া অবাধে প্রবল বন্যার ন্যায় চলিয়াছিল, য উদ্দাম প্রকৃতি সংসারের কোন বন্ধনে আবদ্ধ হইবার সেই নগেন্দ্র এখন খুড়ী-মার সম্মুখে ভীত!—খুড়ী-মা আদর, স্নেহ ও যত্নের পরিবর্ত্তে নগেন্দ্রকে যদি ডাক আসিয়া ভৎসনা করিতেন, তবে এমনই তা সেই স্বেচ্ছ প্রকৃতির তুফান দেখিয়া তোমরা ভয়ে ক হইতে সংসারের লৌহ শিকলের বন্ধন অনায়াসে করা কিন্তু এই স্নেহের বন্ধন—এই প্রেমের বন্ধন— ভালবা বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে!

নগেন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আচ্ছা খুড়ী-মা, আমি বাড়ীতেই খাবো।"

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ চঞ্চলাকে কহিলেন—"যা মা, তুই রা ঘরে যা।" তার পর স্নেহগদগদকণ্ঠে নগেন্দ্রকে আদর ক কহিলেন—"আয় বাবা, ততক্ষণ তোর সঙ্গে দুটো দে কথা কই।"

নগেন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিল, খুড়ী-মার এই কথায় সেই খা নিরাসনে বসিয়া পড়িল। নগেন্দ্র কি আর সে নগেন্দ্র নয়!

চারিদণ্ড কালের মধ্যেই চঞ্চলা নগেন্দ্রের জন্য নানা প্রক অন্ন-ব্যঞ্জন থাল ও বাটী সাজাইয়া সেইখানেই বসিয়া দি গৃহিণী আসন ও জলের গেলাস আনিতে একজন দাসীকে আ

মতি করিলেন। চঞ্চলা সেই স্থানে সমস্ত [illegible] দিয়া হস্ত প্রক্ষালণের পর, নগেন্দ্রের সম্মুখে বসিল। গৃহিণী একখানা পাখা আনিয়া নগেন্দ্রকে বাতাস করিবার জন্ত চঞ্চলার হাতে দিলেন। নগেন্দ্র আহার করিতেছে, চঞ্চলা বাতাস করিতেছে, আর গৃহিণী—"এটি খাও, ওটি খাও, এটি কেমন রান্না হয়েছে—ওটি কেমন রান্না হয়েছে—তুই কি খেতে ভালবাসিস্ [illegible]" প্রভৃতি বাক্যে নগেন্দ্রের কাণে একবারে মধু ঢালিয়া দিতেছেন। কি সুন্দর! নগেন্দ্র তখন ভাবিতেছিল, এ সকল ব্যঞ্জন কি সুন্দর—এ যে নূতন রকম আস্বাদন! সে পিঁয়াজ-রসুনের [illegible] নাই, অথচ রসনায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইতেছে! এ [illegible] চঞ্চলা রন্ধন করিয়াছে বলিয়াই—নগেন্দ্রের এ ব্যঞ্জন এত মিষ্ট লাগিতেছে। এক চঞ্চলা ব্যতীত নগেন্দ্রের আস্বাদনের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে অন্ত কাহার সাধ্য নাই—খুড়ী-মারও নহে।

আহারান্তে নগেন্দ্রকে অগত্যা সেই অন্দরের মধ্যেই শয্যায় গিয়া শয়ন করিতে হইল। বাহিরে শয়নের জন্ত নগেন্দ্র খুড়ী-মার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, কিন্তু খুড়ী-মা কহিলেন—"তোকে তোর ঘরে ঘুম না পাড়ালে, আমার যে ঘুম হবে না বাবা।"

কি স্নেহ! এ যে একবারে স্নেহের বান ডাকিয়া উঠিল। সে তোড়ে নগেন্দ্রের ক্ষুদ্র মন ফিরিবে না? নগেন্দ্র শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। যেন একটা মদমত্ত হস্তী—অঙ্কুশ মাত্র সঞ্চালনে একবারে ভূমিতে কাৎ হইয়া পড়িল। চঞ্চলা এবার তাহার [illegible] পদ-সেবায় নিযুক্ত হইল! আর খুড়ী-মা পাখা হস্তে জোরে বাতাস চালিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একটা স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ নগেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ
গেল। স্বপ্নটা যে কি—তাহা নগেন্দ্রের ভালরূপ
হইতেছিল না। নিদ্রাভঙ্গের পরেই স্বপ্নটা
ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। একছড়া গাঁথা-মালা
হইলে, ফুলগুলা যেমন ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, স্বপ্নটাও সেই
অসংলগ্নভাবে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেবল ঝরিয়া
নহে—একটা প্রবল স্রোতে ছিন্ন মালার ফুল পড়িলে, যেমন
গুলা সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ স্বপ্নের কথাগু
নগেন্দ্রের মনের স্রোতে সেইরূপ কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি
নগেন্দ্র তখন সেই স্রোতে ভাসমান ফুল বা কথা গুলাকে ধরি
গেল, কিন্তু সকলগুলি ধরিতে পারিল না—অনেক আবল-ত
ধরিল—তাহার মধ্যে দুইটা কথাই সার—এক চঞ্চলা, অপর কথ
সৌদামিনী। একি! নগেন্দ্র ত শয্যায় একাকী শয়ন করিয়াছি
হঠাৎ তাহার পার্শ্বে চঞ্চলা ও সৌদামিনী কোথা হইতে আসি
নগেন্দ্রের একদিকে চঞ্চলা, অপর দিকে সৌদামিনী।
টানাটানি কেন? বন্ধুপত্নী সৌদামিনীরও নগেন্দ্রের উপর আক
শক্তি আছে নাকি? থাকিলেও থাকিতে পারে—কিন্তু চ
আজ ত নগেন্দ্রের গৃহেই বাঁধা! তখন সৌদামিনীর সে কীদৃ

নিবিয়া গেল, আর চঞ্চলা স্থির-সৌদামিনীরূপে নগেন্দ্রের অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করিল।

সে চঞ্চলা তাহারই গৃহে নয়? নগেন্দ্র আর শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারিল না। নগেন্দ্র হঠাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। উঠিয়া একবারে গৃহের বাহিরে আসিল। এ কি! এ বারাণ্ডাটা এত জ্যোৎস্না-মাখান কেন? যত জ্যোৎস্না চাঁদের ছিল, সবই যেন এই বারাণ্ডাতে একবারে ঢালিয়া দিয়াছে। বারাণ্ডাটা যেন শাদা ধপ্ ধপ্ করিতেছে। চাঁদের জ্যোৎস্নার এত আলো হয়? রাত্রিকালে এত আলো ত ভাল নয়। নগেন্দ্র ত এখন আর আলো চায় না, নগেন্দ্র যে অন্ধকার চায়। একটা স্থির-চঞ্চলার আলো ত নগেন্দ্র তাহার হৃদয়ের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়াছে—সেই কারণ বাহিরে নগেন্দ্র কেবল অন্ধকার চায়। এই শুভ্র জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তে নগেন্দ্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার চায়। এ কথা কি ঠিক বিশ্বাস হয়?

সেই জ্যোৎস্না দেখিয়া, নগেন্দ্রের মনে কেমন ধীরে ধীরে কোথা হইতে একটা ভয় আসিয়া প্রবেশ করিল। পথ পাইয়া অমনি খুড়ী-মার কথাটাও তৎক্ষণাৎ নগেন্দ্রের মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। কি—খুড়ী-মা? যিনি আজ এত যত্ন—এত আদর করিয়াছেন—সেই খুড়ী-মা! নগেন্দ্রের পা আর অগ্রসর হইল না—পশ্চাতে ফিরিল। নগেন্দ্র গৃহে আসিয়া গৃহের দরজা অর্গলা-বদ্ধ করিল। আচ্ছা, সৌদামিনী? এই সময় আর একবার সৌদামিনীর কথা নগেন্দ্রের মনে হইল। কিন্তু চঞ্চলার কাছে ত সে সৌদামিনী দাঁড়াইতে পারিল না। সৌদামিনী?—আরে ছি! আর চঞ্চলা? আ মরি মরি!

চঞ্চলার সেই অপরূপ রূপ চিন্তা করিতে করিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। অনেক বেলায় নগেন্দ্র উঠিল—রোথানে নগেন্দ্র অভ্যস্থ ছিল না। প্রাতে যতক্ষণ উঠিল না—ততক্ষণ গৃহিণীর প্রাণটা হানটান করিতে ছিল

নগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলে পর, তাহাকে আর কথা বলিতে হইল না। নগেন্দ্রের প্রাতঃকৃত্যাদির সমস্ত জন প্রস্তত। তাহার উপর সেই স্নেহ—সেই আদর-যত্ন!

স্নানের পর নগেন্দ্র আহারে বসিয়াছে। আজও চঞ্চলাই নগেন্দ্রের জন্য রন্ধন করিয়াছে। সেই খুড়ী-মাও বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে। আহারের পর নগেন্দ্র বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইল। বিশ্রামের পর নগে একবার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইল। এমন সময় তাহার মা আসিয়া কহিলেন—"ও নগেন, চঞ্চলা বেশ মহাভারত আমি সে পড়া শুন্‌তে বড় ভাল বাসি। তুই ও শুনবি?"

নগেন্দ্র মহাভারত-পাঠ শুনিবে! ছি মহাভারত! হঠা কথা বলিতে গিয়া নগেন্দ্রের মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইল—হউ মহাভারত—চঞ্চলা যে পড়িবে! সুতরাং যে কথা বলিতে যা ছিল, সে কথা নগেন্দ্রের আর বলা হইল না। তাহার পরি নগেন্দ্র কহিল—"তা বেশ—শোনা যাক।"

তখন চঞ্চলা আসিয়া মহাভারত-পাঠ আরম্ভ করিয়া সে সুললিত কণ্ঠের সুন্দর আবৃত্তি নগেন্দ্রের কর্ণে মধু ঢা দিতে লাগিল। সাপুড়ের বংশীধ্বনি যেমন বিষধর সর্প মো হইয়া শ্রবণ করে, নগেন্দ্র সেই ভাবে মুগ্ধের ন্যায় তাহা শু

লাগিল। প্রথমে অর্থের দিকে তাহার কোন লক্ষ্য ছিল না—ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে অর্থের দিকেও নগেন্দ্রের লক্ষ্য হইল। গৃহিণীর উপদেশ মত চঞ্চলাও বাছিয়া বাছিয়া মহাভারত হইতে পাপ-পুণ্যের কথা—ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা—ইহকাল পরকালের কথা—ইহজন্ম-পরজন্মের কথা পড়িতেছিল। নগেন্দ্রের মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঠিল—এ সকল আবার আছে নাকি? খাও দাও আর মজা কর—এই ত মনুষ্য জীবনের প্রধান কাজ। নগেন যে বড় বিষম একটা ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেল!

এইরূপ প্রতিদিনই চলিতে লাগিল। কোন দিন মহাভারত, কোন দিন রামায়ণ, কোন দিন অন্যান্য পুরাণ, চঞ্চলা পাঠ করিত—আর নগেন্দ্র তাহা ধীর হইয়া শুনিত। সুতরাং নগেন্দ্র আর বাড়ীর বাহির হইতে পারিত না—এক প্রকার বন্দীভাবে অন্দরের মধ্যে গৃহিণীর স্নেহনীড়ে আর চঞ্চলার সেবাযত্নে নবজীবন লাভ করিতে লাগিল। কাজেই তখন ইয়ার-মহলে একবারে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলালের প্রাণ ত বার বার কাঁদিয়া উঠিল। আর সৌদামিনীর কেবল প্রাণটা নয়, একবারে 'বুক যায়—প্রাণ যায়'—হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে গৃহিণীর হুকুমে এই যুগলদম্পতির নগেন্দ্রগৃহে একবারে প্রবেশ নিষেধ। এখন উপায়?

এইরূপ ব্যবস্থায় অমানিশার ঘোর অন্ধকার যেন একটু একটু করিয়া নগেন্দ্রের হৃদয়াকাশ হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে উষার ক্ষীণ আলোকও ধীরে ধীরে দেখা দিতেছিল। নগেন্দ্র তখন আপনার অবস্থা বুঝিল। আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় কত নীচে আসিয়া পড়িয়াছে, একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল।

প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! দুর্লভ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ
নগেন্দ্রের এ কি অধঃপতন! ঐ উর্দ্ধে কি আর উঠা যায়
তখন চঞ্চলার প্রতি তাহার মনে যে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়
সে প্রবৃত্তিটা যেন একবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল!
চঞ্চলা নগেন্দ্র নাথের স্নেহময়ী সহোদরা ভগিনী! পূর্ব্ব
স্মরণ হইলে ঘৃণায়, লজ্জায়, নগেন্দ্রনাথ যেন একবারে
যাইত। অনুতাপানলে তাহার প্রাণ দগ্ধ হইতে থাকিত।

নগেন্দ্র নাথের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন
একদিন কাপড়পুর হইতে এক অশুভ সংবাদ আসিয়া পৌঁ
দুর্গাদাসের সঙ্কটাপন্ন পীড়া। সে পীড়ার সংবাদ পাইয়া
চঞ্চলাকে লইয়া দেশে যাইবার জন্ত তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইে
নগেন্দ্র নাথও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সঙ্গে দেশে আসিতে
লেন। সেই দিনই রাত্রে তাঁহারা দেশে আসিয়া পৌঁছি
কিন্তু আসিয়া দুর্গাদাসের যে অবস্থা দেখিলেন, তাহাতে তাঁ
মাথায় যেন বিনা মেঘে অকস্মাৎ এক ভীষণ বজ্রাঘাত
গেল! দুর্গাদাস ভয়ঙ্কর বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া
পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাহার স্নেহময়ী জননীকে দে
বিকৃতস্বরে কহিল—"মা, তুমি এসেছ, আমি মনে করে ছি
বুঝি আর তোমার সঙ্গে দেখা হলো না।"

পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া জননীর প্রাণ কিরূপ
তাহা বর্ণনা করা যায় না। তথাপি প্রাণ ধরিয়া আত্মি
কহিলেন—"ভয় কি বাবা, তুমি আরাম হবে।"

জননী পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া দেখিলেন,
অঙ্গ ঘর্ম্ম হইতেছে। তৎক্ষণাৎ চঞ্চলাকে খুঁটে শুক

আনিতে বলিলেন। শুঁটের গুঁড়া আসিলে স্বহস্তে পুত্রের গাত্রে তাহা মাখাইতে লাগিলেন। এই সময় নফর চন্দ্র ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন—দুর্গাদাস কহিল—"নফর দাদা, এ সময় আর ওষুধ খাবো না—আমায় গঙ্গাজল দাও, ব্রাহ্মণের পাদোদক দাও—বাবাকে ডেকে দাও—ঠাকুরদের নাম শোনাও।"

ঔষধ ফেলিয়া নফর চন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে সে গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন। গৃহিণী সেই ঔষধ লইয়া কহিলেন—"এই ওষুধটুকু খাও ত বাবা—আমি একটু একটু করে খাওয়াবো—তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

জননীর অনুরোধে দুর্গাদাস সে ঔষধ খাইল। কিন্তু সে ঔষধ সেবনে কোন ফলই হইল না। রোগীর হাত, পা তখন যে ক্রমেই ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়াছে! শেষে যখন একবারেই হিমাঙ্গ, তখন ঠাকুর ঘর হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসন্নমৃত্যু পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুর্গাদাস আর কথা কহিতে পারে না—পিতাকে দেখিয়া ঈষৎ হাঁ করিল। ব্রাহ্মণ স্বহস্তে গঙ্গাজল লইয়া পুত্রের মুখে ঢালিয়া দিলেন। সে জল আর গলাধঃকরণ হইল না। কষ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তখন দুর্গাদাসের চক্ষু দুইটা একবারে স্থির হইয়া গেল। গৃহের মধ্য পুত্রের মৃত্যু হয় দেখিয়া, কর্ত্তা ও নগেন্দ্র নাথে ধরাধরি করিয়া দুর্গাদাসের দেহ গৃহপ্রাঙ্গণে নামাইয়া ফেলিলেন। তাৎকালিক যথাশাস্ত্র ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি হইল না। তখনও দুর্গাদাসের সেই স্থির চক্ষু যেন পিতার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। চাহিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু এ দিকে দেহের আর ত কোন স্পন্দন নাই—শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত নাই! এইবার গৃহিণী একবারে

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ক্রন্দনের রোল উঠিল। কর্ত্তার এরূপ আকস্মিকের সংবাদ পাইয়া গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁহার বাড়ীতে পড়িল। গ্রামশুদ্ধ লোক কাঁদিয়া আকুল হইল—কি যাহার এই পুত্রশোকরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত, যাহার বৎসরের একমাত্র পুত্র আজ জন্মের মত বিদায় হই কেবল সেই ব্রাহ্মণের চক্ষে বিন্দুমাত্র অশ্রু নাই!

নবম পরিচ্ছেদ।

"হা ভগবান—তুমি শেষে এই কর্‌লে!"—পুত্র শোকাতুরা গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন—"হা ভগবান—তুমি শেষে এই কর্‌লে!"

সেখানে কর্ত্তা ও নগেন্দ্র নাথ ছিলেন। নগেন্দ্রেরও চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। কর্ত্তা গৃহিণীকে কহিলেন—"ভগবানের উপর কোন দোষারোপ করো না—ক'নে-বউ। তুমি পুত্রশোকে এত অধীরা, যে এ শোকের মূল কারণ ভুলে গিয়ে, ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ?"

নগেন্দ্র কহিলেন—"খুড়া মহাশয়, এ পুত্রশোক কি ভগবান দেন নাই?"

কর্ত্তা। না বাবা। ভগবান এত নিষ্ঠুর নন্। এ পুত্র শোকের কারণ আম্‌রা নিজেই। আমরা আমাদের কর্ম্মফল ভোগ করি বই ত নয়।

নগে। কর্ম্ম ফলটা কি?

কর্ত্তা। পূর্ব্ব জন্মে যে কর্ম্ম করেছি, তারই ফল বা অদৃষ্টের ফল।

নগে। আমি যদি পূর্ব্ব জন্ম বা অদৃষ্ট না মানি।

কর্ত্তা। হিন্দুকে মানিতেই হবে—আর তর্ক ও যুক্তি দ্বারাও আমি তোমায় মানাতে পারি। একটা সামান্য কথা বলি—জন্মিয়াই কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, আবার কেহ নিদারুণ দারিদ্র্যদুঃখে কষ্ট পায় কেন? একই পিতা যদি দুইটি পুত্রকে সমানভাবে শিক্ষা দাও—একজন মহাপণ্ডিত হয়, অন্যজন গণ্ডমূর্খ হয় কেন? এ কেবল পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের জন্য হয়। অদৃষ্টে না মান্‌লে এ সকল কেন হয়, আর কিছুতেই বুঝা পারা যায় না। এই পরজন্ম বা অদৃষ্টই হিন্দুধর্ম্মের চাবিকাঠি।

নগেন্দ্র। আমি এ জন্মে যে সকল পাপ করেছি, তার ভোগ কি আমার এ জন্মে হবে না?

কর্ত্তা। সকল কর্ম্মের ফলভোগ সেই জন্মেই হয় না, কতক হতে পারে—আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল ও থাকে—সেই জন্যই আবার জন্ম হয়। দেখ ক'নে-বউ, আ অদৃষ্টে পুত্রশোক ছিল—তাই আমরা পেয়েছি, এর জন্য করা বৃথা।

নগেন্দ্র। আচ্ছা, এ অদৃষ্টের হাত থেকে কোন এড়াতে পারা যায় না কি?

কর্ত্তা। বর্ত্তমান জন্মের কার্য্য বা পুরুষকারের দ্বারা হাতও কতকটা পরিত্রাণ এড়ান যেতে পারে। যখন অদৃ হয়, তখন পুরুষকার ফলদানে সমর্থ হয় না, আর যখন কার প্রবল হয়, তখন অদৃষ্ট কতকটা কেটে যেতে পারে। এই অদৃষ্ট মানা ছাড়া, পুত্রশোক নিবারণের আর অন্য নাই। এই পূর্ব্বজন্ম বা অদৃষ্ট না মান্‌লে এরূপ শোকে অবিশ্বাস জন্মায়, তখন সে একবারে নাস্তিক হয়ে দাঁড়ায়।

নগেন্দ্র। অন্যান্য ধর্ম্মে কি বলে খুড়া-মহাশয়?

কর্ত্তা। খ্রীষ্ট, মুসলমান আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব মানে, কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম বা পর জন্ম মানে না। সে সকল ধর্ম্মে বলে—মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষ সৎকর্ম্ম কর্‌লে স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সুখভোগ করে, আর সেই রকম অসৎ কর্ম্ম কর্‌লে নরকে গিয়ে অনন্ত নরকভোগ করে থাকে।

নগেন্দ্র। আচ্ছা, হিন্দুও ত স্বর্গ-নরক মানে।

কর্ত্তা। মানে বই কি—কিন্তু অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক মানে না। হিন্দুধর্ম্ম মতে স্বর্গ ও নরকে সুখদুঃখের সাময়িক কর্ম্মফলই ভোগ হয়। পরে আবার মর্ত্তে জন্ম গ্রহণ কর্‌তে হয়। মানুষের মৃত্যু ত একবারে হয় না—একখানা পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য একখানা নূতন বস্ত্র গ্রহণ করা হয় মাত্র। তবে এ শোক করা কেন?

নগেন্দ্র নাথ তাহার খুড়া মহাশয়ের নিকট হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ সকল উপদেশ পাইয়া একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। সে বিস্ময় অপনীত হইলে পর কহিলেন—"আমাদের হিন্দুধর্ম্ম যে এত উচ্চ—এত মহান্ তাত কখনও আমি কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই।"

কর্ত্তা কহিলেন—"বাবা তোমরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখে ইংরেজী ভাবাপন্ন হয়ে যাও—ইংরেজের যা কিছু আছে, সবই তোমরা ভাল মনে কর—আর নিজের যা কিছু আছে—তা না দেখে শুনেই, একবারে সব পরিত্যাগ করে বসো। সেই জন্যই আমি ইংরেজী-শিক্ষার বিরোধী—তা বইলে সেক্সপীয়ার বা মিল্টন পাঠের বিরোধী নাই। হাঁ, নিজের ধর্ম্ম, নিজের সাহিত্য,

নিজের ধর্ম্ম, আগে দেখ, দেখে ভাল মনে কর—গ্রহণ কর, ভাল মনে না কর—পরিত্যাগ কর—তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু পরিত্যাগের বিষয় দেখ—নিজের যা অ তা দেখলাম না—শুন্‌লাম না—ছ'পাতা ইংরেজী লেখাপড়া শি সে সকল হিন্দু আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মনিষ্ঠার উপর একা খড়্গহস্ত হওয়া কিরূপ অন্যায় কাজ!

নগেন্দ্র তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"আমি মহাপাপী, আমার উদ্ধারের উপায় কি হবে খুড়ো মহাশয়?"

কর্ত্তা। উপায় এখনও যথেষ্ট আছে। অতি দুর্লভ ব্র কুলে জন্মেছ, সেই ব্রাহ্মণের কাজ কর। তর্ক যুক্তি ছেড়ে হিন্দু আচার, ব্যবহার, ব্রত, নিয়ম, সংযম অন্ধবিশ্বাসীর বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কর। কি নির্ম্মল আনন্দ উপ করবে—তা নিজেই তখন বুঝতে পারবে। আর সেরূপ বিশ্বাস না করতে পার, তবে কোন বিষয়ে সংশয় হলে, আমায় জা আমি নিজের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির বলে পারি—কি অন্য কাকে নিয়ে পারি, তোমার সে সকল সংশয় দূর করবার চেষ্টা করবে

নগে। কিন্তু আপনার এইরূপ শোকের সময়, আপন বিরক্ত করতে ইচ্ছা করি না।

কর্ত্তা। দেখ, বাবা এই পুত্রশোকের মত শোক আর সংসারে নাই—এ কথা সত্য। কিন্তু শোকে অভিভূত হয়ে, ধ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করবো কেন? তোমায় ধর্ম্মোপদেশ দে আমার কর্ত্তব্য—আমি সে বিষয়ে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। এই ধর্ম্মালোচনা হলে কি আর শোক থাকে—একে যে একবারে নিবারণ হয় বাবা।

গৃহিণী একমনে খুড়তাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের এই সকল কথা-লোচনা শুনিতেছিলেন—ধর্মকথার আলোচনায় যে শোক নিবারণ হয়, তিনি তাহা মনে মনে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

এখন হইতে অনন্তকর্ম্ম হইয়া নগেন্দ্র নাথ খুড়ো-মহাশয়ের নিকট কেবল ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। খুড়ো-মহাশয় ও নিজের সন্ধ্যা-আহ্নিক ও জপের পর অবশিষ্ট সময় ভ্রাতুষ্পুত্রকে যথাসাধ্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। প্রথমে—হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদই যে সর্ব্বপ্রধান—এবং অভ্রান্ত প্রমাণস্বরূপ, তাহা বুঝাইলেন—এবং প্রমাণ কাহাকে বলে তাহাও মোটামুটি বুঝাইয়া দিলেন। তার পর বেদের মন্ত্র সকল যে সজীব—কেবল শব্দ মাত্র নয়—অতি সহজে সে সকল কথাও বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। তার পর পুরাণ, উপনিষদ, প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রও যে সেই বেদ-ছাড়া নয়, সে সকলই যে কেবল বেদেরই ব্যাখ্যা মাত্র—সে কথাও তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। দিনে দিনে নগেন্দ্রের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইতে লাগিল—দিনে দিনে নগেন্দ্র নাথের ধর্ম্মপিপাসা বর্দ্ধিত হইতে দেখা গেল—দিনে দিনে তিনি এইরূপ ধর্ম্মালোচনায় অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এ আনন্দের সহিত সেই পাপ কামপ্রবৃত্তি উপভোগজনিত আনন্দের কি তুলনা হয়? সে আনন্দ ক্ষণিক—এ আনন্দ অসীম—অনন্ত ও চিরস্থায়ী। সে আনন্দের পর অবসাদ আসিয়া থাকে, এ আনন্দের আর সে অবসাদ নাই—বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এত দিন নগেন্দ্র অমূল্য হীরকখণ্ডকে পদদলিত করিয়া অতিতুচ্ছ কাচ-খণ্ডকে বুকে ধারণ করিয়াছিলেন। এত দিন শিক্ষিত বলিয়া তাঁহার

মনে মনে একটা অহঙ্কার ছিল, সে অহঙ্কার একবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আপনাকে অতিগণ্ডমূর্খ—অতি হেয়—অতি নীচ মনে করিতে লাগিলেন। এই তাঁহার হিন্দুধর্ম—এত উচ্চ—এত মহান্—এত বিপুল! নিজের এরূপ ভয়ঙ্কর ভ্রান্তির জন্ত নিজেকেই মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। আর যে খুল্লতাতের প্রতি পূর্ব্বে তাঁহার আদৌ ভক্তি ছিল না, সেই খুল্লতাতের অগাধ জ্ঞান—অসীম পাণ্ডিত্য ও প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া তিনি হতবুদ্ধির ন্তায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—ভক্তিভরে নয়না-শ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল!

কেবল ধর্ম্মোপদেশ নয়—মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সেই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যা-আহ্নিক, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তপ, জপ ও যোগ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার মনের পাপ ক্রমেই দূর হইতে লাগিল। মেঘমুক্ত শশধরের ন্তায় তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে একটি পূর্ণ জ্যোতিঃ তিনি নিজেই তখন অনুভব করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী এদিকে স্বামীর উপদেশ মতে ক্রমে সেই নিদারুণ পুত্রশোক ভুলিয়া গিয়া নিজের পর-কালের কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। তখন স্বামীসেবা ভিন্ন গৃহিণীর সংসারে আর কোন কার্য্যই দেখিতেন না। কেবল নিজের দেবার্চ্চনা ও পূজা-আহ্নিকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। পর জন্মে যাহাতে আর এরূপ পুত্রশোকে ভুগিতে না হয়—গৃহিণীর কেবল সেই চেষ্টা। এখন সংসারের ভার চঞ্চলার উপর অর্পণ করিবার জন্ত একদিন তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"দে

মা, এখন থেকে আমার সংসারের সমস্ত ভার তোমার উপর দিলাম।”

চঞ্চলা ছল্‌ছল্‌নেত্রে কহিল—“আর তুমি আমাদের ফেলে কোথায় যাবে মা?”

গৃহি। কোথাও যাবো না—রাতদিন সংসারের কাজ না করে, আমি নিজের কাজ কর্‌তে একটু অবসর চাই।

চঞ্চলা। এ সংসারের কাজও কি তোমার নিজের কাজ নয় মা?

গৃহি। নিজের কাজ বটে, কিন্তু আমি পরকালের কাজের কথা বল্‌ছি।

চঞ্চলা। কিন্তু তুমিই ত আমায় শিখিয়েছ মা—স্ত্রীলোকে সংসারের কাজ কর্‌লে—পরের কাজ কর্‌লে—পর-সেবায় জীবন সমর্পণ কর্‌লে—তার পরকালেরই কাজ হয়। আমি কি তবে এতদিন ভুল বুঝেছি মা?

চঞ্চলার এই কথা শুনিয়া গৃহিণী সবিস্ময়ে একবার চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিলেন! দেখিলেন—সে মুখে যেন একটা সংশয়ের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। গৃহিণী চঞ্চলাকে কহিলেন—“কে মা তুই? তুই মা, আজ আমাকেও যে জ্ঞানে দিলি! সংসারধর্ম্মই স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বটে, এ কথা আমিই তোকে বলেছি। এই সংসারধর্ম্ম যথাবিধি পালন কর্‌তে পার্‌লে, চতুর্ব্বর্গের ফল পাওয়া যায়। তা, মা, আমি তোকে এতদিন আমার সামান্য জ্ঞানমত যা কিছু শিক্ষা দিয়েছি—তার পরীক্ষা নেবো না? তুই সংসারধর্ম্ম কি করে প্রতিপালন করিস্—আমি তা দেখ্‌বো না?”

[illegible] তুমি যদি আমার মাথার উপর থাক [illegible] যে চেষ্টা করতে পারি—আমার ভুল হলে তুমি [illegible], আমি আমার ব্রতনিয়ম করে যা সময় পাবো—তোমার [illegible]। দেখ্ মা, এ জন্মত এই ভাবে গেল, যাতে পরজন্মে আমার ভাল হয়,—আমার তাই বলে দাও মা।"

গৃহিণী কহিলেন—"তোমার ব্রতনিয়ম, পূজা-আহ্নিক যেমন কর্‌ছ—তেম্নি কর মা। আর তোমার মতন পর দুঃখকাতরা, পর-সেবায় আত্মহারা আমি আর দুটি দেখি নাই। যদি এরূপ অসাধারণ পর-সেবায় ধর্ম্ম থাকে, তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি—তোমার অক্ষয় স্বর্গ হবে।"

চঞ্চলা মস্তক অবনত করিয়া রহিল। গৃহিণী সে অবনত মস্তক উন্নত করিয়া দেখিলেন—চঞ্চলার দুই চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু!

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক জন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া একদিন খগেন্দ্র নাথ হুগলীতে পদ্মাবতীর শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। খগেন্দ্র যখন সে বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে সময় বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আদালতে ছিলেন, আর তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ আশুতোষও কলেজে রহিয়াছেন, বাড়ীর অন্যান্য লোকও যে যাহার কার্য্যে চলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে সময় খগেন্দ্রের সহিত বহির্বাটিতে কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু খগেন্দ্র পদ্মাবতীকে দেখিবার জন্য অধীর, সুতরাং অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতে

খগেন্দ্রের মনে কোনরূপ দ্বিধা হইল না। খগেন্দ্র একবারে অন্দরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন স্ত্রীলোকের আহার শেষ করিয়া খিড়কীর পুষ্করিণীতে যাইতে ছিল, আর খগেন্দ্র একবারে তাহাদেরই সম্মুখে গিয়া পড়িল। একজন অপরিচিত যুবা পুরুষকে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল! একজন দাসী আসিয়া খগেন্দ্রকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল—"তুমি কেমন ধার ভদ্রলোক গা? একবারে অন্দরের মধ্যে এসেছ? যাও—যাও—এখনই চলে যাও—মেয়েরা ঘাটে যেতে পারছে না।"

খগেন্দ্র সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিল—"পদ্মা কোথায়? একবার পদ্মাকে ডেকে দাও—আমি যে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।"

তাহাদের বধূমাতার নাম যে পদ্মাবতী—সে দাসী তাহা জানিত না, সুতরাং সে এবার অধিকতর উচ্চকণ্ঠে একবারে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—"কে আবার তোমার পদ্মা? এ কেমন ধারা মিন্সে গো—কথা বল্‌লে শোনে না যে!"

এমন সময় একজন স্ত্রীলোক সেই দাসীর কাণে কাণে কহিল—"পদ্মা যে আমাদের বউ-মার নাম। তুই জিজ্ঞেস কর দেখি—কাপড়পুর থেকে আসছেন কি না।"

দাসী তখন জিহ্বা কাটিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিল। তার পর মাথাটি হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাপড়পুর থেকে আস্‌ছেন কি?"

খগে। হাঁ, আমি কাপড়পুর থেকে আস্‌ছি।

দাসী। আপনি বউ-মার কে হন?

খগে। আমি তার মেজ দাদা হই।

এই সময় এক অবগুণ্ঠনবতী বালিকা কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া খগেন্দ্রকে প্রণাম করিল। খগেন্দ্র সে অবগুণ্ঠন তুলিয়া দেখিল—পদ্মাবতী। তখন আর খগেন্দ্রকে কোন পরিচয় দিতে হইল না। গৃহিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া একখানি আসন পাতিয়া দিলেন—খগেন্দ্র তাঁহাকে কখন না দেখিলেও গৃহিণী বলিয়া বুঝিতে পারিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিল। সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া খগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"এখান থেকে গঙ্গার ঘাট কতদূর হবে?"

সেই দাসী উত্তর করিল—"খুব নিকট—বড় জোর আধ-পো রাস্তা।"

খগে। তবে আমি গঙ্গাস্নান যাবো। আমায় একটু তেল এনে দাও।

তৎক্ষণাৎ এক রৌপ্যবাটীতে ভাল ফুলেল তৈল গৃহিণী আনিয়া দিলেন। খগেন্দ্র সেই তৈলের একবার আঘ্রাণ লইয়াই কহিল—"এ যে ফুলেল তেল, এ তেল আমি মাখি না—আমার দাদা মাখেন। আমায় একটু সর্ষের তেল—কি নারিকেল তেল দিলেই হবে—এত দামী তেল আমি মাখ্‌বো না।"

তার পূর্ব্বেই একটা কথা হঠাৎ স্মরণ হওয়ায়, খগেন্দ্র কহিল—"না, না—আমি গঙ্গাস্নান কর্‌বো—আমি ত তেল মাখ্‌বো না। আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে—এ সময় আসাটা উচিত হয় নাই—তা কি কর্‌বো? আমি ত কলকেতা থেকে আস্‌ছি না—আমি হেঁটে কাপড়পুর থেকে কাল এসে তারকে-

[illegible] ছিলাম, আজ ট্রেনে আসছি। তা আমার জন্তে
ব্যস্ত হতে হবে না—আমি একবারে রান্নাই খাবো।"

গৃহিণী বালিকে কি কথা বলিতে শিখাইয়া দিতে ছিলে
তাহা দেখিয়া খগেন্দ্র কহিল—"হাঁ গা বাছা, তুমি ত আম
মা হও, আর তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবে না ?"

সে কথা শুনিয়া গৃহিণী একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন
"কেন কথা কইবো না বাবা ? তোমরা ত আমার ছেলে
আমার আশু আর তোমরা কি ভিন্ন ? তা বাবা, গঙ্গায়
করে আসতে আসতেই আমার সব রান্নাবান্না হয়ে যাবে
তুমি ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ, তোমার জন্তে ত আর প
ব্যঞ্জন রাঁধতে হবে না।"

খগেন্দ্র তখন মহা খুসী হইয়া কহিল—"তবে ছুটি ভাতে-ভ
চড়িয়ে দাও। আর আমার সঙ্গে আমাদের পেমা-চাক
এসেছে—দু'জনের মতন ভাতে-ভাত রাঁধলেই হবে।"

গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, তাই হবে [illegible]

খগেন্দ্র স্নানও সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া একবারে অন্দ
গিয়া কহিল—"কই গো মা, আমার ভাত দাও।"

বাড়ীর মেয়েরা অবাক্ ! কুটুম্ব বাড়ীতে আসিয়া এ
ব্যবহার ত কেহ কখন করে নাই। কেহ বলিল—"বউ-এ
ভাই পাগল নাকি ? বোধ হয়—বাইরের ছিট্ আছে।"

কেহ কহিল—"ছি ! ছি ! অমন কথা মুখে আনি
খুব ভাল লোক—এমন লোক কি হয় ?"

পদ্মাবতী সেইখানেই ছিল—কিন্তু কোন কথাই কহিল
কারণ কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে পদ্মা কাহার ক

উপর কথা কহে না। প্রথা এ যুগের নূতন নয়। তাহার জননী তাহাকে এইরূপই উপদেশ দিয়াছিলেন।

গৃহিণী আসিয়া আদর করিয়া খগেন্দ্রকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া খগেন্দ্র দেখিল—জলযোগের এক বিরাট ব্যাপার! তাহা দেখিয়াই খগেন্দ্রের পেট ভরিয়া গেল। খগেন্দ্র কহিল—"আমি ভাতের পূর্ব্বে কখন জল খাই নে—আর এত আয়োজন আমার জন্যে কেন?"

গৃহি। এ আর বেশী আয়োজন কি বাবা? এ সকল খাবার ঘরেই তৈয়ের হয়—ঘরেই ছিল।

খগে। তা বলে কি ঘরের ছেলেকে এত দিতে হয় মা?

গৃহি। তা বাবা, ঘরের ছেলে বলে কি পেটে খাবে না?

তখন খগেন্দ্র আর কোন কথা না বলিয়া জলযোগে বসিল, এবং যথা-সাধ্য আহার করিল। জলযোগ করিতে করিতে খগেন্দ্র দেখিল—সেই গৃহের অন্য একস্থলে তাহারই জন্য এক বিরাট আহারের আয়োজন হইতেছে। জলযোগ করিয়াই খগেন্দ্রের পেট ভরিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এরূপ আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া খগেন্দ্র মনে মনে হাসিল। সে আহারে বসিয়াছে, এমন সময় গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাবা, তুমি নয়—বর্ম্মায় গিয়েছিলে?"

খগে। হাঁ মা, তিন বৎসর বর্ম্মায় ছিলাম।

গৃহি। সেখানে তুমি কি চাক্‌রী কর বাবা?

খগে। চাক্‌রী কর্‌বো কেন মা? আমি ব্যবসা কর্‌তে গিয়েছিলুম। খুড়া-খুড়ী গুরুজনের কথা না শুনে গিয়েছিলুম বলে, একেবারে নাকাল হ'তে হয়—হয়ে এসেছি। এত কষ্ট পেয়েছি যে, কত

দিন উপোস করে কাটাতে হয়েছে। দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো—অনেক কষ্টে সে সকল দেনা শোধ করে, তবে দেশে এসেছি। পন্নার বিয়ে আমি দেখ্‌তে পাই-নে। আর তাকে অনেক দিন দেখি-নি বলে, আমার মনটা কেমন করে উঠ্‌লো—তাই মা, তাকে আমি দেখ্‌তে এসেছি। আর বাঁড়ুর্য্যে মশাই আর আপনাদের সকলের সঙ্গে আমার আলাপটাও ত হওয়া চাই।

এইরূপ সরলপ্রাণে সম্পূর্ণ অপরিচিত কুটুম্ব-বাড়ীতে আসিয়া অন্দরের স্ত্রীলোকদিগেরই নিকট খগেন্দ্র কত কথাই কহিল! মনে দ্বিধা নাই—প্রাণে সম্ভ্রমনাশের লেশ মাত্র ভয় নাই—যেন কতকালের পরিচিতের ন্যায় খগেন্দ্র অকপট-চিত্তে সকল কথাই কহিল। তার পর বাহিরে আসিল—আসিয়াই প্রেমচাঁদের সহিত কথা কহিতেছে—এমন সময় আশুতোষ কলেজ হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমচাঁদ কহিল—"ঐ আমাদের জামাই বাবু।"

আশুতোষ কাপড় ছাড়িয়া একটু সুস্থির হইয়া বসিলে পর, খগেন্দ্র তখন তাঁহার নিকটে ধীরে ধীরে গিয়া কহিল—"বাঁড়ুর্য্যে মশাই, আমায় চিন্‌তে পারেন ?"

বাঁড়ুর্য্যে মহাশয় ত একবারে অবাক্! জীবনে কখন যাহাকে দেখেন নাই, তাঁহাকে কিরূপে চিনিতে পারিবেন ? এই সময় প্রেমচাঁদ কহিল—"জামাই বাবু, ইনি আমাদের মেজ বাবু।"

আশুতোষ তখন কহিলেন—"এইবার চিন্‌তে পেরেছি, তা আপনাকেত আমি কখন দেখি নাই—কেমন করে চিন্‌বো ?

পনি বর্ম্মা থেকে এসেছেন—এ সংবাদ পেয়েছি। সেখানে পনার নাকি বড় লোকসান হয়েছিল? তা এমন ব্যবসা ন করতে গেলেন?"

খগেন্দ্র উত্তর করিল—"ভাই, আমি লেখাপড়া শিখি-নি, ন চাক্‌রী-বাক্‌রী ত করতে পারবো না—তাই ব্যবসা তে গিয়েছিলুম, তা জুয়াচোরে ঠকিয়ে নিলে লোকসান হবে ত কি হবে?"

আশু। আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু আছে, তাতে চাক্‌রী করবার কোন দরকার হয় না। আর চাক্‌রী করবার কার না থাকুক—আপনি লেখাপড়াটাই বা শেখেন নাই ন? লেখাপড়া শেখা ত কেবল চাক্‌রীর জন্যে নয়?

খগে। বোধ হয়—অদৃষ্টে নেই, তাই শিখি-নি, এখন কিন্তু র জন্যে বড় কষ্ট হয়।

আশু। এখনও মনে করলে আপনি লেখাপড়া শিখতে য়েন—আপনার খুড়ো-মহাশয় কত বয়সে শিখেছেন, সেই া একবার ভেবে দেখুন দেখি।

হঠাৎ খগেন্দ্রের যেন একটা চমক্ ভাঙ্গিয়া গেল! এ াটাত একবারও খগেন্দ্রের মনে উদয় হয় নাই! আশুতোষ াৎ তাঁহার জ্ঞানচক্ষু যেন ফুটাইয়া দিল। খগেন্দ্র কহিল— াপনার কথায় আমার যেন জ্ঞান জন্মাল! এখন আমার ন হয়—আমিও খুড়ো-মহাশয়ের ন্যায় চেষ্টা করলে, এত বয়সেও খাপড়া শিখতে পারি। কিন্তু একটা কথা—আমি স্কুলে তে পারবো না—আমায় লেখাপড়া শেখাবে কে?"

আশু। আপনি রাজী হলে—আমি আপনাকে শেখাতে

[illegible]

ধনের আগ্রহের সহিত কহিল—"তা আমি রাজী আছি। কিন্তু গ্রামবাসী তাহলে হাসবে—তবে আমার মত [illegible] করে থাকলে—আমি এখানে থাকতে পারবো না। আচ্ছা, আমায় কি শেখাবেন?

আশু। প্রথমে নিজের মাতৃভাষা—বাঙ্গলা। তার পর সংস্কৃত। সঙ্গে সঙ্গে কাজ-চালান গোছের একটু একটু ইংরেজীও আপনাকে শিখতে হবে।

ধনে। আমার বুদ্ধিটা কিন্তু কিছু মোটা—আমি লেখাপড়া শিখতে পারবো ত?

আশু। কেন—পারবেন না। ইচ্ছা আর যত্ন থাকলেই পারবেন। চেষ্টার অসাধ্য কি কোন কার্য্য আছে?

ধনে। এই খুড়ো-মহাশয়ের দৃষ্টান্তটা আপনি ভাগ্যে মনে করে দিলেন, এখন যেন মনে হয়—আমি চেষ্টা করলেই এ বয়সেও লেখাপড়া শিখতে পারি। তবে কবে থেকে আরম্ভ করবেন?

আশু। যেদিন ইচ্ছা—আজ থেকে ইচ্ছা করেন, আজ থেকেই আরম্ভ করা যেতে পারে।

ধনে। একটা ভাল দিন দেখে, আরম্ভ করা উচিত নয় কি?—পাঁজিখানা একবার দেখুন না।

আশুতোষ পঞ্জিকা দেখিয়া কহিলেন—"বেশ হয়েছে, আজ সন্ধ্যার পরেই উত্তম দিন, আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক।"

এই সময় কাছারী হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিয়া [illegible] করিল। আশুতোষ পিতাকে খগেন্দ্রের পরিচয় দিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খগেন্দ্রকে পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আদর ও যত্নের সীমা ছিল না। কিন্তু খগেন্দ্র তাহাতে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিল। তাহাকে কেহ আদর ও যত্ন করিলে, তাঁহার মন কি জানি কেন—প্রফুল্ল না হইয়া বরং সঙ্কুচিত হইয়া যাইত!

রাত্রে আহারাদির সময় খগেন্দ্র ও আশুতোষ একত্রে আহার করিতে বসিয়াছেন। আর গৃহিণী তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতেছেন। সেই সময় খগেন্দ্র কহিল—"মা, তুমি আর আমায় এত যত্ন করো না বাছা। আমি যে এখন থেকে এই বাড়ীতেই থাক্‌বো, আর বাঁড়ুর্য্যে মশাইয়ের কাছে লেখাপড়া শিখ্‌বো।"

গৃহি। তা বেশ ত বাবা—আমার একটি ছেলে ছিল, আজ থেকে দুটি ছেলে হলো। তা বাবা, তুমি খেতে পার্‌চ না কেন—তোমার লজ্জা করে না কি?

খগে। না মা, আমার লজ্জা কর্‌বে কেন? তবে এই বর্ম্মায় থেকে, না খেয়ে না খেয়ে—আমার পেট মরে গেছে—তাই খেতে পারি-নি। তবে সেখানে খুড়ী-মা, আর এখানে তুমি মা যখন রয়েছে, তখন তোমাদের কাছে দু'চার মাস থাক্‌লেই আমার এ পেট বেড়ে যাবে।

এই অল্প কাল মধ্যেই খগেন্দ্র গৃহিণীর অতি স্নেহের পাত্র হইয়া দাড়াইল। পর দিন খগেন্দ্র দেখিল—এ বাড়ীর সকলেই ইংরেজী লেখাপড়া জানেন, অথচ সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা দেবা-

[illegible] করেন। আবার মাথাতেও আবার টিকি! এরূপ [illegible] স্বচক্ষে দেখিয়া খগেন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। খগেন্দ্র আশুতোষকে কহিল—"আচ্ছা—বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনারা এত ইংরেজী লেখাপড়া শিখেও যে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, আর মাথাতেও টিকি রেখেছেন?"

আশু। কেন, ইংরেজী লেখাপড়া শিখ্‌লে কি আর এ সব কর্‌তে নাই?

খগে। এই রকম ত সর্ব্বত্রেই দেখ্‌ছি ভাই। আপনাদের মতন রীতিমত ইংরেজী-জানা বাবুদের নাকি এ সব কর্‌তে হয় না?

আশু। কেন—আপনাদের গ্রামের ব্রাহ্মণেরাও ত সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, আর সকলেরই মাথায় টিকি—আমি ত স্বচক্ষে দেখে এসেছি। তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ইংরেজী-জানা লোকও ত আছেন।

খগে। সে কেবল আমার খুড়ো-মশাইএর জন্যে হয়েছে। আমাদের গ্রাম-ছাড়া অন্য গ্রামে গিয়ে দেখুন—যারা ইংরেজী জানে না—চাকুরী করে না—দেশে থেকে চাষের কর্ম্ম করে, তাদেরই কেবল এই সকল দেখ্‌তে পাবেন।

আশু। ইংরেজী শিখেছি বলে—নিজের ধর্ম্ম ছাড়্‌বো কেন হে?

খগে। আমার কিন্তু সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌তে দেখে, পাছে আপনারা ঘৃণা করেন, সেই জন্যে আমি লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে আসি। তা আপনাদের দেখে, এখন আর আমার সে ভয় কর্‌তে হবে না। বেশ হয়েছে—এখন সন্ধ্যা আরম্ভ করা যাক।

খগেন্দ্রের মনে আর কোন ভয় রহিল না, এবং যত্নে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। অধ্যাপকের শিক্ষাদানের গুণেই হউক, আর খগেন্দ্রের বাল্যের ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ের কারণেই হউক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে খগেন্দ্র লেখাপড়ায় বিশেষ উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিল। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধিও ক্রমেই মার্জ্জিত হইতে দেখা গেল। যেন অসংস্কৃত খনির হীরা সংস্কৃত হইয়া ক্রমেই উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল।

এই সময় কাণ্‌পুর হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ হুগলীতে আসিয়া পৌঁছিল। অকস্মাৎ কি সর্ব্বনাশের সংবাদ! বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। খগেন্দ্র যথাবিধি অশৌচ গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমেই খগেন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে যেন আজন্ম প্রতিপালিতের ন্যায় সকলেরই প্রিয় ও আদরের হইয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী ত বাস্তবিকই পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাকে স্নেহ ও যত্ন করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও খগেন্দ্রের অসাধারণগুণে মোহিত হইয়া তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। খগেন্দ্রকে তিনি কয়েকটি স্তব শিখাইয়াছিলেন—খগেন্দ্র অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নান-আহ্নিকের পর, ফুলের সাজি লইয়া সেই স্তব আওড়াইতে আওড়াইতে বাগানে ফুল তুলিত, তখন ব্রাহ্মণের আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না। ব্রহ্মচারীর গুরুগৃহবাসের ন্যায়, খগেন্দ্র যখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাংসারিক সকল কার্য্য —এমন কি দাসদাসীর নির্দ্দিষ্টকার্য্য, পর্য্যন্তও—স্বহস্তে করিতে যাইত, তখন বন্দ্যোপাধ্যায় সে কার্য্য খগেন্দ্রকে করিতে না দিলেও, মনে মনে তাহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন।

ক্রমে খগেন্দ্র অন্দরের স্ত্রীলোক মাত্রেরই অতি প্রিয় হইল। যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, তাহাকে সেইরূপ সম্মান বা স্নেহ করিতে খগেন্দ্রের কোন ত্রুটি ছিল না। বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের এক কুমারী কন্যা ছিল। সে কন্যার নাম সরস্বতী—সে কার্য্যেই সরস্বতীই বটে। এমন প্রখর বুদ্ধিশালিনী বালিকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। খগেন্দ্রের ত অন্দরে অবারিত দ্বার। [illegible] যে কোন কারণেই হউক, খগেন্দ্র যখন অন্দরের মধ্যে যাইত, তখন প্রথমেই সে সরস্বতীকে ডাকিত। সরস্বতীও যেখানেই থাকুক, খগেন্দ্রের গলার শব্দ পাইলেই দৌড়িয়া আসিত। সরস্বতী এখন সবে মাত্র নবম বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া, দশম বৎসরে পড়িয়াছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে সরস্বতী তাহার সমবয়স্কা আরো তিন চারিজন বালিকার সহিত খেলা করিতেছিল। তাহারা প্রকৃত সংসারের অনুকরণে খেলা-ঘর বাঁধিয়া সংসার-খেলা খেলিতেছিল। সংসারের সকল পার্ব্বণ ও সকল শুভকার্য্যই বালিকাদিগের এই খেলা-ঘরে অনুকৃত হইত। সে দিন লক্ষ্মী পূজার দিন বলিয়া, খেলা-ঘরেও লক্ষ্মী পূজার আয়োজন হইয়াছিল। তখন পূজা শেষ হইয়াছে, একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয় নাই, এমন সময় খগেন্দ্র আহার করিতে আসিয়া ডাকিল, "সরস্বতী।"

সরস্বতী দৌড়িয়া আসিয়া খগেন্দ্রকে কহিল—"দাদা, আজ আমাদের লক্ষ্মী-পূজা যে।"

"তবে আমি বামুন হবো"—বলিয়া খগেন্দ্র সেই দুই প্রহরের সময় প্রকৃত সুখের আহার ফেলিয়া, খেলা-ঘরের কৃত্রিম আহার করিতেই তৎক্ষণাৎ চলিল। একজন ব্রাহ্মণকে যেরূপ ভক্তিসহকারে আহারাদি করাইতে হয়, সরস্বতীও সে পক্ষে কোন ত্রুটি করিল না। খেলা-ঘরের নানারূপ কৃত্রিম অন্নব্যঞ্জন, পরমান্ন ও পিষ্টকপ্রভৃতি সাজাইয়া সরস্বতী খগেন্দ্রকে আহার করিতে দিল।

ঘরের এ একখানি অতি ক্ষুদ্র আসনে বসিয়া [illegible]ায়ের ভাণ করিল। এদিকে গৃহিণী বধূর মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু [illegible] দেখা নাই। শেষে সরস্বতীর খেলা-ঘরে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিলেন। সেইদিনের এই ক্ষুদ্র ঘটনায় তাঁহার মনে কেমন একটা নূতন ভাবের উদয় হইল। আর সেই দিন রাত্রেই তিনি কর্তাকে কহিলেন— “[illegible] সঙ্গে আমার সরস্বতীর বিবাহ দিলে হয় না?”

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পত্নীর এই প্রস্তাবের তখনই কোন উত্তর দিলেন না, কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। কর্তাকে এরূপ নীরবে থাকিতে দেখিয়া, গৃহিণী সে কথার পুনরুত্থাপন করিতে আর সাহসী হইলেন না। কর্তাই শেষে উত্তর দিলেন— ‘এ কথাটা আমার মনেও দুই একবার উঠেছিল, কিন্তু তোমার মনোমত হবে কি না ভেবে, এতদিন সে কথা কাকেও বলি নাই। এখন তুমিই নিজে যখন এ প্রস্তাব করেছ, তখন আমার সম্পূর্ণ মত আছে জানবে।”

গৃহিণীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। গৃহিণী তৎক্ষণাৎ কহিলেন—“এমন সুপাত্র ঘরে থাকতে কেন অন্য পাত্রের চেষ্টা করবো? এমন সকল রকমে মনোমত পাত্র আর কোথায় পাবো? আর বলে—[illegible] এই অল্প দিনের মধ্যেই যেরূপ লেখা-পড়া শিখেছে, আর তার লেখা-পড়া শেখার যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন আছে, তাতে শীঘ্রই তার মূর্খ নাম ঘুচে যাবে। আমারও এ বিষয়ে খুব মত আছে।”

কর্তা। কেন, বউ-মাকে পিত্রালয়ে নিয়ে যেতে শীঘ্রই লোক আসবে—তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর হতে ব্রাহ্মণ একবারও তাঁক-

কেও পাঠিয়ে দিতে অনেকবার আমার অনুরোধ করেছেন। এখনত আশুর কলেজের বন্ধ—বউ-মার সঙ্গে আশুও যাক। আর খগেন্দ্রও অনেক দিন এসেছে, সেও এই সঙ্গে নিশ্চয় যাবে। আশু গিয়ে বৈবাহিকের নিকট এই প্রস্তাব করলে, আমার বিশ্বাস তিনি কোন মতে অমত করতে পারবেন না। আশুই এইবার এ বিবাহের সব স্থির করে চলে আস্‌বে।"

এ কথায় গৃহিণী অধিকতর আনন্দিত হইয়া কহিলেন—"কিন্তু তা হলে, আশু ফিরে আস্‌বার সময় বউ-মাকেও যেন সঙ্গে নিয়ে আসে—আমার সরস্বতীর বিয়ের সময় বউ-মা এখানে না থাকলে চলবে না।"

কর্ত্তা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তোমার বউ-মা এত কাজের লোক হয়েছে নাকি ?"

গৃহিণী অমনি নথ নাড়িয়া কহিলেন—"আমার বউএর মতন বউ কারু কখন হয় নাই।"

সেই দিন রাত্রে গোপনে কর্ত্তা ও গৃহিণীর এই পর্য্যন্ত কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু পর দিন প্রাতে সে কথাটা আর গোপন রহিল না। তার ফল হইল—সরস্বতী খগেন্দ্রের ত্রিসীমা-নার আর আসিত না—খগেন্দ্রও আর সরস্বতীর নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিত না। আরো বিবাহের প্রতি খগেন্দ্রের যে একটা ভয় বা ঘৃণা ছিল, এখন সে ভয় বা ঘৃণার মাত্রার ও বিলক্ষণ হ্রাস দেখা গেল। কেন হইবে না—এখন মূর্খ বলিয়া খগেন্দ্রের মনে যে একটু কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত ভাব ছিল, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সে ভাবেরও যে এখন তিরোভাব হইতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খগেন্দ্র ও পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া আশুতোষ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। পুত্রশোককাতরা দুঃখিনী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কন্যা, জামাতা, ও দৌহিত্র-পৌত্র অভ্যর্থনা করিলেন। কোন আত্মীয়-স্বজনকে দেখিলেই যে পুরাতন শোক উথলিয়া উঠে। পর দিন আজ কথায় কথায় আশুতোষ শ্বশুরের নিকট ভগিনীর সহিত খগেন্দ্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। বুড়ো-শ্বশুর মহাশয় তাহাতে কোন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না, তবে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা এই—খগেন্দ্রের বিবাহের পূর্ব্বে নগেন্দ্রের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ-কার্য্য যেন নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু জামাতার আজিকার এই প্রস্তাবে আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি নগেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন—"বাবা, তোমায় একটী কথা বলি, তুমি আবার বিয়ে কর।"

নগেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল। যোড়হস্তে কহিল—"বুড়ো-মহাশয় আমায় ক্ষমা করবেন—সে আর জীবনে নয়। বরং আর এক কাজ করুন, আমার মনের গ্লানি এখনও যেন সম্পূর্ণ যায় নাই। তা হবে, আমি অনেক পাপ করেছি, কিন্তু শাস্ত্রবিধি মতে আমা

একটা প্রায়শ্চিত্ত আজও হয় নাই। সেইটার একটা ব্যবস্থা আগে করুন—মুখো-মহাশয়!”

মুখো। সে ব্যবস্থা আমি কি করবো বাবা!—আমার কার্য্য সেত নয়। তুমি শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে সে ব্যবস্থা এখনই নিতে পার।

নগে। তবে এখনই তাঁকে সংবাদ দেওয়া হ'ক—আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎক্ষণাৎ টোল হইতে শিরোমণি মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। শিরোমণি মহাশয় আসিলে, উভয়ে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার জন্ত পৃথক আসন দিলেন। তার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই নগেন্দ্রের প্রায়শ্চিত্তের এক ব্যবস্থা-পত্র তাঁহাকে লিখিয়া দিতে কহিলেন। শিরোমণি মহাশয় অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কি চিন্তা-করিলেন, তার পর একখানি ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন —“আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমার দ্বিগুণ চান্দ্রায়ণেরই ব্যবস্থা কর্‌লাম। অনুকল্পে পঁয়তাল্লিশ কাহন কড়ি তোমায় উৎসর্গ কর্‌তে হ'বে। আর কিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যয়—ভিন্ন অন্য ব্যয় কিছুই নাই।”

নগেন্দ্র অনেক রকম পাপত করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল পাপের এই কি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল! এই কথাটা মুহূর্ত্তের জন্ত একবার নগেন্দ্রের মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপকের ব্যবস্থার উপর তাঁহারত কোন কথা চলিবে না—সুতরাং নগেন্দ্র সে কথা আর মনে স্থান না দিয়া কহিলেন—“তবে আজই কেন সেই প্রায়শ্চিত্ত করি না।”

শিরোমণি মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আজই করবে? রস—আজ তিথিটা কি? হাঁ—তা হতে পারে, তবে আজ ত আর প্রায়শ্চিত্ত হবে না—পূর্ব্বাহ্নকৃত্যটা করবে থাক।"

নগে। পূর্ব্বাহ্নকৃত্যটা কি?

শিরো। যে দিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তার পূর্ব্বদিনে মস্তক মুণ্ডনাদি করিয়া দিনে অভুক্ত থাকিয়া সন্ধ্যাকালে ঘৃত প্রাস অর্থাৎ ঘৃতভোজন করতে হয়। ইহা পূর্ব্বদিন কৃত্য পরদিন শ্রাদ্ধাদি করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করবে।

নগেন্দ্র নাথ সেই দিন যথাশাস্ত্র সংযম ও নিয়মাদি পাল করিয়া রহিলেন। পর দিন যথাবিধি দ্বিগুণ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চি কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এইবার গো-গ্রাস হইয়া গেলেই তাহা প্রায়শ্চিত্ত সুসম্পন্ন হইয়া যায়। নগেন্দ্র কতকগুলি কোম নবদূর্ব্বাদল মাথায় করিয়া কম্পিতহৃদয়ে ধীরে ধীরে নিক এক অপরিচিত গাভীর সম্মুখে তাহা ধরিল। কিন্তু [illegible] গাভী দুই একবার আঘ্রাণ করিল মাত্র, কিন্তু সে তৃণগুচ্ছ একবারে স্পর্শ করিল না! নগেন্দ্র তখন মাথায় হাত দিয়া সেইখা বসিয়া পড়িলেন! অল্পক্ষণ পরেই শিরোমণি মহাশয় প্রভৃ দেখিলেন—চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেে সে চক্ষের জলের কারণ জানিতে কাহার বাকি ছিল না, বি কি কথা বলিয়া যে নগেন্দ্রকে সান্ত্বনা করিবেন, তাহা তাঁহারা হঠাৎ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ শিরোমণি মহাশয় কহিলেন—"এর জন্তে আর কাঁদলে কি বাবা, তোমায় পুনঃ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

নগেন্দ্র তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"এ রকম আর্থিক প্রায়শ্চিত্তে আমার পাপক্ষয় হবে না শিরোমণি মহাশয়। তুষানল, কি মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত আমার পক্ষে ব্যবস্থা করুন। আমি যে কত বড় পাপী তা বোধ হয়, আপনি জানেন না।"

শিরো। তা কি না জেনে, আমি ব্যবস্থা করেছি—আমি সব জানি বাবা। অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ আর প্রকীর্ণ—এই ত নয় রকম পাপ মানুষে করিতে পারে। প্রথমটী ব্যতীত সকল পাপই তোমার অন্ন-বিন্তর স্পর্শ করিয়াছে! সুতরাং যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত তোমার পক্ষে সাধ্যাতীত—তাই অনুকল্প বিধি ব্যবস্থা করেছিলাম। আর্থিক প্রায়শ্চিত্তে তোমার নিজের মনেই যখন সংশয় উপস্থিত হয়েছে, তখন এরূপ প্রায়শ্চিত্তে তোমার কিছুই হবে না। তুমি সমস্ত পথ দণ্ডবৎ হইতে হইতে গঙ্গায় গিয়ে স্নান কর—গঙ্গাস্নানে সকল পাতক যে ক্ষয় হয়—এটা যেন তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে।

এই সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"আপনার ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ যদি আপনি মনে না করেন—তবে আমার একটা সংশয়ের কথা আমি নিবেদন করতে পারি কি?"

শিরো। সে কি কথা—স্বচ্ছন্দে বলুন।

মুখো। আমি শুনেছি—গঙ্গাহীন দেশ সম্বন্ধেই ঐ বিধি ব্যবস্থা। আমাদের ত শিয়রে গঙ্গা।

শিরো। এ মত অনেক ব্যবস্থাপক পোষণ করে থাকেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতেছি। কাশীখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে স্বয়ং মহাদেব কি বলেছেন, সেই

কথা একবার স্মরণ করুন দেখি। যদি মনে বিশ্বাস থাকে যে এই গঙ্গাস্নানেই আমি নিষ্পাপ হলুম—তা হলে এমন পাপ নাই যে গঙ্গাস্নানে ক্ষয় না হয়। গঙ্গা নিকট বলেই—পথে দণ্ডবৎ হয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি।

এই সময় নগেন্দ্র কহিলেন—"তবে এখনই আমি সেই ভাবে গঙ্গাস্নানে যাবো—আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে!"

শিরো। এই বার ক্রোশ রাস্তা তুমি কি দণ্ডবৎ হয়ে যেতে পারবে বাবা? তাহলে পথেই যে তোমার মৃত্যু হবে। তোমার কলকেতার বাড়ীতে গিয়ে, তুমি এই প্রায়শ্চিত্ত কর।

নগেন্দ্র তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"তবে এখনই সকলে আমার সঙ্গে কলকেতায় চলুন। যতক্ষণ আমার এ প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ আমি আর জল গ্রহণ করবো না। আমার—

নগেন্দ্র আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! শিরোমণি মহাশয় তখন একবার মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন - পুত্র-শোকে যে ব্রাহ্মণের বিন্দুমাত্রও অশ্রুপতন হয় নাই—এই ক্ষুদ্র ঘটনায় সেই ব্রাহ্মণেরও নয়নজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে! ব্রাহ্মণেরও মুখে কথা নাই! তিনি ইঙ্গিতে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

সেই দিনেই শিরোমণি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।